বিজয়-কুমার।

প্রথম অধ্যায়।

অতি প্রাচীন কালে দাক্ষিণাত্য প্রদেশে [illegible] নামক এক বিখ্যাত রাজ্য ছিল। এই রাজ্যের সপ্তম মহিপতির ভীম-বাহু নামক এক অসামান্যগুণসম্পন্ন, মন্ত্রণাকুশল ও পারদর্শী অমাত্য ছিলেন। রাজা সাশন করেন নামমাত্র; যিনি যে প্রকার মন্ত্রী দ্বারা চালিত হয়েন, তিনি তদনুরূপ ফলভাগী হইয়া থাকেন। মন্ত্রী গুণ-সম্পন্ন হইলে, যেমন রাজার সুখ্যাতি ও প্রকৃতি পুঞ্জের মঙ্গলের সম্ভাবনা মন্ত্রী দোষযুক্ত হইলে, সেইরূপ রাজার অপবাদ ও প্রজাদিগের অনিষ্টের আশঙ্কা। কিন্তু ভীমবাহুর মন্ত্রণাকুশলতায় শত্রুগণ পরাজিত, রাজ্য বিপদশূন্য সমৃদ্ধিশালী ও শান্তিময় হইয়া উঠিল; এমন কি ভূপতি যে বিষয়েই হস্তক্ষেপ করিতে লাগিলেন, ভীমবাহুর অতুল বুদ্ধিবলে তাহাতেই সকল মনোরথ হইতে লাগিলেন।

প্রজাগণ সুসাশন-গুণে এইরূপে শান্তিসুখে বাস করিতেছে, এমন সময়ে অকস্মাৎ সুখ-গগনে একখানি দুঃখ-মেঘ দেখা দিল। একদা সায়ংকালে ভূপতি রাজকার্য্য সমাপন করিয়া সমুদ্রতটে বায়ুসেবন করিতেছেন এমন সময়ে একজন পরিচারক আসিয়া সংবাদ দিল,—"মহারাজ! কেরলপতি আপনার নিকট এক দূত পাঠাইয়াছেন, দূত আপনার সাক্ষাৎ প্রার্থনা করে"।

রাজা—যাইয়া দূতকে এখানে লইয়া আইস।

পরিচারক—যে আজ্ঞা, চলিলাম।

রাজা—(স্বগতঃ) এমন সময়ে কেরলরাজ কি নিমিত্ত দূত পাঠাইল ; কারণ কি কিছুই ত বুঝিতে পারিতেছি না ; যাহা হউক দূত আসিলেই সব জানা যাইবে।

(দূত প্রণাম করিয়া রাজ-সমীপে দণ্ডায়মান হইলে পর)

রাজা—দূত ! সংবাদ কি ? শীঘ্র বল।

দূত—এই পত্রপাঠ করিলেই সব জানিতেপারিবেন। ইহা কেরলাধিপতি আপনাকে লিখিয়াছেন। এই বলিয়া বস্ত্র মধ্য হইতে একখানি পত্র বাহির করিয়া রাজার হস্তে দিল।

রাজা পত্র পাঠ করতঃ জানিতে পারিলেন যে কেরলরাজ তাঁহার নিকট যুদ্ধ প্রার্থনা করেন। তিনি যুদ্ধের কারণ দেখিতে না পাইয়া মনে মনে কিঞ্চিৎ বিস্ময়াপন্ন হইলেন ; এবং পরিচারককে দূতের আহারের ও রাত্রি যাপনের উত্তম বন্দবস্ত করিয়া দিতে আদেশ প্রদান করিয়া, নিজে সমুদ্র-তট হইতে গৃহে আসিলেন। কিঞ্চিৎ রাত্রি অধিক হইলে, কাহাকেও কিছু না বলিয়া ধীরে ধীরে প্রাসাদ হইতে বহির্গত হইয়া মন্ত্রী-ভবনে চলিলেন। রাজা দ্বারে উপস্থিত হইবামাত্র দ্বারবান রাজাকে রাত্রিতে একাকী দেখিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইল এবং প্রণাম করতঃ জিজ্ঞাসা করিল—"মহারাজ এত রাত্রিতে এখানে আসিবার কারণ কি ?"

রাজা উত্তর করিলেন,—"মন্ত্রীর সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছি। শীঘ্র সংবাদ দাও।"

দ্বারবান, "যে আজ্ঞা" বলিয়া, দ্রুত মন্ত্রী-সকাশে যাইয়া রাজার আগমন বার্ত্তা জানাইল।

ভীমবাহু নৃপতির রাত্রিতে আগমন বার্ত্তা শ্রবণে মনে মনে জানিতে পারিলেন কোন বিপদ উপস্থিত হইয়াছে। এবং ত্বরায় রাজ সন্নিধানে আসিয়া সসম্মানে তাঁহাকে একটি নির্জ্জন গৃহে লইয়া গেলেন এবং একখানি সুন্দর কারুকার্য্যখচিত-আসন বসিতে প্রদান করিয়া নিজে অপর এক খানিতে বসিলেন।

রাজা—(উপবেশন করতঃ) মন্ত্রী! কোনও আসন্নবিপদ্ গ্রস্ত হইয়া তোমার নিকট এত রাত্রিতে আসিয়াছি।

মন্ত্রী।—আমি পূর্ব্বেই জানিতে পারিয়াছি। এখন বিপদটা কি বলুন দেখি?

রাজা—কেরলরাজ দূত দ্বারা পত্র পাঠাইয়াছে, পত্র পাঠ করিয়া অবগত হইলাম কেরলরাজ যুদ্ধ-প্রার্থী। দূত এখানে আছে; কাল প্রাতে তাহাকে পত্রের উত্তর দিয়া বিদায় করিতে হইবে, তাই তোমার নিকট এত রাত্রে পরামর্শ লইতে আসিয়াছি।

মন্ত্রী—তার আর ভাবনা কি, সুবিধা মত একটা দিন স্থির করিয়া যুদ্ধের আয়োজন করাই বিধেয়।

রাজা—যুদ্ধের আয়োজন করিতে কত দিন লাগিবে।

মন্ত্রী—সে যাহা হউক ও মাসের ১৭ই।১৮ই তারিখে যুদ্ধের দিন সাব্যস্ত হইল বলিয়া লিখিয়া দিবেন। তাহা হইলেই হইল। তাহার পর যুদ্ধজয়ের চেষ্টা এই সময়ের মধ্যে করা যাইবে।

'তবে এখন চলিলাম' এই বলিয়া রাজা দাঁড়াইয়া উঠি-লেন।

মন্ত্রী।—একটু অপেক্ষা করুণ, দ্বারবানকে একটি আলো লইয়া আসিতে বলি ; আপনাকে বাটী পর্য্যন্ত রাখিয়া আসিবে।

রাজা—না, আর আলো কাজ নাই ; বেশী গোলমালে প্রয়োজন নাই। আমি যখন একাকী আসিয়াছি তখন একা-কীই যাইব।

মন্ত্রী—তবে আশুন ; ঈশ্বর আপনার মঙ্গল করুণ।

রাজা মন্ত্রীর নিকট হইতে এইরূপে বিদায় গ্রহণ করিয়া ধীরে ধীরে নিজ ভবনে উপস্থিত হইলেন ও শয়ন গৃহে যাইয়া শয়ন করিলেন। ক্রমে রাত্র প্রভাত হইল। রাজা অতিপ্রত্যুষে উঠিয়া প্রাতঃক্রিয়া সমাপন করতঃ পত্রের উত্তর খানি সযত্নে লিখিলেন এবং রাজসভায় আসিয়া সিংহা-সনোপরি উপবিষ্ট হইয়া দূতের আগমন প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। দূত ও এদিকে রাজার সভাগৃহে আসিবার সময় হইয়াছে দেখিয়া, রাজ সভায় আসিয়া উপস্থিত হইল এবং ভূপতিকে করপুটে প্রণিপাত করিয়া দণ্ডায়মান হইল। রাজা দূতের হস্তে পত্রের উত্তর খানি দিয়া বলিলেন,—'এই পত্রের উত্তর গ্রহণ করিয়া নিজগম্য স্থানে প্রস্থান করিতে পার। দূতও নিজের কার্য্য সম্পন্ন হইল দেখিয়া হৃষ্টচিত্তে কেরলাভিমুখে যাত্রা করিল।

ভূপতি দূতকে বিদায় দিয়া প্রধান সেনাপতিকে যুদ্ধের সংবাদ কহিলেন এবং তজ্জন্য আয়োজন করিতে আদেশ দিলেন। রাজ্য-মধ্যে সৈন্ত সংগ্রহ করিবার জন্ত সামন্তগণকে

আজ্ঞা দেওয়া হইল এবং শীঘ্রই এক সুশিক্ষিত, দুর্জ্জয় বাহিণী প্রস্তুতকরা হইল। নৃপতি নির্দ্দিষ্ট সময়ের কিছু পূর্ব্বে কেরলপতিকে যুদ্ধ সংবাদ জানাইলেন কেরলপতিও এই সংবাদ শ্রবণে নিজ সৈন্যসহ রাজধানী হইতে বহির্গত হইলেন। উভয় সৈন্য বিল্বপুর নামক স্থানে পরস্পরকে সাক্ষাৎ করিল। এই স্থানে এক তুমুল সংগ্রাম বাধিয়া গেল; যুদ্ধের শেষে কে হারিল, কাহার জয় হইল কিছুই ঠিক হইল না। কিন্তু এই যুদ্ধে কেরলপতিকে পান্দিয়াপতি অপেক্ষা অনেক ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হইয়াছিল। উভয় রাজ্যের মধ্যে এক সন্ধি স্থাপিত হইল, তাহাতে উভয়েই মিত্রতা সূত্রে আবদ্ধ হইলেন।

পান্দিয়া রাজের মনে জয়লাভের আশা ছিল না। কিন্তু ভীমবাহু থাকিতে তাঁহার অনিষ্ট করা বড়-দুরূহ-ব্যাপার। যাহা হউক রাজা, ভীমবাহুর প্রতি অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইলেন ও পারিতোষিক স্বরূপ তাঁহাকে সার্ব্বগ্রাম নামক এক বিস্তৃত ভূভাগ অর্পণ করিলেন। ভীমবাহুও ভূপতির ঈদৃশ ব্যবহার দর্শনে কৃতজ্ঞতা দেখাইতে ত্রুটি করিলেন না। সার্ব্বগ্রামে একটি-সুন্দর-অট্টালিকা নির্ম্মান-করা-হইল এবং শুভদিনে অমাত্য ভীমবাহু রাজ-নিকটে বিনীত বচনে বিদায় গ্রহণ করতঃ পরিবারবর্গ-সহ সার্ব্বগ্রামে যাত্রা করিলেন। এরূপে ভীমবাহু মন্ত্রী হইতে ভূমীশ্বর হইয়া সুনিয়মে রাজ্য-শাসন ও পরম সুখে জীবন যাপন করিতে লাগিলেন।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

ভীমবাহু ক্রমে বার্দ্ধক্যে আসিয়া উপনীত হইলে, তাঁহার তনু দিন দিন ক্ষীণতর হইতে লাগিল ও রাজ্যশাসন ভার দুর্ব্বহ হইয়া উঠিলে তিনি বৃদ্ধাবস্থায় রুদ্রবাহু নামক এক পুত্রকে রাজ্যভার অর্পন করিয়া জীবন লীলা সম্বরণ করিলেন। রুদ্রবাহু পিতার মৃত্যুর পর রাজ্যে অভিষিক্ত হইয়া সুনিয়মে প্রজাপালনে তৎপর হইলেন। ইঁনি পিতার ন্যায় ধার্ম্মিক ও সুচারু-ধী-শক্তি সম্পন্ন ছিলেন, এবং যুদ্ধ ব্যাপারে ও রাজ্য-বিস্তারে মনোনিবেশ না করিয়া, কেবল একাগ্রচিত্তে প্রজাগণের সুখ সমৃদ্ধি বর্দ্ধনে ও দয়া-দাক্ষিণ্যাদি সদ্বৃত্তিগণের পরিচালনে রত হইলেন। ক্রমে তাঁহার মৃত্যুরপর তৎপুত্র ভদ্রবাহু সিংহা-সনে আরোহণ করিলেন। ভদ্রবাহু তাঁহার পিতা ও পিতা-মহের ন্যায় কেবল প্রজাসাশনে রত রহিলেন না। তিনি নিজ রাজ্য বিস্তার লালসে সৈন্য সংগ্রহ করিয়া, নিকটস্থ রাজা-গণকে রণে পরাজিত-করতঃ রাজ্যকে দ্বিগুণ বিস্তৃত করিয়া ফেলিলেন। এবং যখন তৎপুত্র হংসদেব তাঁহার পিতার অবর্ত্তমানে রাজ্যে অভিষিক্ত হইলেন, তখন তিনি তাঁহার পিতার দৃষ্টান্তের অনুকরণ করিয়া সার্ব্বগ্রামকে একটী সুবিস্তৃত ও ক্ষমতাশালী রাজ্যে পরিণত করিলেন। তাঁহার যশঃ ও প্রতাপ ক্রমে দিগন্ত-ব্যাপী হইয়া তাঁহাকে একজন মহা প্রতাপশালী রাজা বলিয়া পরিণত করিল; এবং তিনি মহাসম ারোহে

সহিত মহারাজ উপাধি গ্রহণ করিলেন। মহারাজ হংসদেবের পরোলোক গমনের পর তৎপুত্র বীরেন্দ্র পিতৃরাজ্যে যথাবিধি অভিষিক্ত হইলেন।

মহারাজ বীরেন্দ্র সুন্দর-রাজনীতিজ্ঞ, শাস্ত্রজ্ঞ, শস্ত্রকুশল ও জ্ঞানী ছিলেন; কিন্তু কুল শীলহেতু তিনি মনে মনে একটু গর্ব্ব করিতেন। যাহা হউক মহারাজ বীরেন্দ্র দয়া প্রদর্শনে ও পরোপকার-সাধনে কখনও পরাঙ্মুখ হইতেন না। এবং প্রজাদিগের সুখবর্দ্ধনে ও তাহাদের মঙ্গলের নিমিত্ত সর্ব্বদা চেষ্টিত-থাকিতেন। তাঁহার গজপতি নামক এক রণকুশল ও পারদর্শী সেনাপতি ছিলেন। সৈন্যাধক্ষ্য গজপতি সৎ-সরল-স্বভাব ও অতিশয় ধর্ম্মপরায়ণ ছিলেন; এবং এই সকল গুণদ্বারা তিনি অতি অল্পদিনের মধ্যেই জনগণের ও নৃপতির প্রিয়পাত্র হইয়া উঠিলেন। মহারাজ বীরেন্দ্র গজপতির গুণাবলী ও তৎপ্রতি অটল বিশ্বাস থাকায়, তাঁহাকে মিত্র পদে বরণ করতঃ উভয়ে মিত্রতা সূত্রে আবদ্ধ হইয়া সুখে কাল-যাপন-করিতে লাগিলেন। সেনাপতি গজপতির বিজয় নামক কেবল একমাত্র পুত্র সন্তান ছিল। একটীমাত্র পুত্র হইলেও, বিজয়ের ন্যায় সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর পুত্র-রত্ন লাভ অতি অল্প লোকের ভাগ্যে-ঘটে—যদিও বিজয়ের রূপবর্ণনে-অশক্ত তবে স্পর্দ্ধা করিয়া বলিতে-পারি যে বিজয় সর্ব্বাঙ্গ-সুন্দর এবং যখন বিজয় সুচারু, সুমধুর হাস্য-সুধা বর্ষণ করিত, যখন মনোহর নধর অধরে মনোমুগ্ধকর, আধ-আধ স্বরে মা মা বলিয়া ডাকিত, তখন বিজয়ের মাতা আপনাকে পৃথিবীস্থ সকলের অপেক্ষা অধিকতর সুখিনী জ্ঞান করিতেন ও বিজয়কে

অঙ্কে ধারণ করিয়া তাহার সেই সুগোল সুকোমল, গণ্ডস্থলে শত শত সস্নেহ মধুর চুম্বন করিতেন। আহা মরি! বিজয়ের সেই ইন্দিবর বিনিন্দিত নয়নযুগল, সেই মুক্তা-গঞ্জিত-দন্তরাজি সেই নব-ঘন-শ্যাম চিকুর গুচ্ছ দেখিলে কাহার না মন আনন্দ-রসে পরিপ্লুত হইত? গণপতি বিজয়ের ন্যায় ইচ্ছানুরূপ একটীমাত্র পুত্র পাইয়া অতিশয় সুখে জীবন অতিবাহিত করিতে লাগিলেন। কিন্তু তাঁহার এসুখ অধিককাল স্থায়ী হইল না।

একদা মহারাজ মন্ত্রীগণে পরিবেষ্টিত হইয়া রাজ সভায় বসিয়া আছেন, এমন সময় প্রহরী আসিয়া কহিল,—"মহা-রাজ! কলিঙ্গরাজ আপনার নিকট এক দূত প্রেরণ করিয়াছেন, আজ্ঞা হইলে দূত এখানে আসিতে পারে।

মহারাজ—'শীঘ্র যাইয়া দূতকে সভায় লইয়া আইস।

এই কথা শ্রবণে প্রহরী সত্বর যাইয়া দূতকে রাজসমীপে উপ-স্থিত করিল। দূত মহারাজকে প্রণিপাত করিয়া তাহার হস্তে একখানি পত্র অর্পণ করিল। মহারাজ পত্র-পাঠে অবগত হই-লেন যে, তাঁহার পিতা হংসদেব একসময় কলিঙ্গরাজ্য আক্রমণ করতঃ দেশ-লুণ্ঠন ও প্রজাপীড়ন করেন; সেই কৃত-অনিষ্টের প্রতিশোধ লইবার আশায় কলিঙ্গরাজ সার্ব্বগ্রাম রাজ্য আক্রমণ করিবেন বলিয়া ভয় দর্শাইয়াছেন। মহারাজ বর্ষাঋতু আগত প্রায় দেখিয়া শরৎকালই যুদ্ধের উপযুক্ত সময় বিবেচনা করিলেন এবং সেই মত পত্রের উত্তর প্রদান করতঃ দূতকে বিদায় দিলেন ও বর্ষাঋতুর মধ্যে সৈন্য সংগ্রহের আদেশ প্রদান করিলেন।

ক্রমে বর্ষা আসিয়া উপস্থিত হইল। দিঙ্মণ্ডল জলদজালে আবৃত থাকায় দিনমণি, নিশাকর ও তারকাবলীর দর্শনলাভ ভার

হইয়া উঠিল। প্রকৃতিসতী দিবানিশি শ্রুতি-মধুর ঝম্ ঝম্ রবে আনন্দাশ্রু বর্ষণ করিয়া পৃথিবীস্থ পদার্থ সমূহে গ্রীষ্ম তাপ হইতে মুক্ত করতঃ আনন্দ সাগরে ভাসাইতে লাগিল। অশনি-পাত জনিত ভীমরবে শ্রবণ বধির ও জ্যোতির্ম্ময়ী চপলার প্রকাশে অক্ষিণী দৃষ্টিহীন হইতে লাগিল। প্রবাহিণীগণ আনন্দ-উচ্ছ্লিত হৃদয়ে দ্রুতগতি বারিধি-অভিমুখে প্রধাবিতা হইতে লাগিল। কদম্ব কেতকাদি কুসুম নিচয় প্রস্ফুটিত হইয়া কানন ভূমিকে একটী শোভার আধার করিয়া তুলিল। নিরীহ-দুর্দ্দুর-গণের আর আনন্দের সীমা রহিল না। বর্ষা-বারি-পাতে শস্য তৃণ পরিপুষ্ট হইতে লাগিল; ও তাহাতে কৃষকগণের মনে কতই আশা ভরসার সঞ্চার হইতে লাগিল। দেখিতে দেখিতে ক্রমে বর্ষা গত হইয়া শরৎ আসিয়া দেখা দিল। শরতে পথ সকল কর্দ্দম শূন্য ও নভঃমণ্ডল ধারাধর মুক্ত হওয়াতে সর্ব্বত্র যাতায়াতের সুবিধা হইল। কলিঙ্গরাজ ঋতু পরিবর্ত্তনে সৈন্য সামন্ত সহ নিজ রাজ্য হইতে বহির্গত হইলেন। সার্ব্ব রাজ্যের নিকটবর্ত্তী হইয়া, পট্টগ্রাম নামক স্থানে শিবির সন্নিবেশ করতঃ দূত দ্বারা মহারাজ বীরেন্দ্রের নিকট সংবাদ পাঠাইলেন। বীরেন্দ্র দূত প্রমুখাৎ কলিঙ্গ ভূপতির আগমন বার্ত্তা শ্রবণে, সৈন্যাধ্যক্ষ গজপতিকে যুদ্ধ যাত্রার আদেশ দিলেন। গজপতি পরদিবস অতি প্রত্যূষে মহারাজের নিকট বিদায় গ্রহণ করতঃ বাটী আসিলেন ও প্রিয় পুত্র বিজয়কে সস্নেহে চুম্বন করিয়া সজলনয়নে বাটী হইতে যাত্রা করিলেন।

পথিমধ্যে দুইদিবস কাটিয়া গেল। সৈন্যদল তৃতীয় দিবসে বেলা তৃতীয় প্রহরের সময় পট্টগ্রামের সম্মুখীন হইল।

গজপতি একজন অশ্বারোহীকে প্রতিদ্বন্দীর অবস্থান জানিবার নিমিত্ত প্রেরণ করিলেন। কিছুক্ষণ পরে প্রেরিত ব্যক্তি আসিয়া কহিল যে, "শত্রুসৈন্য অনতিদূরে এক বিস্তীর্ণ ময়দানে শিবির সন্নিবেশ পূর্ব্বক কালহরণ করিতেছে"। গজপতি এই কথা শ্রবণে ক্ষিপ্রে কিঞ্চিৎ অগ্রসর হইয়া একটী সচ্ছজল বিশিষ্টা নদীর তীর-ভূমে স্থগিত হইলেন। ক্রমে দিবা অবসান ও রজনী আসিয়া উপস্থিত হইল। জীবগণের কলরব ক্রমে তিরোহিত হইয়া গেল ও ধরা নিস্তব্ধভাব ধারণ করিল। শিবিরে সকলেই সুষুপ্ত। কেবল সৈন্যাধ্যক্ষ গজপতি জাগ্রতাবস্থায় বসিয়া, কি উপায়ে শত্রুকে পরাজিত করিতে পারিবেন, ভাবিতেছিলেন। ভাবিতে ভাবিতে এই সিদ্ধান্ত স্থির করিলেন যে, "প্রাতেঃ অতর্কিতভাবে, সম্মুখ ও পশ্চাত উভয় দিক হইতে শত্রুশিবির আক্রমণ করতঃ বিপক্ষগণের ধ্বংসসাধন করিব" ও বিভাবরী শেষপ্রায় দেখিয়া সর্ব্বদুঃখহারিণী, শান্তিদায়িণী নিদ্রা-দেবীর ক্রোড়ে বিশ্রাম গ্রহণ করিলেন। পূর্ব্বদিকে উষাদেবী ধীরে ধীরে পদবিক্ষেপ করিতেছেন দেখিয়া সৈন্যগণ একে একে শয্যা ত্যাগ করিল। সেনাপতি তখনও নিদ্রা যাইতেছেন। কিয়ৎক্ষণ পরে সৈন্যগণের কলরবে তাঁহার নিদ্রা ভঙ্গ হইল; তিনি অতি ত্বরিত প্রাতঃক্রিয়া সম্পন্ন করতঃ সৈন্যগণকে যুদ্ধ সজ্জায় সজ্জিত হইতে আদেশ দিলেন। মুহূর্ত্ত মধ্যেই সৈন্যগণ রণসাজে সাজিয়া মনোহর রূপে দণ্ডায়মান হইল। আর বিলম্ব করা নিষ্প্রয়োজন জ্ঞানে, গজপতি যাত্রার আদেশ প্রদান করিলেন। পথিমধ্যে সমগ্র সৈন্য দুইভাগে বিভক্ত করিয়া, স্বয়ং এক দলের কর্ত্তৃত্ব গ্রহণ করিলেন ও অপর দলের কর্ত্তৃত্ব

তাঁহার সহকারীর হস্তে অর্পণ করিয়া তাঁহাকে কহিলেন:—দেখ যখন আমি সম্মুখ হইতে শত্রুশিবির আক্রমণ করিব, তখন তুমি অজ্ঞাতসারে উহার পশ্চাৎভাগ আক্রমণ করিবে। সহকারীও "যে আজ্ঞা" বলিয়া সেই সৈন্যদলের ভার গ্রহণ করিলেন এবং এইরূপে উভয়ে পরস্পর হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া ভিন্ন ভিন্ন পথে সৈন্যচালনা করিতে লাগিলেন।

এদিকে যখন কলিঙ্গরাজ যুদ্ধ সজ্জায় সজ্জিভূত হইয়া, এই যুদ্ধ কি ভাবে ও কোথায় হওয়া উচিত ভাবিতেছিলেন; তখন গজপতি সসৈন্যে যাইয়া কলিঙ্গপতির সৈন্যের শিবিরের সম্মুখ ভাগ আক্রমণ করিলেন। শত্রু সৈন্যেরা দ্রুত শিবির হইতে বহির্গমন পুরঃসর গজপতির সৈন্যের গতি রুদ্ধ করিল; দুই দলে এক ভিষণ যুদ্ধ বাধিয়া গেল। যখন সংগ্রাম ঘোরতর রূপে চলিতেছে, তখন ঐ পূর্ব্বোক্ত সহকারী নিজ সৈন্য দ্বারা আদেশানুযায়ী বিপক্ষের পশ্চাৎ-ভাগ আক্রমন করিলেন। শত্রু সৈন্য ক্ষণকাল মধ্যেই ছিন্ন-ভিন্ন হইয়া যুদ্ধের আশা ত্যাগ করতঃ পলায়ন আরম্ভ করিল। গজপতি নিজ কৌশল ক্রমে এই যুদ্ধে বিপক্ষগণের উপর সম্পূর্ণ জয়লাভ করেন, এবং তাঁহার অতি অল্প সৈন্যই মৃত্যুমুখে পতিত হয়। অপর দিকে কলিঙ্গপতির অধিকাংশ সৈন্য ধ্বংস প্রাপ্ত হয় ও তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্র এই যুদ্ধের প্রারম্ভেই শত্রু হস্তে প্রাণ দেন।

গজপতি এইরূপে কলিঙ্গরাজকে রণে-পরাজিত করিয়া জয়োল্লাসে উল্লাসিত হইয়া নিজ শিবিরে প্রত্যাবর্ত্তন করিলে সৈন্যদিগের মধ্যে অতিশয় আনন্দ উৎসব চলিতে লাগিল এবং জয় চিহ্ন স্বরূপ সেই স্থানেই একটী ভোজের আয়োজন হইতে

লাগিল। এদিকে কলিঙ্গরাজ, নিজ ছিন্ন-ভিন্ন সৈন্যদিগকে পুনরায় একত্র করতঃ কিয়দ্দূরে যাইয়া বিশ্রাম করিবার জন্য, শিবির সন্নিবেশ করিলেন। তাঁহার অধিকাংশ সৈন্যের বিনাশে তিনি মনে যেরূপ কষ্ট পাইতেছিলেন, জ্যেষ্ঠ-প্রিয়-পুত্রের মৃত্যুতে তাহা অপেক্ষা শত গুণে অন্তরে দগ্ধ হইতে লাগিলেন। এবং যখন নিজ শাসনে উপবিষ্ট হইয়া সকল বিষয় ভাবিতে-ছিলেন, তখন গম্ভীর স্বরে বলিয়া উঠিলেন—হায়! পুত্র যে কি অমূল্যনিধি, যাহার এরত্ন আছে সেই জানে। আমি আজ সেই পুত্র-রত্ন হারাইয়া এখনও জীবিত আছি। কিন্তু হায়, আমার এই শিবির মধ্যে এমন কেহ কি নাই, যে অসহ্য পুত্রশোক দাতার জীবন সংহার করিতে সক্ষম হয়?' এই বাক্য শ্রবণে দুইজন সৈন্য দণ্ডায়মান হইয়া কহিল—হে রাজন যদি এদাসদিগের প্রতি আজ্ঞা হয়, তাহা হইলে জীবনকেও পণ করিয়া আপনার অভিষ্ট বিষয় সাধনে চেষ্টা করি।

রাজা—যদি যথার্থই তোমরা আমার এরূপ বিশ্বস্ত, তবে তদনুরূপ পরিচয় দানে আর বিলম্ব করিও না।

সৈনিক দ্বয়—তবে চলিলাম এই বলিয়া রাজাকে প্রণাম পূর্ব্বক শিবির হইতে যাত্রা করিল।

এইরূপে সৈন্য দুই জন বিদায় গ্রহণ করিয়া গজপতির শিবিরাভিমুখে যাইতে আরম্ভ করিল এবং শিবিরের সন্নিহিত হইয়া কোন একটী বনে আপনাদের পোষাক ও অস্ত্র-শস্ত্র লুকা-ইয়া রাখিয়া ছদ্মবেশে অভিষ্টকার্য্য সাধনের সুবিধা অন্বেষণ করিতে লাগিল। দিবা অবসান হইয়া আসিলে, গজপতি যখন বায়ু সেবনার্থ উক্ত নদীর তটে একাকী ভ্রমন করিতেছিলেন

তখন এই দুইজন লোক বৃক্ষের অন্তরাল হইতে তাঁহাকে লক্ষ্য করতঃ শর নিক্ষেপ করিলে উক্ত শর আসিয়া তাঁহার হৃদয়ে বিদ্ধ হইল এবং তিনি ভূতলে পড়িয়া যান ও কিছু পরেই তাঁহার মৃত্যু ঘটিলে রজনী আসিয়া উপনীত হইল। সেনাপতির নদী-তট হইতে আসিতে বিলম্ব দেখিয়া কয়েক জন সৈন্য তাঁহার অন্বেষণে বহির্গত হইল এবং তাঁহাকে ভূতলে বাণবিদ্ধ, রক্তাক্ত অবস্থায় দেখিয়া কিছুক্ষণ স্তম্ভিত হইয়া নিশ্চেষ্টভাবে অবস্থিতি করিয়া ক্ষণপরে সেনাপতির প্রাণবায়ু অনন্ত বায়ুতে মিশিয়াছে জানিয়া ক্রন্দন করিতে করিতে তাহার গুণ কীর্ত্তন ও বিধাতার নীতি সমূহকে নিন্দা করিতে করিতে সেই নদীর তীরেই তাঁহার অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়া সমাধা করিয়া সেই রাত্রেই সার্ব্বগ্রাম অভিমুখে বিষন্নমনে যাত্রা করিয়া তৃতীয় দিবসে সেনাদল সার্ব্বরাজ্যে উপস্থিত হইলে প্রধান কর্ম্মচারী জয়-লাভ ও সেনাপতির মৃত্যু সংবাদজানাইবার জন্য অগ্রে একজন দূতকে প্রেরণ করিলেন। দূত রাজসভায় উপনীত হইবামাত্র মহারাজ স্বয়ং সোৎসুকে জিজ্ঞাসা করিলেন :—দূত! যুদ্ধের সংবাদ কি? শীঘ্র বল।

দূত—মহারাজ "পত্র পাঠে সকলই অবগত হইবেন" এই বলিয়া নৃপতির হস্তে পত্রখানি প্রদান পূর্ব্বক এক পার্শ্বে দণ্ডায়মান হইলে লিপির প্রথমেই নিজ সৈন্যের জয়লাভ লিখিত রহিয়াছে দেখিয়া, তাঁহার মনে এক অপরিসীম আনন্দের উদ্ভব হইল; কিন্তু পরক্ষণেই সেনাপতির মৃত্যু-সংবাদ তাঁহার নয়ন-পথে পতিত হওয়াতে আনন্দ দূরীভূত হইয়া, বিষম বিষাদ-স্রোত অন্তরে প্রবাহিত হইতে লাগিল।

তিনি, পত্রখানি সমস্ত পাঠ করতঃ প্রধান অমাত্যের হস্তে অর্পণ করিয়া, বিষণ্ণভাবে গণ্ডস্থলে হস্ত দিয়া বসিয়া রহিলেন। মন্ত্রীও, পত্রখানি পাঠ করিয়া কিয়ৎকাল, নিস্তব্ধে ভাবিতে লাগিলেন। পরে মহারাজকে অতিশয় বিষণ্ণ ও ঘোর চিন্তা মগ্ন দেখিয়া প্রবোধ বাক্যে কহিতে লাগিলেন—মহারাজ যা হবার তা হইয়া গিয়াছে, আপনার ন্যায় জ্ঞানী-লোকের ইহাতে এরূপ অধীর হওয়া উচিত নহে। যাহা হউক, কলিঙ্গ রাজ যে পরাজিত হইয়াছে এবং রাজ্য যে বিপদশূন্য হইয়াছে তজ্জন্য ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিউন। এবং গজপতির পুত্রটীর তত্ত্বাবধানের ভার স্বয়ং গ্রহণ করিয়া নিজ স্নেহের পরিচয় দেওয়াই উচিত বৃথা-শোক পরিত্যাগ করতঃ কর্ত্তব্যের দিকে মনোনিবেশ করাই মনুষ্যাদিগের ধর্ম্ম।

মহারাজ :—"মন্ত্রী তুমি যাহা বলিলে তাহা সকলই সত্য। কিন্তু মন যে কিছুতেই শান্ত হইতেছে না! শোকানল যে পুনঃ পুনঃ জ্বলিয়া উঠিতেছে! গজপতি যে আমার বিশ্বস্ত ও পারদর্শী সেনাপতি ছিল এমন নহে, অধিকন্তু আমার পরম বন্ধু ছিল। অতএব মিত্র-পুত্রের এখন যাহা কিছু আবশ্যক তাহা আমারই করা উচিত; এবং আমি তাহা হৃষ্ট-চিত্তে সম্পন্ন করিব, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। দেখ মন্ত্রী, কল্য বিজয় ও বিজয়ের মাতাকে আমার প্রাসাদে আনয়ন করিবার বন্দোবস্ত করিবে; কারণ ও বাটীতে আর থাকিবার প্রয়োজন নাই"। বিজয় ও বিজয়ের মাতা মহারাজের আদেশমত রাজ পরিবার-বর্গের মধ্যে আসিয়া বাস করিতে লাগিল। সেই সময়ে বিজয়ের বয়স তিন বৎসর মাত্র।

তৃতীয় অধ্যায়।

—•—
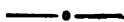
মহারাজ বীরেন্দ্রের সুরেন্দ্র ও দ্বিজেন্দ্র নামক দুইটী পুত্র ছিল; জ্যেষ্ঠের বয়স চারি ও কনিষ্ঠের বয়স দুই বৎসর মাত্র। বিজয় ইহাদের সহিত একত্রে ক্রীড়াদি করিয়া সুখে বাস করিতে লাগিল। দুর্ভাগ্য বশতঃ বিজয়ের মাতার উৎকট পীড়া হইল এবং তিনি তাহাতেই ইহ জগৎ ত্যাগ করিতে বাধ্য হইলেন। রাজমহিষী বিজয়কে নিজ সন্তানের ন্যায় স্নেহ ও যত্ন পূর্ব্বক লালন পালন করিতে লাগিলেন। বিজয় ক্রমে চারি বৎসরে আসিয়া পদার্পণ করিলে, মহারাজ নিজ জ্যেষ্ঠ-পুত্র সুরেন্দ্র ও বিজয়কে পাঠাভ্যাসে নিযুক্ত করিয়া দিলেন। এবং তাহারাও উভয়ে সুন্দর মনোযোগের সহিত শিক্ষালাভ করিতে লাগিল। কিছুদিন পরে রাজমহিষী একটী অতি মনোহর কন্যা-সন্তান প্রসব করিলেন। কন্যাটী দিন দিন প্রাবৃট-নীর-পতনে গুল্মের ন্যায় বর্দ্ধিত হইতে লাগিল। ক্রমে নামকরণ আসিয়া উপস্থিত হইলে কন্যার নাম কমলবালা রাখা হইল। সময়, নদীর ন্যায় অবিরাম দ্রুতগতি বহিয়া যাইতেছে; বিজয় ক্রমে ষষ্ঠবর্ষ অতিক্রম করিয়া সপ্তমবর্ষে আসিয়া উপনীত হইল। একদা অপরাহ্নে যখন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বালক বালিকারা রাজ-অন্তঃপুরস্থ উদ্যান মধ্যে ক্রীড়া করিতেছে, এমন সময় একটী দুষ্টাগাভী বন্ধনমুক্তাবস্থায় সেই দিকে ধাবিতা হইতেছিল। শিশুগণ,গাভী-

টীকে তাহাদিগের দিকে অগ্রসর হইতে দেখিয়া যে, যে দিকে পাইল ঊর্দ্ধশ্বাসে পলায়ন করিল। এবং বিজয় যখন সকলের শেষে পলায়ন করিতেছিল, তখন পশ্চাৎ হইতে একটী ক্রন্দনের ধ্বনি যাইয়া তাহরে কর্ণে প্রবেশ করিল। বিজয় ফিরিয়া দেখিল কমল-বালা একটী বৃক্ষ-তলে দাঁড়াইয়া ক্রন্দন করিতেছে। দেখিয়া ভাবিল, যে, যদি আমি ইহাকে পরিত্যাগ করিয়া যাই, তবে নিশ্চয়ই এই দুরন্ত গাভিটী শৃঙ্গাঘাতে ইহার প্রাণ-সংহার করিবে। এইরূপ ভাবিয়া তৎক্ষণাৎ সম্মুখে পতিত এক বৃক্ষ-শাখা গ্রহণ করতঃ কমলের দিকে দৌড়িল। কিন্তু বিজয় কমলের নিকট পৌঁছিতে না পৌঁছিতেই গাভীটী আসিয়া কমলের পার্শ্বদেশে শৃঙ্গাঘাত করিল ও কমল ভূতলে পতিত হইয়া আর্ত্তনাদ করিতে লাগিল। যখন গাভীটি পুনরায় কমলকে শৃঙ্গের আঘাত করিতে যাইতেছে, এমন সময় বিজয় যাইয়া তাহার পশ্চাৎদিকে শাখার আঘাত করিল। আঘাতমাত্র গরুটী কমলকে ত্যাগ করতঃ, আঘাতকারীকে শাস্তি দিবার জন্য বিজয়ের দিকে ফিরিল; কিন্তু বিজয়ের হস্তে বৃক্ষ-শাখা দেখিয়া থামিয়া দাঁড়াইল। এমন সময় একজন পরিচারক আসিয়া গরুটীকে ধরিয়া ফেলিলে বিজয় হস্ত হইতে শাখাটী ভূতলে নিক্ষেপ করতঃ কমলকে ভূতল হইতে উঠাইয়া; দেখিল দুষ্টগরু কমলের পার্শ্বদেশ বিদীর্ণ করিয়া দিয়াছে। কমল চলিতে অশক্ত হওয়ায় বিজয় তাহাকে ক্রোড়ে করিয়া অন্তঃপুরে লইয়া আসিল ও সকলকে যাহা যাহা ঘটিয়াছিল বলিলে সকলেই বিজয়ের সাহসের ও গুণের সুখ্যাতি করিয়া বিজয়কে আশীর্ব্বাদ করিতে লাগিল।

বিজয়ের কিছু বয়স অধিক হইলে, বিজয় আর অন্তঃপুর মধ্যে যাইত না। বিজয় সৎ, সরল, পাঠাভ্যাসে রত ও অতিশয় চিন্তাশীল ছিল। পাঠের ও চিন্তার কোনরূপ ব্যাঘাত না হয়, এই জন্য বিজয় প্রাসাদের নিকটবর্ত্তী মহারাজের অধীকৃত একটী ক্ষুদ্র বাটীতে বাস করিতে মনস্থ করিল। বিজয় একাকী থাকিতে ভালবাসিত এবং এই বাটীতে কেহ বাস করে না দেখিয়া নিজের বাস স্থান করিল। রাজ-প্রাসাদে কেবল আহার করিবার জন্য দুইবার আসিতে হইত। বিজয়ের মাধবনামে এক পরম ধনী বন্ধু ছিল। মাধব এই স্থানের কোন ধাঢ্য বণিকের-পুত্র এবং বিজয়ের ন্যায় সৎ, সরল ও তাহার সম-বয়স্ক ছিল। বিজয় ক্রমে অষ্টাদশ বর্ষে আসিয়া পদার্পণ করিলে। যৌবনে বিজয়ের রূপ কন্দর্পকেও পরাজয় করিল এবং বিদ্যার বিজয় বাণী পুত্র কালিদাস সদৃশ হইয়া উঠিল। এমন কি রূপে গুণে বিজয়ের তুল্য নর এ পৃথিবীতে অতি অল্পই দেখিতে পাওয়া যায়।

কমলবালা ক্রমে চতুর্দ্দশ বর্ষে আসিয়া উপনীত হইল কমলবালা রূপে লক্ষ্মী ও গুণে সরস্বতী তুল্যা ছিল। তাহার রূপলাবণ্য নয়নে হেরিয়া সকলেই বিমোহিত হইত। আহা মরি! কমলের সেই শরদিন্দু-বিনিন্দিত মুখ-কমলে আশ্রুতি-বিস্তৃত, নীলোৎপল—সদৃশ নয়ন যুগল হেরিয়া লোকের অলি-ভ্রম হইত। শিখীগণ, পৃষ্ঠদেশে আলম্বমাণ কেশদাম দেখিয়া, বৈশাখী নব শ্যাম-জলদ ভ্রমে আনন্দে নৃত্য করিতে থাকিত। কমলের সেই খেচর পতি সদৃশ নাসিকা, সেই গোলাব বিনিন্দিত গণ্ডদ্বয় সেই বিম্ব-সদৃশ মনোহর অধর, সেই কম্বু-সদৃশ ত্রিবলীযুক্ত-

গ্রীবা, সেই পদ্ম-মৃণাল সদৃশ সুগোল সুকোমল বাহুদ্বয় দর্শন করতঃ সকলেই অপার আনন্দলাভ করিত। ভৃঙ্গ, কমলের বক্ষঃসরোবরে পয়োধর দুইটী দেখিয়া কমলকলিকা ভ্রমে, চুম্বন আশায় তাঁহার নিকট আসিয়া, কতই মধুর-গুঞ্জন করিত। আহা মরি। কমলের সেই কেশরী সদৃশ বিনা প্রযত্নে ক্ষীণ কটিদেশ, সেই রাম-তরুবৎ মনোহর-রূপে গঠিত উরুদ্বয়, সেই মনোধুন্ধকর ভাবে সজ্জিত চরণ দুখানি, কি যে মনোহারিণী শোভার আধার ছিল, তাহা বর্ণনাতীত। কমলের সুমধুর-বাক্য সুধা বর্ষণে তাপিত হৃদয়ও শান্ত হইত। অধিকন্তু কমলের ন্যায় নানা গুণে বিভূষিতা, অনুপম রূপবতী রমণী রত্ন এ পৃথিবীতে অল্পই মিলে। মন্ত্রী কন্যা মধুমতী কমলের সহচরী ছিল; মধুমতী রূপে, গুণে কমলের তুল্য ছিল। একদা কমলবালা একাকিনী বসিয়া নিজ দেহের দিকে দৃষ্টীপাত করিতেছে, এমন সময় পার্শ্বদেশে গাভী-শৃঙ্গাঘাত জনিত চিহ্নটী নয়ন-পথে পতিত হইলে। কমল, চিহ্নটী কিসের জানিতে চেষ্টা করিয়া কিছুই স্মরণ হইল না; কারণ ইহা অতি শৈশবেই ঘটিয়াছিল। কমলের জানিবার ইচ্ছা ক্রমে বলবতী হইয়া উঠিল এবং সে মনে মনে ভাবিল যে, ইহা নিশ্চয়ই আমায় শিশুকালে ঘটিয়াছে, তাহা না হইলে কেন কিছুই স্মরণ হইতেছে না? যাহা হউক, বিশ্বদিদিকে * জিজ্ঞাস

---

* বিশ্বদিদি—রাজ বাটির কোন বৃদ্ধা দাসী। যে কমলকে শিশুকালে লালন পালন করে; এবং কমলবালা ও অপরাপর সকলে তাহাকে বিশ্বদিদি বলিয়া ডাকিত।

রিলে সব জানা যাইবে। হঠাৎ বিশ্বদিদি ও সেই সময়ে থায় কোন প্রয়োজন বশতঃ আসিয়া উপস্থিত হইল।

বিশ্বদিদি—কমল। একাকী ঘরে বসে কি কচ্ছিস্ গা?

কমলবালা—কে বিশ্বদিদি যে? না কিছু করি নি। আমি! তোমাকে একটা জিজ্ঞাসা কর্ব্বো।

বিশ্বদিদি—কি কথা কমল?

কমবালা—এমন কিছু নয়। বলি আমার গায়ে এটা পাশের চিহ্নটা দর্শাইয়া) কিসের দাগ বিশ্বদিদি?

বি—ওটা, তোমাকে ছেলে বেলায় গরুতে গুঁতিয়ে দিয়ে ছল, তারি দাগ।

কমল—কেমন করে বিশ্বদিদি? বল না।

বি—যখন তোমরা সব বাগানে খেলা কচ্ছিলে তখন গরুটা চাকরের হাত থেকে ফসকে বাগান পানে পালায়। সকলেই গরু দেখিয়া পালাইয়া গেল, আর তুমি পালাইতে পারিলে না। গরুটা যাইয়া তোমাকে শিঙ দিয়া ঘুঁতয়ে দিলে।

কমল—শুনে আমার ভয় কচ্ছে। কি ভাগ্যি মেরে ফেলি নি!

বি—মারতো, যদি না বিজয় থাকতো।

কমল—বিজয়! সে কে? সে আমাকে কেমন করে বাঁচালে? এই প্রশ্নে দাসী (বিশ্বদিদি) কমলকে যাহা যাহা ঘটিয়াছিল যথাযথ বলিল ও বিজয়ের রূপ ও গুণের খুব প্রশংসা করিল।

কমল—বিশ্বদিদি! বিজয় কি এখানে থাকে না? তাঁকেতো দেখতে পাই না?

বি—হঁা, বিজয় এখানেই থাকে। তবে এ বাটীতে থাকে না, অপর একটী ছোট বাড়ীতে একলা বাস করে। তা কি হয়েছে?

কমল—আহা! আমরা ছেলেবেলায় এক সঙ্গে কতই খেলা করেছি, কতই আমোদ-প্রমোদ করেছি। এখন সেই বিজয় আর এ বাটিতে আসে না। আর বিজয় আমার যে উপকার করেছে, তাহা কখন ভুলবো না, চিরটী দেখিব ও তাহাকে স্মরণ করবো। বলছি কি আমার ছেলেবেলার সঙ্গী বিজয়কে একবার দেখতে বড় ইচ্ছা কচ্ছে।

বি—তা কেমন করে দেখা হবে? তবে বিজয় যখন এ বাটীতে আহার করতে আসবে, তখন যদি কোন প্রকারে তোমাকে দেখাতে পারি।

কমল—দেখাতে পারি বল্লে হবে না; আমাকে দেখাতেই হবে।

বি—তুই বাপু জ্বালালি। যা ধরবি, তা করবি। আচ্ছা তা দেখাবো; কিন্তু লুকিয়ে দেখতে হবে।

কমল—তবে কবে দেখাবে?

বি—আজই রাত্রিতে দেখাবো। এই বলিয়া দাসী কমলের নিকট হইতে চলিয়া গেল। ক্রমে দিবস গত হইল ও নিশি আসিয়া দেখাদিল সেই বাল্য-সঙ্গী ও প্রাণদাতা বিজয়কে দেখিবে বলিয়া কমলের মনে কতই আহ্লাদ হইতেছে। একটু রাত্রি অধিক হইলে দাসী আসিয়া কমলকে বলিল:—দেখ কমল আমার সঙ্গে ধীরে ধীরে এস; বিজয় এখন একটী ঘরে বসে একাকী আহার করছে।

কমলও কোন কথা না কহিয়া দাসীর পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিল। উভয়ে ক্রমে অন্তঃপুর ত্যাগ করিয়া একটী গলির মধ্য দিয়া সদরে আসিয়া উপস্থিত হইল। রাত্রটী গাঢ়-অন্ধকারাবৃত থাকাতে কেহই তাহাদিগকে চিনিতে পারিল না ও কোন কথাও জিজ্ঞাসা করিল না। ক্রমে, বিজয় যে গৃহে ছিল তাহারা সেই গৃহের নিকট আসিয়া উপস্থিত হইল এবং দাসী কমলকে কহিল:—"দেখ বিজয় এই গৃহে বসে ভক্ষণ করছে। তুমি বাহির হতে জানালার ছিদ্র দিয়া বিজয়কে দেখ"। কমল দ্বিরুক্তি না করিয়া গবাক্ষ ছিদ্র দিয়া গৃহ মধ্যে দৃষ্টিক্ষেপ করিয়া দেখিল একটী সর্ব্বাঙ্গ-সুন্দর যুবাপুরুষ বসিয়া আহার করিতেছে সেই নির্জ্জন গৃহটী তাহার রূপে কি অতুল শোভাই ধারণ করিয়াছে। বিজয়কে দেখিবামাত্র. কমল যে তাহাকে বাল্য-সঙ্গী-জ্ঞানে দেখিতে আসিয়াছিল, সে বিশুদ্ধভাব মন হইতে তিরোহিত হইয়া গেল। কমল বিজয়কে অন্যভাবে দেখিতে লাগিল ও তাহার মন অন্য কোন প্রগাঢ় চিন্তায় রত হইল; এবং যতই দেখিতে লাগিল ততই দর্শনেচ্ছা বৃদ্ধি পাইতে লাগল। এইরূপে কিছুক্ষণ কাটিয়া গেল।

বি—কি কমল! দেখা হলো?

কমল—আর একটু দাঁড়াও ভালকরে দেখে নিই।

বি—এখন এস! ঢের দেখা হয়েছে।

কমল লজ্জাভয়ে অগত্যা নিজ মনোভাব গোপন করতঃ অনিচ্ছা-সত্ত্বেও, বিজয়ের বদন-সুধাকর-দর্শনে ক্ষান্ত হইয়া, অন্তঃপুরে প্রত্যাবর্ত্তন করিল। রাত্রে ভালরূপ নিদ্রা হইল না;

মনোমধ্যে আশ্রয় পাইয়া তাহাকে অধীর করিতে লাগিল। রজনী প্রভাত হইলে, সকলেই নিজ কার্য্যে মনোনিবেশ করিল কিন্তু কমল শয্যা-ত্যাগ করিয়া নিজ কক্ষে গালে হাত দিয়া বসিয়া বিজয়ের চিন্তায় রত হইল। কেহ কেহ আসিয়া কমলকে চিন্তার কারণ জিজ্ঞাসা করিল; কিন্তু কোনও উত্তর পাইল না। কিছু বেলা অধিক হইলে মন্ত্রী-কন্যা মধুমতী আসিল এবং কমলকে এরূপ চিন্তাগ্রস্ত দেখিয়া মনে মনে অত্যন্ত আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল:—সখি! আজ তোমার কেন এভাব দেখছি? বদন-কমলে কেন কালিমার চিহ্ন পড়েছে? আমার বোধ হচ্ছে যেন কোন প্রগাঢ় চিন্তা তোমার মনকে জর্জ্জরিত করিয়া তুলিয়াছে। তোমার এ ভাব দেখে মনে যে কি বিষম ব্যাথাই লাগলো তাহা বল্‌তে পারি না। এরূপ চিন্তার কারণ কি শীঘ্র বল?

কমল—(কাতর স্বরে) না, সখি! কিছুই হয় নাই। তবে—

মধুমতী—তবে বলে চুপ কল্লে যে?

কমল—না তোমার আর শুনে কাজ নাই। যা হবার তা হয়েছে; এখন মর্‌তে পার্‌লেই ভাল!

মধুমতী—এ কি সখি! বাতুলের মত যা তা বক্‌ছ কেন? কি হয়েছে বল?

কমল—সখি! তোমায় বলতে আমার লজ্জাই বা কি, আর ভয়ই বা কি, আমার মন বিজয়ের জন্য ব্যাকুল।

মধু—বুঝেছি, তিনি যেই হউন, এখন যাতে পাও তাই

কমল—কেমন করে পাব তারে? কেমন করে তার বিরহে জীবন ধর্ব্বো? সখি বলতে কি যদি তাকে না পাই নিশ্চয়ই এ প্রাণ আর রাখবো না।

মধু—কি হয়েছে, আমার আগে সব বল? তারপর সুবিধা মত উপায় উদ্ভাবন করা। ঝড় না আসবার আগেই হাল ছাড়্‌ছ কেন?

কমল, কিরূপে বিজয়ের দর্শন লাভ করিয়াছিল ও তাহার পরিচয় প্রভৃতি সকলই মধুমতীকে কহিল।

মধু—(শ্রবণান্তর) যে দেখায়েছে তারি কাজ। দাঁড়াও বিশ্বদিদিকে ডাকি। এই বলিয়া মধুমতী বিশ্বদিদি, বিশ্বদিদি, বলিয়া দাসীকে ডাকিল।

বি—কেন গা? কি হয়েছে?

মধু—একবার উপারে এস, কিছু দরকার আছে।

বি—(উপস্থিত হয়তঃ) এই এসেছি, কি বল? (কমলের প্রতি) কমল! অমন করে সকাল থেকে বসে রহেছিস্ কেন? কাহাকেও কিছু বলছিসনে। বলি কি হয়েছে বল না? তোকে ছেলে বেলা থেকে বুকে পিঠে করে মানুষ করলাম, তোর কষ্ট দেখলে আমি থাকতে পারি নে।

ম—কমলের বদলে আমিই বল্‌ছি। এখন তুমি শুন দেখি!

বি—আচ্ছা বল, শুন্‌ছি।

ম—বলি বিশ্বদিদি। আমার সখীর মনে হঠাৎ যে এ ভাবের উদয় হলো, তার কি তুমি কোন কারণ বল্‌তে

বি—তা বাছা কেমন করে বলবো। কার মনের ভাব কি, কে জানে? তাতে আবার বুড়ো হয়েছি ততটা বুঝ্‌তে সুঝ্‌তে ও পারিনে।

ম—তাই ত বলছি, ওই রোগই ত যোড়া মরে। বুড়ো হলে নানাগুণই বর্ত্তায় দেখ্‌ছি।

বি—কেন বাছা মধুব্রতী, আমাকে অত ঠাট্টা কচ্ছিস্‌? কমলের কি দুঃখ হয়েছে, তা আমি কল্লাম কি?

ম—তুমি আর কর্ব্বে কি! মানুষ খুন কর্ত্তে বসেছ। বুড়ো হলে কি বুদ্ধিও লোপ পায়?

বি—(সভয়ে) ও কি গো! কি বলছ? বুঝ্‌তে পারি নে ভেঙ্গে বল।

ম—তা বুঝ্‌তে পারবে কেন? ঘৃত ও অগ্নি এক স্থানে রাখ্‌তে নাই, সেবুদ্ধি ও কি তোমার লোপ পেয়েছে? আমার সখী বিজয়কে দেখ্‌তে চাইলে, তো অমনি দেখাতে নিয়ে গেলে; একটু আক্কেল নেই।

বি—মহারাজ টের পেয়েছেন নাকি? তা কি কর্ব্বো বল। কমল আমার নিকট যা আবদার করে তা না করে থাকতে পারিনে।

ম—মহারাজ টের পেলে ত বাঁচতাম। এখন যে বাঁচা ভার। তোমার কমল যে বিজয়ের অদর্শনে অধীর হয়ে উঠেছে আর বিজয়কে না পেলে এ প্রাণ রাখবে না বল্‌ছে।

বি—সে কি গো——

ম—(কথায় বাধা দিয়া) ও সব কৌতুক এখন রেখে দাও। কমল যাতে বিজয়কে পায় এখন তোমাকে তাই কর্ত্তে হবে।

বি—লোকে টের পেলে বল্‌বে কি! ছি ছি, তোমরা আর আমাকে ও সব কথা বলো না। এই বুঝি তোমরা ভাল। ঘরে বসে বসে দুষ্টমি শিখচ। আগে টের পেলে কোন্‌ বেটী এ কাজ কর্ত্তো! যা হবার তা হয়ে গেছে, তার ত আর চারা নেই। তা তোমরা আর আমাকে ও কথা বলো না, আমি ও কর্ত্তে পার্ব্বো না। আর ভাল মন্দ বুঝে কাজটা কর্ত্তে হবে ত; নইলে যার যা ইচ্ছা সে তাই কর্ত্তে পারে।

ম—আর উপদেশ দিতে হবে না, ঢের হয়েছে। যে কর্ম্মের যে ফল, তার ভোগ কর্‌তে হবে। এখন একাজ কর্‌বে কি না বল? আর তুমি না এইমাত্র বল্লে, যে কমল যা বলে তা আমি না করে থাক্‌তে পারি নে? কিন্তু তুমি যদি কোন উপায় না কর, তবে বোধ হয় সখী আর প্রাণে বাঁচ্‌বে না। আর আমিই বা সখীর বিহনে কেমন করে বেঁচে থাক্‌বো? বিশ্বদিদি! তোমাকে মিনতি করে বল্‌ছি, রাগ ত্যাগ কর, আমাদের কথায় সম্মত হও। আর কেন মিছামিছি আমাদের কষ্ট দাও। একে ত আমরা তোমার বাধ্য আছি, তাতে তোমার আরও বাধ্য হয়ে থাক্‌বো।

বি—(স্বগতঃ) যদি প্রাণ নিয়েই টানাটানি পড়ে থাকে, তবে অগত্যা আমাকে এ লজ্জাকর কাজই কর্ত্তে হলো; কারণ প্রাণের বড় ত কিছুই নয়। (প্রকাশ্যে) আহা যখন এত করে বল্‌ছ তখন আর না করে থাক্‌তে পাল্লাম না। তবে যাতে কার্য্য সিদ্ধ হয় তাহাই কর্ব্বো তাতে আর ভাবনা কি।

সকলের প্রস্থান।

চতুর্থ অধ্যায়।

সে দিবস এইরূপে কাটিয়া গেলে রজনী প্রভাত হইলে সকলেই নিদ্রা-ত্যাগকরতঃ স্ব স্ব কার্য্যে তৎপর হইল। কমলবালাও নিদ্রা হইতে উঠিয়া শয্যার উপর বসিয়া নিজ-কার্য্যস্বরূপ বিজয়ের চিন্তায় রত হইলে, মধুমতী কিছুক্ষণ পরে আসিয়া উপস্থিত হইল ও কমলের গৃহে প্রবেশ করতঃ,—

ম—(কমলের প্রতি) কি সখি! কি হচ্ছে?

কমল—এস এস, সখি এস। এই বসে আছি।

ম—সখি! বেশী ভেবে চিন্তে মনকে কষ্ট দিও না, এতে উৎকট পীড়া জন্মিতে পারে। আর বিশ্বদিদি যখন রাজি হয়েছে, তখন মিছা মিছি এত ভাব্‌বার দরকার কি? রাতারাতি বড়লোক হওয়া যায় না। অতএব ধৈর্য্যধর, বিলম্বে সুফল মিলিবে।

কমল—তা ত্ বুঝলাম্। এখন একটা যাহোক উপায় ঠিক্ কর। কারণ বিশ্বদিদির উপর নির্ভর করলে চল্‌বে না; বিশ্বদিদি বুড়ো মানুষ তত বুঝ্‌তে সুঝ্‌তেও পারে না। বরং তুমি পরামর্শ দিবে ও বিশ্বদিদি সেইমত কাজ করবে।

ম—ভাই ভাল, আজ দুপুর বেলা কি কর্ত্তে হবে উভয়ে ঠিক কর্ব্বো। তবে এখন চল্লাম্। এই বলিয়া মধুমতী প্রস্থান করিল।

ক্রমে বেলা বাড়িতে লাগিল। কমলবালা স্নানার্থ কাহাকেও সঙ্গে না লইয়া একাকী উদ্যানে চলিল। ধীরে ধীরে সরোবরের ঘাটে আসিয়া উপস্থিত হইয়া কমলবালা জলে না নামিয়া প্রকৃতির সৌন্দর্য্য দর্শন করিতে লাগিল। দেখিল—নানাবিধ পক্ষী বৃক্ষোপরে কেহ বা সুমিষ্ট সুপক্ক ফল ভক্ষণ করিয়া বুভুক্ষা-জ্বালা নিবৃত্তি করিতেছে, কেহ বা সুমিষ্ট রবে গান গাহিয়া তাপিত হৃদয়ে প্রমোদ দান করিতেছে, আবার কেহ বা প্রবীন দার্শনিক সদৃশ পাদপ-শাখার নিভৃত প্রদেশে বসিয়া যেন কতই চিন্তাসাগারে মগ্ন হয়তঃ কাল হরণ করিতেছে। কতকগুলি যেব দিনকর তাপে তাপিত হইয়া বৃক্ষ ছায়ায় শয়ন করতঃ, শৈত্য সুখ উপভোগ করিতেছে। সরোবরের কোথাও মরাল-দল আনন্দে কেলি করিতেছে, কোথাও বলাকা বৃন্দ ধীর পদ-বিক্ষেপে ও সুতীক্ষ্ম সুধীর দৃষ্টীতে মীন-সংহারে রত রহিয়াছে, কোথায় মৎস্যগণ দলবদ্ধ হইয়া মনসুখে সন্তরণ দিয়া বেড়াই-তেছে। কুমুদ, কহ্লারাদি জলপুষ্প প্রস্ফুটিত হইয়া সরোবরের কি অপরূপ শোভাই সম্প্রদান করিতেছে। কমলবালা পরিশেষে তাহার নিকটবর্ত্তী জলে একটা প্রস্ফুটিত পদ্মের উপর একটী ভ্রমর গুণ গুণ রবে নলিনীকে যেন কিছু গুপ্ত-কথা বলিয়া মধু পানে রত হইতেছে দেখিয়া আপন মনে কহিতে লাগিল—'আহা মরি! নলিনীর প্রেম কি মধুর! দেখ, নলিনী নিজে এত শোভাময়ী হইয়াও কুৎসিত ভ্রমর-বঁধুর প্রতি কিছুমাত্র বিরূপ না হইয়া আপন হৃদয়ে বসাইয়া তাহাকে সুখে মধুপান করাইতেছে। ইহা হইতে স্পষ্ট জানা যাইতেছে যে. পুরুষ যতই কুৎসিত হউক, পতিব্রতা

রমণীর পক্ষে সেই রূপবান; কিন্তু পুরুষের পক্ষে রমণী সেরূপ নহে। হায়! যদি প্রেম শিখিতে হয়, তবে নলিনীর নিকট শিখাই উচিত। যদি ভাল বাসিতে হয়, তবে পদ্মিনীর ন্যায় হৃদয় খুলিয়া ভালবাসা উচিত, যদি সোহাগ করিতে হয় তবে সরোজিনীর ন্যায় বঁধুকে হৃদয়ে বসাইয়ে মন প্রাণ ভরিয়া সোহাগ করা উচিত। যদি প্রেম আলাপ করিতেহয় তবে এরূপ নির্জ্জন স্থানেই করা উচিত। যেখানে কেহ নাই যে প্রেমে বাধা দিবে, যেখানে কেহ নাই যে দূষিবে; যেখানে কেহ নাই যে যাহাকে দেখিয়া লজ্জিত হইতে হইবে! কিন্তু হায়! এ পৃথিবীতে এমন স্থান কোথায়; লোক-সমাজে থাকিলে হইবেনা। তবে যদি কোন নিবিড়অরণ্য প্রদেশে যাইতে পারা যায়, তাহা হইলে লোক-গঞ্জনার আর ভয় থাকে না। যেখানে উভয়ে এক প্রাণ এক হৃদয় হইয়া সুখে বিচরণ করিতে পারা যায়। আহা! এপৃথিবীর প্রগাঢ়-প্রেমের খেলা অতি অল্পই। হায়! কতজন প্রেমে হতাশ হইয়া, দিবা-রজনী অশ্রুবিসর্জ্জন করিয়া দুঃখে দিনপাত করিতেছে। কতজন দেশত্যাগী হইয়া উদাসীনবেশে দেশে দেশে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে! কতজন বা এ বিষম-যন্ত্রণা হইতে মুক্তি পাইবার জন্য ম্লান-মনে জীবন ত্যাগ করিতেছে। হায়! আমি আগে প্রেমের ধারে ধারিতাম। সুখে খেতাম দেতাম বেড়ায়ে বেড়াতাম। কিন্তু হায়! এখন কি করি, মন প্রাণ ক্রমে কাতর হইয়া পড়িতেছে, আর বিজয়কে না পেলে আমাকে বোধ হয় শীঘ্রই মরতে হবে। এ জ্বালা আর প্রাণে সয় না, উঃ বুক ফেটে

জকন্যা, আপনি এখানে দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া কি কচ্ছেন?
ক এখন স্নান করেননি কেন?

কমল -(চকিত ভাবে) অ্যাঁ অ্যাঁ, কে দাসী! এই স্নান
রি।—এই বলিয়া কমল জলে স্নান করিতে নামিল এবং
তি ত্বরিত স্নান করতঃ উদ্যান হইতে ফিরিল। বস্ত্রখানি
্যাগ করিয়া আহার করিল ও নিজ কক্ষে যাইয়া মধুমতীর
ন্য অপেক্ষা করিতে লাগিল। মধুমতীও কিছুক্ষণ পরে আসিয়া
উপস্থিত হইল উভয়ে কিয়ৎকাল নিস্তব্ধে বসিলে পর,—

মধু—সখি! দুদিনেই যেন তোমার মুখখানি মলিন হয়ে
গেছে. মুখে আর সে হাসি নেই, মন প্রাণ সর্ব্বদা ব্যাকুল।
উ, ভালবাসা কি বিষময়! তবুওত লোকে ভালবাসতে ছাড়ে
না! ঐ সেই জেনে শুনে পতঙ্গের ন্যায় আগুণে পুড়ে মরা আর
কি! এই কি মানুষের বুদ্ধির পরিচয়? পতঙ্গ ও নরে তবে
প্রভেদ কি?

কমল—সখি! যা বল্লে তা ঠিকই বটে। কিন্তু প্রেমিক-
জন মরিতেও প্রস্তুত, তথাচ কখনও প্রেম ছাড়িতে প্রস্তুত নহে
তবে কেন আমাকে এত ভৎ´সনা কচ্ছ?

মধু—না ভাই, তুমি রাগ কল্লে? আমি শুধু তোমাকে বলি
নে, আমি সমস্ত মনুষ্যকে উদ্দেশ করে বলেছি। সখি আমি
বল্লেই যদি মানুষে ভালবাসা ত্যাগ কর্ব্বে, তাহলে আর ভাবনা
ছিল না। একি কেহ জীবন থাকতে ত্যাগ কর্ত্তে পারে। তুমি
তাই ঠিক বলেছ।

কমল—না ভাই, তুমিআর আমি কি ভিন্ন? কার উপর রাগ

মধু—ওসব কথা এখন যাগ্। বলছি কি তুমি বিজয়কে এক খানি পত্র লিখ। পত্রখানি বিধদিদি দ্বারা পাঠ্য়ে দিব এবং যাহা যাহা ঘটেছে বিধদিদিকে মুখে বল্তে বল্বো ও বিজয় যাতে তোমার হয় সে বিষয়ে বিশেষ চেষ্টা পাইতে বল্বো।

কমল—তুমি যাহা বলিবে তাহাই কর্ত্তে প্রস্তুত আছি। তবে পত্রখানি কিরূপ ভাবে লিখ্বো বলে দাও, আমি লিখছি।

মধু—পত্র এখন লিখ্তে হবেনা! কারণ পত্র কল্য পাঠান যাবে; অতএব তুমি তোমার সুবিধা মত পত্রখানি লিখে রাখ্বে। আর পত্রখানি যেন পদ্যে লেখা হয়। এই বলিয়া মধুমতী প্রস্থান করিল।

দিবা অবসান হইয়া আসিলে ক্রমে দিকচয় আঁধার যুক্ত হইতে লাগিল। একটু রাত্র অধিক হইলে কমলবালা দোয়াত কলম লইয়া পত্র লিখিতে বসিল। পত্রখানি অতি যত্নের সহিত অনেকক্ষণ বসিয়া বসিয়া লিখেতে লাগিল। লেখা হইলে পত্রখানি একটী বাক্সের মধ্যে রাখিয়া কমলবালা নিদ্রিতা হইল। রাত্রি প্রভাত হইলে মধুমতী আসিলে কমল তাড়াতাড়ি পত্র খানি বাহির করিয়া মধুমতীর হাতে দিয়া কহিল :—সখি :—এই পত্র লিখেছি, এখন কোথায় কি কর্লে ভাল হয়, কর।

পত্র যথা :—

শিরনামা—

বিজয় কুমার মম হৃদয়-রতন।
তব করে এ জীবন করিনু অর্পণ॥

পত্র—

প্রাণেশ!—

যদবধি হেরিয়াছি বদন কমল।
তদবধি পরাণেতে হয়েছি পাগল॥
তুমি ধ্যান, তুমি জ্ঞান, তুমি সর্ব্বময়।
তোমারে হেরিতে মম মন সদা চায়॥
দিবাভাগে শান্তি নাই, নিদ্রা রজনীতে।
কেবল তোমার চিন্তা জাগিছে মনেতে॥
কি করিব কোথা যাব প্রাণে শান্তি নাই।
কোথা গেলে তোমাধনে দেখা বল পাই॥
পেয়েছি বিষম ব্যথা, জ্বলিছে হৃদয়।
দেখা দিয়ে প্রাণনাথ, বাঁচাও আমায়॥
অভাগীরে প্রাণকান্ত, হবে কি নিদয়?
তুমি যদি ত্যজ নাথ, দাঁড়াবো কোথায়?
একান্তই যদি মোরে কর অবহেলা।
ত্যজিয়া পরাণ তবে ঘুচাইব জ্বালা॥

তোমারই প্রেমাকাঙ্ক্ষিণী,
হত-ভাগিনী
কমলবালা।

মধুমতী (পত্র পাঠ করিয়া)—আহা মরি বেশ হয়েছে, আমাকে আর কিছুই কর্ত্তে হবে না। যাহা হোক, এখন বিশুদিদির দ্বারা দুপুর-বেলা পত্রখানি পাঠিয়ে দেওয়া যাবে। তবে বিশুদিদিকে বলে রাখি। এই বলিয়া কক্ষ হইতে বাহিরে আসিয়া বিশুদিদি বিশুদিদি বলিয়া ডাকিল।

বি—যাচ্ছি, কি হয়েছে?

মধু—শীঘ্র এস, দরকার আছে।

বি—(উপস্থিত হয়তঃ) দুজনে বসে বসে কি হচ্ছে?

মধু—ওসব কথা এখন যাগ্। বলি সে বিষয়ের কি কচ্ছ? এখন দুপুরবেলা এক জায়গায় যেতে পাবে?

বিশ—কোথায়?

মধু—বিজয়ের কাছে!

বি—আচ্ছা তা যাবো, তার আর হয়েছে কি?

মধু—শুধু গেলে হবে না। একখান চিঠি দিব, সেই খানি গিয়ে বিজয়কে দিবে এবং যাহা হয়েছে সকলই বিজয়কে বলবে ও বিজয় যাতে এ বিষয়ে রাজি হয় তুমি সে বিষয়ে বিশেষ চেষ্টা কর্‌বে।

বি—তোমরা আমাকে বলে দাও আর না দাও। আমি যাতে কার্য্য সিদ্ধ হয় তাহা নিশ্চয় কর্ব্বো; তাতে কোন ভাবনা নেই।

মধু—বিশ্বদিদি আমাদের খুব পাকা লোক, কাজও পাকা হবে! যেমন পাকা রাজের পাকা গাঁথুনি। এই বলিয়া সকলে আহার করিতে গেল। কমলবালা ও মধুমতি আহারাদি সম্পন্ন করতঃ গৃহ-মধ্যে বসিয়া নানা বিষয়ের কথোপকথন করিতেছে এমন সময় দাসী (উপস্থিত হইয়া) কৈ গো চিঠি দাও, আমি যাই।

মধু—"এই লও" বলিয়া পত্রখানি দাসীর হস্তে প্রদান করিলে। পত্র গ্রহণ করতঃ দাসী প্রস্থান করিল। এদিকে বিজয় একটী ঘরে বসিয়া আপন মনে পুস্তক পাঠ করিতেছে,

এমন সময় দাসী পত্রহস্তে যাইয়া তথায় উপস্থিত হইল।

বিজয়—(দাসীকে দেখিয়া) কি বিশ্বদিদি, অনেক দিনের পর? এখন আর তোমায় দেখতে শুন্‌তে পাইনে যে?

বিশ্ব—হুঁ। ভাই অনেক দিনের পরই বটে। বুড়ো হয়েছি আর তত চল্‌তে পারিনে, তাই রাজবাটী থেকে বড় বাহির হইনে।

বিজয়—এখন দরকারটা কি বল দেখি? আর তোমার হাতে ওটা কিসের চিঠি?

বি—এচিঠি তোমাকেই দিতে এসেছি।

বিজয়—আচ্ছা দাও দেখি। এই বলিয়া বিজয় চিঠিখানি দাসীর হস্ত হইতে নিজে গ্রহণ করিল! পত্রের উপরিভাগ দেখিয়াই বিজয়ের মনে বিস্ময় ও ভয়ের সঞ্চার হইল এবং কে তাহাকে এরূপ প্রেমপত্র দিল এবং কেনই বা দিল, কিছুই ঠিক করিতে না পারিয়া অবাক্ হইয়া রহিল।

বি—(তদ্দর্শনে) অত ভাব্‌ছ কেন? চিঠির ভিতর পড়লেই সব জান্‌তে পারবে।

ইহা শ্রবণে বিজয় পত্রখানি খুলিয়া সমস্ত পাঠ করিল। পত্র পাঠে বিজয়ের মন আরও ব্যাকুল ও চিন্তান্বিত হইয়া উঠিল। বিজয় আর থাকিতে না পারিয়া সভয়ে দাসীকে কহিল:—বিশ্বদিদি, এসব কি? আমাকে শীঘ্র বল! আমিত ইহার কিছুই জানি না। তা আমার মনে বড় ভয় হচ্ছে। তুমি কি হয়েছে শীঘ্র বল।

বি—"ভয় নাই, সব বল্‌ছি শুন"। এই বলিয়া দাসী অদ্যোপান্ত যাহা যাহা হইয়াছে সকলই বিজয়কে বলিল।

বিজয়—(স্বগতঃ) ভিতরে ভিতরে কি ভয়ানক ব্যাপারই ঘটেছে। এখন কি করি। মহারাজ আমাকে অনুগ্রহ পূর্ব্বক লালন পালন করিতেছেন, অতএব এরূপ কার্য্যে প্রবৃত্ত হওয়া আমার কোন মতে উচিত নহে। আর যদি ইহা কোন প্রকারে তাঁহার কর্ণ গোচর হয়, তাহলে নিশ্চয়ই জীবন হারাতে হবে; অতএব আমি এরূপ আশাকে কখনও মনে স্থান দিব না। (প্রকাশ্যে) বিশুদিদি, তুমি কমলবালাকে বুঝ্যে বলো যে, আমার ন্যায় অনুপযুক্ত পাত্রে এরূপ ব্যবহার তার উচিত হয় নাই; অতএব কমলবালা যাহাতে এরূপ আশা ত্যাগ করে তাহাই তুমি করগে।

বি—বিজয়! সে বুঝ্বার মেয়ে নয়। যদি তুমি ইহাতে সম্মত না হও তবে সে আত্মহত্যা করে প্রাণত্যাগ করবে বলেছে। অতএব তুমি বিবেচনা করে যাহা ভাল বুঝ তাহা কর।

বিজয়—(স্বগতঃ) যদি বাস্তবিকই এরূপ হয়, যদি বাস্তবিকই কমলবালা আমার বিহনে প্রাণে মর্‌বে ভেবে থাকে৷ তখন আমি কেমন করে নিশ্চন্ত ভাবে বসে থাক্‌বো? একজন লোক আমার জন্যে মর্‌বে, আর আমি তাহা দেখবো? ও, পার্‌বো না। (প্রকাশ্যে) আচ্ছা যাও এবং কমলবালাকে বলিবে যে, বিজয় তাহার প্রেম পাবে ইহা তো তার সৌ-ভাগ্যের বিষয়। তাতে এত ম্রিয়মান হবার কোন প্রয়োজন ছিলনা। তবে যে পূর্ব্বে অস্বীকার করেছি—তাহা কেবল মহারাজের ভয়ে। কমলবালা যেমন আমাকে জীবন পর্য্যন্ত দান করে ভাল বেসেছে, আমিও তাহাকে এমুহূর্ত্ত হইতে

নই মত ভালবাস্‌লাম, ইহাতে জীবন যায় সেও স্বীকার। তএব তুমি গিয়া কমলবালাকে, আমি যাহা যাহা বলিলাম, খ বল্‌বে এবং আমি যে তাহারই হইলাম একথাও জানা-বে। আর পত্রের উত্তর দিবার দরকার নেই।

বিশ্ব—তবে বিজয় আসি, কিছু মনে করোনা।

বিজ—তবে এস। দেখ যেন আমায় শেষে কাঁদে না। বিজয় এই কথা বলিলে দাসী প্রস্থান করিল।

এদিকে কমলও মধুমতী উভয়ে বসিয়া নানা প্রকার কথা-র্ত্তা কহিতেছে ও কমল চিঠির জবাব আসবে ভাবিতেছে। দিদি ধীরে ধীরে গিয়া গৃহ মধ্যে উপস্থিত হইল।

ম—(দাসীকে দেখিয়া) কৈ বিশ্বদিদি পত্রের উত্তর কৈ? জয় বুঝি রাগ করেছে? তাই কোন উত্তর দেয় নি।

বিশ্ব—না, বিজয় রাগ করে নি। বরং চিঠি পড়ে বিজয় ত্যন্ত দুঃখিত হলো। আমি তাহাকে সমস্তই প্রকাশ করে ম। তাহাতে বিজয় আমাকে কহিল যে, কমলবালা মাকে যেমন প্রাণদিয়ে ভাল বেসেছে, আমিও তাহাকে ইরূপ বাস্‌বো, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই।

ম—সখি! তোমার মত নলিনী পেলে অলি কি ছাড়তে র। কিন্তু তাই বলে যেন কাছে বেশী ঘেস্‌তে দিও না, নি কি?

কমল—(হাসিয়া লজ্জিত ভাবে) ভাই, এখন থেকেই ত করে, না জানিএর পর কি কর্ব্বে। আহা তা বড় ঠাট্টা কর। এখন খেলাই দায়।

ম পেয়েছ ত, আবার কি পাবে? ও বুঝেছি • হাতে

পাওয়া। (দাসীর প্রতি) বিশ্বদিদি, এখন কোথায় দেখা হবে? সেটা ঠিক কর। আমার মতে যেন বাগানে যে ঘরটী আছে সেখানে হলেই ভাল হয়।

বিশ্ব—ঠিক বলেছে, আমারও মতে তাই।

কমল—বিজয়কে একদিন না দেখে যেন প্রাণের ভিতর কেমন কর্‌ছে। আমি আর থাক্‌তে পারিনে! বিশ্বদিদি তোমার পায়ে পড়ি, আজই যাতে দেখ্‌তে পাই তাই তোমাকে কর্ত্তে হবে।

ম—সখি! নাগর বড় মজার জিনিষ। কখনও হাতে ধর্‌তে হয়, কখন পায়ে পড়্‌তে হয়, আবার কখনও বা ছুটো কথা শুন্‌তেও হয়। তা যে রকম গিঁতেছে কস্‌কে পালাবে না। তার আর ভয় কি? (দাসীর প্রতি) তবে আজ রাত্রে

বি—আচ্ছা, আমাকে যাহা কর্ত্তে বলবে আমি তাহাই কর্ব্বো। এই বলিয়া দাসী ও মধুমতী নিজ নিজ কার্য্যে গমন করিল। ক্রমে সায়ংকাল আসিয়া উপস্থিত হইলে, মধুমতী নিজ মাতাকে কহিল:—মা,আজ আমি কমলবালার ওখানে থাক্‌বো, রাত্রিতে বাড়ী আস্‌বো না।

মাতা—কেনগা মধুমতী, আজ তোদের কি?

মধু—তা আমি ঠিক জানিনা। তবে এখন চল্লাম। এই বলিয়া মধুমতী বাটী হইতে প্রস্থান করিল ধীরে ধীরে কমলের গৃহে আসিয়া উপস্থিত হইল।

কমল—(মধুমতীকে দেখিয়া) কি সখি, এসেছ?

মধু—হঁ্যা ভাই এসেছি। বিশ্বদিদি বিজয়ের ওখানে গেছে কি?

কমল—কৈ বিশ্বদিদির আবৃত দেখা নেই।

মধু—বিশ্বদিদি ভালে ঠিক আছে, তাতে ভাবনা নাই।

বি—(উপনিত হয়তঃ) তবে তোমরা উদ্যানে যাও, আমি ওদিকে বিজয়কে ডাকতে চল্লুম। দেখো যেন কেহ টের না পায়। এই বলিয়া দাসী চলিয়া গেল।

মধু—তবে সখি এস। হঁা ভাল কথা একটী বাতি লও, সেখানে জ্বালাতে হবে।

কমল—আর বাতির আবশ্যক নাই। গৃহে আলো জ্বালালে পাছে কেহ টের পায়?

মধু—জানালা বন্ধ করে দিয়ে গৃহে আলো জ্বাল্লে বাহিরের লোক কেন টের পাবে? আর তুমি কি বল্‌ছিলে! আলোর দরকার নাই। কিন্তু তা কেমন করে হবে? তুমি বিজয়কে দেখ্‌বে বলে্‌ যাচ্ছো আলো নইলে কেমন করে দেখ্‌বে ভাই? আমি পাছে তোমার বঁধুকে দেখি তাই বুঝি ভয় হচ্ছে? আচ্ছা নাহয় বিজয় এলে আমি চোক্ বুজ্‌য়ে থাক্‌বো, দেখ্‌বো না।

কমল—সখি। তুমি আমার চেয়ে বুঝ্‌তে পার, তা তুমি যা বল্‌বে আমি তাই কর্ব্বো। তবে কেন ভাই, আমাকে এত বাক্য-জ্বালা দিচ্ছ?

ম—না ভাই কৌতুক করে বলেছি, তা তুমি কিছু মনে করো না। এখন চল শীঘ্র উদ্যান গৃহে যাই।

উভয়ে ধীরে ধীরে উদ্যানের দিকে চলিল এবং শীঘ্রই উদ্যান গৃহে আসিয়া উপস্থিত হইল। দেখিল গৃহের গবাক্ষ-গুলি সমস্তই বন্ধ আছে। মধুমতী বাতিটী জ্বালিয়া গৃহের এক

কোনে রাখিল এবং উভয়ে উপবেশন করতঃ নানা প্রকার কথা-বার্ত্তা কহিতে লাগিল।

এদিকে দাসী বিজয়ের নিকট যাইতেছে, এমন সময় তাহার বিজয়ের সহিত রাস্তায় দেখা হইল।

বিজয়—কি বিশ্বদিদি, এত রাত্রে কোথা যাচ্ছ?

বিশ্বদিদি—এই তোমারই কাছে।

বিজ—আমার কাছে। দরকারটা কি বল দেখি?

বিশ্ব—আমার সঙ্গে এস। তোমাকে এক স্থানে যেতে হবে।

বি—রাত্রে কোথায়?

বিশ্ব—আমি তাদের বাগানের ঘরে যেতে বলে এসেছি। তুমি ও সেখানে চল; কমল তোমার সহিত সাক্ষাৎ কর্ব্বে।

বি—(কিছুক্ষণ নিস্তব্ধে থাকিয়া) আচ্ছা চল, তা যাচ্ছি। (স্বগতঃ) আহা, আমি এমন কি সৌভাগ্য করেছি যে, কমলের মুখ-শশধর হেরিয়া আজ হৃদয় পরিতৃপ্ত হবে? আমিই ধন্য। কমল আমার জন্য যেরূপ ব্যাকুল, আমিও তাহার জন্য সেইরূপ ব্যাকুল হয়েছি।

বিজয় এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে দাসীর সহিত উদ্যানে আসিয়া উপস্থিত হইল। উভয়ে গৃহের নিকটবর্ত্তী হইলে, দাসী বিজয়কে বাহিরে দাঁড়াইতে বলিয়া নিজে গৃহে প্রবেশ করিল।

ম—(দাসীকে দেখিয়া) কৈ যার জন্যে গেলে তা কৈ?

বিশ্ব—বিজয় বাইরে দাঁড়িয়ে আছে। এখন কি কর্ত্তে হবে বল?

ম—আচ্ছা আমি বাইরে যাচ্ছি, তুমি বিজয়কে নিয়ে এস।

কমল—(তৎ শ্রবণে) না সখি, আমায় একলা রেখে যেওনা, তোমার দুটী পায়ে পড়ি; তা হলে আমি লজ্জায় মরে যাবো।

ম—একি ভাই? যার জন্যে এত পাগল তাকে দেখে লজ্জা। আচ্ছা দেখা যাবে কতক্ষণ এলজ্জা থাকে আমি থাক্‌ছি, বাইরে যাব না।

উভয়ের মধ্যে এরূপ কথাবার্ত্তা চলিতেছে, বিজয় ও দাসী গৃহ মধ্যে প্রবেশ করিল। দাসী বিজয়কে বসিতে কহিলে, বিজয় এক পার্শ্বে অবনত বদনে উপবেশন করিল। কিছুক্ষণ সকলে নিস্তব্ধ-ভাবে রহিলে পর মধুমতী দাসীকে কহিল:— ইনিই কি সখীর সেই মনোচোরা। (বিজয়কে উদ্দেশ করিয়া) যা হোক বেশ লোক দেখ্‌ছি তো। মনচুরি করে এমনই করে কি লোকের মনে কষ্ট দিতে হয়।

বিশ—বিজয়ের কোন দোষই নাই। আহা! বাছা আহার করিতে আস্‌ছিল, আমার কথায় না খেয়ে অমনই চলে এলো।

ম—আসে কি সাধে, প্রেমের টানে আসে। এ প্রেমের মধুপান কর্‌লে, অমন কত ক্ষুধা নিবৃত্তি হয়। (কমলের প্রতি) সখি, তোমরা থাক, আমরা বাহির থেকে একবার আস্‌ছি।

এই বলিয়া বিশ্বদিদিকে সঙ্গে লইয়া মধুমতী ছল করিয়া গৃহ হইতে নিস্থত হইলে।

ম—(মনে মনে) আহা। বিজয়ের রূপ কি নয়ন-রঞ্জক, দেখিলে বিমোহিত হতে হয়। সাধে কি সখী পাগল হয়েছে। (দাসীর প্রতি) তবে এখন এস আমরা জানলার ভিতর দিয়া দেখি উভয়ে উভয়ের প্রতি কিরূপ ব্যবহার করে।

বিজয় এতক্ষণ অন্যদিকে মুখ করিয়া নিস্তব্ধে বসিয়াছিল। এখন দাসী ও মধুমতী গৃহ হইতে বাহিরে গেলে কমলের দিকে মুখ ফিরাইয়া দেখিল কমলবালা অবগুণ্ঠনে বদন আবৃত করিয়া বসিয়া রহিয়াছে। বিজয় একদৃষ্টে কমলের রূপখানি দেখিতে লাগিল। দেখিয়া মন প্রাণ একবারে বিমোহিত হইয়া গেল। যতই দেখিতে লাগিল ততই দর্শনেচ্ছা প্রবলা হইতে লাগিল। ক্রমে বিজয়ের মন-মধুকর কমলবালার মুখ-কমল চুম্বন করিবার জন্য অধীর হইয়া উঠিল। বিজয় আর থাকিতে না পারিয়া কমলের পার্শ্বে গিয়া বসিল এবং কমলের হাতখানি ধরিয়া ধীরে ধীরে কহিল:—কমল! লজ্জা ত্যাগ কর, আমার দিকে মুখ তুলিয়া চাও, আর কেন কষ্ট দিচ্ছ।

কমলবালা সেই ভাবেই রহিল দেখিয়া বিজয় স্বয়ং কমলের অবগুণ্ঠন খুলিয়া দিল। কমল আর থাকিতে না পারিয়া বিজয়ের দিকে চক্ষু মেলিয়া চাহিল; উভয়ে উভয়কে প্রাণ ভরিয়া দেখিতে লাগিল। বিজয় কমলকে বাহুপাশে আবদ্ধ করিয়া সেই মনোহর মুখে একটী মধুর চুম্বন করিল। কমলবালা শিহরিয়া উঠিল ও বিজয়ের গলাটী সেই সুকোমল বাহু-লতার দ্বারা জড়াইয়া ধরিল। ক্রমে মোহা-বেশ আসিয়া উপস্থিত

হইলে উভয়ে বসিতে অক্ষম হইয়া সেই আলিঙ্গিত ভাবে শয়ন করিল। এই ভাবে কিছুক্ষণ গত হইলে বিজয়ের কিছু চৈতন্যের উদয় হইল। এবং কমল বালাকে কহিল :—প্রিয়ে, উঠ। রাত্রি অনেক হয়েছে, আর এখানে অধিক ক্ষণ থাকা উচিত নহে।

কমল—নাথ, আর বাড়ী গিয়ে কাজ নাই। এস আমরা পরম সুখে উভয়ে ঘুমাই। কেন আমার ঘুমভাঙ্গালে। আমি তোমার সঙ্গে বেশ সুখে ঘুমাচ্ছিলাম।

বিজয়—প্রাণেশ্বরি! তুমি কি পাগল হয়েছ। তবে কেন এরূপ বলছ। এ যে বাগান, এখানে থাকলে আর রক্ষা নাই।

কমল—উঃ। তবে কি আশা মিটলো না। তোমার যে মন ছেড়ে দিতে চাচ্ছে না। নাথ, একান্ত কি অভাগীকে ছেড়ে যাবে।

বিজয়—প্রিয়ে, ধৈর্য্য ধর, আবার কাল আস্‌বো। এখন তবে চল্লাম। এই বলিয়া দাঁড়াইয়া উঠিল।

কমল—(বিজয়ের হাত ধরিয়া) প্রাণ নাথ, তবে একান্তই যাবে। দেখ যেন অভাগীকে ভুলো না।

বিজয়—কমল যদি তোমাকে ভুলিতে পারি তাহা হইলে জীবনকেও বিস্মরণ হওয়া সম্ভব এই কথা বলিয়া সুমধুর সম্ভাষণ করিয়া বিজয় গৃহ হইতে বাহিরে আসিয়া দাসীকে কহিল :—বিশদিদি তবে এখন চল্লাম।

বিশ—দাঁড়াও তোমাকে সদর রাস্তায় পৌঁছে দিয়ে আসি। দাসী বিজয়কে সদর রাস্তায় পৌঁছে দিয়ে আসিলে,

সকলের বাগান হইতে গৃহে উপস্থিত হইয়া মধুমতী কমলের প্রতিঃ—

সখি। আমার কথাটা কি মনে আছে।

কমল—কি কথা, ভাই।

মধু—এমন কিছু নয়, তাই বলি তোমার মা সখি, বড় লজ্জা।

কমল—সখি। ভাল বাসায় লজ্জাই বল, কুলই বল আর মানই বল, কিছুই থাকে না। যে যতই লজ্জাশীলা হউক, প্রেমে সবাই পাগল। শুধু আমি বলে নই।

ম—আমি সকলই বুঝি ভাই, আমায় আর বুঝাতে হবে এখন এস, শোয়া যাগ। এই বলিয়া উভয়ের শয়ন করিল।

অতঃপর বিজয়, আহারের পর আর নিজ আবাসে না যাইয়া, একটী নির্দ্দিষ্ট গৃহে বসিয়া দাসীর অপেক্ষা করিত এবং দাসীও এদিকে সময় বুঝিয়া যাইয়া, বিজয়কে উক্ত গুপ্ত গলির পথ দিয়া অন্তঃপুর মধ্যে কমলবালার গৃহে লইয়া আসিত ও রজনী শেষে পুনরায় বহির্দ্দেশে রাখিয়া আসিত। এইরূপে কিছুদিন গত হইল। এক দিবস বৈকালে অত্যন্ত ঝড় বৃষ্টি আরম্ভ হইল। রাত্রি আসিয়া উপস্থিত হইল, তথাচ ঝড় থামিল না। ক্রমে রজনী অধিক হইতে লাগিল, পবনদেবের আর বিশ্রাম নাই। বিজয়ের মন কমলবালার জন্য অত্যন্ত অধীর হইয়া উঠিল। ঝড় থামিল না দেখিয়া বিজয় সেই ঝড়েতেই বাটী হইতে বহির্গত হইল। কষ্টে ভিজিতে ভিজিতে আসিয়া উক্ত গলির পথে উপনীত হইল। কিঞ্চিৎ অগ্রবর্ত্তী হইলে একটি প্রাচীর দ্বারা বিজয়ের গতি রোধ হইল। বিজয়

দেখিল প্রাচীরের দ্বারবন্ধ এবং কোন প্রকারে অতি কষ্টে প্রাচীরটী উলঙ্ঘন করিল। ক্রমে ধীরে ধীরে অন্তঃপুর মধ্যে আসিয়া পৌঁছিলে। বিজয়ের এতক্ষণ পরে ধারণা হইল যে, তাহাকে কমলের গৃহে যাইতে হইলে ছাদে উঠিতে হইবে। কিন্তু তাহা কেমন করিয়া হইবে? সিঁড়ির দরজা বন্ধ। কাছে আসিয়া ফিরিয়া যাইতে হইবে ভাবিয়া, বিজয়ের মনে অত্যন্ত দুঃখ হইল। বিজয় দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া ভাবিতেছে, এমন সময় সৌদামিনীর আলোকে দূরে একটী বাঁশের ন্যায় কি পড়িয়া রহিয়াছে দেখিতে পাইল। বিজয় নিকটে যাইয়া দেখিল বাস্তবিকই সেটী বাঁশ। বিজয় বাঁশটী ছাদে আড় ভাবে লাগাইয়া অতি সাবধানে উপরে উঠিল। এতক্ষণে বিজয়ের মনে আহ্লাদের সঞ্চার হইল। বিজয় কমলের গৃহের দরজায় যাইয়া ধীরে ধীরে ঘা মারিতে লাগিল। শব্দে কমলের ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। কমল জাগিয়া উঠিয়া সভয়ে কহিল :—কে তুমি?

বিজয়—আমি বিজয়। দরজা খোল।

কমল—(দরজা খুলিয়া) একি নাথ? এত রাত্রে এই ঝড় বৃষ্টিতে কেমন করে এলে? আর কেইবা তোমায় দরজা খুলে দিলে?

বিজয়—সব বলছি। আগে আমায় একখানা কাপড় দাও পরি; শীতে মরে গেলাম।

কমল—এই লও (বস্ত্র প্রদান)।

বিজয়—বস্ত্র পরিধান পূর্ব্বক কমলবালাকে সমস্ত কহিল।

কমল—(শ্রবণান্তর) উঃ, নাথ, আসতে তা হলে কি ভয়া-

নক কষ্টই পেয়েছ। শুনে আমার মনে নিদারুণ দুঃখ হলো। প্রাণেশ্বর, হতভাগিনীর জন্য আজ যে কষ্ট পেয়েছ তজ্জন্য আমায় ক্ষমা কর।

বি—প্রিয়ে তুমি বলছ যে, আমি বড় কষ্ট পেয়েছি; কিন্তু তা নয়। আমি তোমর নিমিত্ত যেরূপ কষ্টকর কাজই করি না কেন, তাহাই আমার নিকট সুখকর। আমি তোমার নিমিত্ত সকলই করতে প্রস্তুত আছি; অধিক কি মরতেও প্রস্তুত আছি আমার আর তুমি ব্যতীত এ পৃথিবীতে কে আছে। পিতা মাতা বাল্যকালেই পরলোক গমন করিয়াছেন। এখন এক-মাত্র জীবনের আধার তুমি। তোমাকে দেখেই জীবন ধারণ করি এবং তোমায় না দেখলে আমি আর কিছুতেই থাকতে পারিনে।

কমল—প্রাণেশ্বর, তুমি যে আমায় এরূপ ভালবাস, শুনে বড় সুখী হলাম। আমার ন্যায় নির্গুণা নারী, তোমার ন্যায় পুরুষরত্নের হৃদয়ে যে এতদূর স্থান পেয়েছে; এর চেয়ে আর কি সৌভাগ্যের বিষয় হতে পারে। তবে যেন এই ভাবই চিরকাল থাকে; দাসীর এই ভিক্ষা।

বিজয়—যতদিন দেহে জীবন থাকবে, ততদিন তোমাকে কিছুতেই ভুলতে পারবো না। আমার মন, প্রাণ এখন আর আমার নয়; এখন প্রিয়ে, তারা তোমারই।

কমল—প্রাণেশ্বর, এখন কিছু খাও এবং এস শয়ন করা যাক্। এই বলিয়া বিজয়ের হস্তে কমলবালা কতকগুলি মিষ্ট দ্রব্য প্রদান করিলে। বিজয় উক্ত মিষ্ট দ্রব্য ভক্ষণ করতঃ কিঞ্চিৎ জলপান করিল এবং উভয়ে শয়ন করিল।

পঞ্চম অধ্যায়।

ওদিকে মহারাজ, কন্যাকে পঞ্চদশ বর্ষে উপস্থিত দেখিয়া বিবাহ দিবার মানস করিলেন। বিদর্ভ-রাজের একটী পরম সুন্দর ও সর্ব্বগুণ সম্পন্ন পুত্র ছিল। মহারাজ তাহাকেই উপযুক্ত পাত্র বিবেচনা করিয়া বিদর্ভ-রাজের নিকট একজন দূতকে প্রেরণ করিলেন। বিদর্ভ-রাজ সাদরে দূতকে গ্রহণ করিলেন ও মহারাজ বীরেন্দ্রের প্রস্তাবে সম্মতি প্রকাশ করিলেন। পর দিবস দূত শুভ সংবাদ লইয়া সার্দ্ধ রাজ্যাভিমুখে যাত্রা করিল। মহারাজ বীরেন্দ্র আশানুরূপ ফল প্রাপ্তে অত্যন্ত সুখী হইলেন এবং যাহাতে এই পরিণয় শীঘ্র সম্পন্ন হয়, সে বিষয়ে বিশেষ মনোনিবেশ করিলেন। বিদর্ভ-রাজ-তনয়ের সহিত কমলের বিবাহ সম্বন্ধ হইতেছে শুনিয়া সকলেই আহ্লাদিত চিত্ত হইল; কেবল চারিটী হৃদয় অসুখী হইল। যে দিবস হইতে কমল তাহার বিবাহের কথা শুনিল, সেই সেই দিন হইতেই তাহার মনশান্তি শূন্য হইল, কমল সর্ব্বদাই বিষণ্ণ মনে বসিয়া থাকিত, সর্ব্বদাই দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিত এবং কেহ কিছু জিজ্ঞাসা করিলে উত্তর দিত না। যখন মনে অত্যন্ত দুঃখের আবেগ হইত, তখন একাকী নির্জ্জনে বসিয়া

ক্রন্দন করিত। এইরূপে কিছুদিন কাটিয়া গেল। এক দিবস কমলবালা নিজ গৃহে বসিয়া কাঁদিতেছে, এমন সময় রাজ্ঞী কোন প্রয়োজন বশতঃ গৃহ মধ্যে আসিয়া প্রবেশ করিয়া দেখিলেন কমলবালা গালে হাত দিয়া বসিয়া রোদন করিতেছে।

রাজ্ঞী—(আশ্চর্য্য ভাবে) এ'কি কমলবালা, কাঁদ্‌ছ কেন। কি হয়েছে। (কমলকে নিরুত্তর দেখিয়া রাজ্ঞী পুনরায়)—কেন কথা কচ্ছ না।। আমাকে না বল্লে, তোমার কি কি হয়েছে আমি কেমন করে বুঝ্‌বো। তুমি সর্ব্বদা দুঃখিত মনে বসে থাক, কাহাকেও কিছু বল না, আবার আজকে কাঁদছ ; এর কারণ কি। কিছুইত বুঝ্‌তে পারিনে। মা হয়ে আর তোমার কষ্ট দেখ্‌তে পারিনে। বাছা কমল, কি হছে আমায় ভেঙ্গে বল। তুমি যাহা বল্‌বে আমি তাহাই কর্ব্বো।

কমল—(কাতর স্বরে) না মা, কিছু হয় নি। তবে বড় অসুখ কচ্ছে, তাই কাঁদচ্ছি।

রাজ্ঞী—না বাছা কমল, তোমার কি হয়েছে আমায় ঠিক করে বল। লোকের বিয়ের কথা শুনলে মনে কত আনন্দ হয় কিন্তু তুমি যে দিন হতে বিয়ের কথা শুনেছ, সেইদিন থেকেই যেন মলিন হয় যাচ্ছ। তবে কি তোমার বিবাহ করতে ইচ্ছা নেই। আমি তোমায় নিকট বলছি তুমি যা বলবে তাই কর্ত্তে বলবো।

কমল- (লজ্জিত ভাবে) না, যদি একান্তই শুনতে চাইলেন, তবে আমি বলছি শুনুন,—পিতা যে বিদর্ভরাজ পুত্রের সহিত

আমার বিবাহের সম্বন্ধ কচ্ছেন, তাহা কিছুতেই হতে পারে না ; কারণ আমি মনে মনে এই প্রতিজ্ঞা করেছি যে, সেনাপতি পুত্র বিজয়কে ব্যতিত অন্য কাহাকেও বিবাহ কর্ব্বো না। আর ইহার অন্যথা হলে নিশ্চয়ই আত্ম-হত্যা করে জীবন ত্যাগ কর্ব্বো।

রাজ্ঞী—মা কমল, তোমার কথা শুনে আমার হৃৎকম্প হচ্ছে। আর তোমার দুঃখিত ভাবে থাকতে হবে না। বিজয়ের সহিতই যাতে তোমার বিবাহ হয়, এবিষয় আমি আজিই মহারাজকে জানাবো। এই বলিয়া রাজ্ঞী তথা হইতে চলিয়া গেলেন।

রাত্রিতে মহারাজ শয্যায় শয়ন করিলে পর,—

রাজ্ঞী—মহারাজ, আপনাকে একটী কথা বলবো।

মহারাজ—প্রিয়ে, কি কথা ? বল।

রাজ্ঞী—নাথ, আপনি যে বিদর্ভ রাজের পুত্রের সহিত কমলবালার বিবাহের সম্বন্ধ স্থিত কচ্ছেন তা কেমন করে হবে। ওদিকে যে কি ব্যাপার ঘটেছে, তার ত কিছুই অনুসন্ধান করিবেনা।

মহারাজ—(আশ্চর্য্য ভাবে) প্রাণকান্তে ! কি ব্যাপার। আমি ত তার কিছুই জানি নে।

রাজ্ঞী—মহারাজকে একে একে সমস্ত বলিলেন।

মহারাজ—(শ্রবণান্তর) ইহা অতি অসম্ভব ব্যাপার। কমলবালা ছেলেমানুষ ; সে যা বলবে তা কখনও হতে পারে না। বিদর্ভরাজ একজন মহাপ্রতাপশালী রাজা, তাঁর পুত্রের সহিত কমলের বিবাহ হবে—ইহা ত বাঞ্ছনীয়। তা না হবে

সামান্য সেনাপতির পুত্রের সহিত বিবাহ হবে; ইহা কখনও হতে পারে না!

তৎশ্রবণে রাজ্ঞী আর মহারাজকে কিছু বলিলেন না।

ক্রমে রজনী প্রভাত হইল। রাজা ও রাজ্ঞী শয্যাত্যাগ করিলেন। মহারাজ সভাগৃহে যাইলে পর, রাজ্ঞী কমলবালার নিকট আসিয়া, মহারাজ যাহা যাহা বলিয়াছিলেন, সকলই তাহাকে বলিলেন এবং নিজে অনেক বুঝাইলেন। কিন্তু কিছুই ফলোদয় হইল না। কমলবালা কাঁদ কাঁদভাবে উত্তর করিল— যদি একান্তই বিজয়কে না পাই, তবে মর্ব্বো। তাতে আর হয়েছে কি? কিন্তু জীবন থাকতে কখনও অন্যকে মনে স্থান দিব না।

রাজ্ঞী তৎশ্রবণে অত্যন্ত দুঃখিতা হইলেন এবং মহারাজ অন্তঃপুর মধ্যে আসিলে তাঁহাকে সমস্ত কহিলেন। মহারাজ শুনিয়া কিঞ্চিৎ ম্রিয়মান হইলেন, কিন্তু কিছুই উত্তর দিলেন না। দিবা অপরাহ্নে মহারাজ রাজ সভায় না যাইয়া, মন্ত্রীর সহিত একটী গুপ্তগৃহে গেলেন এবং এই বিবাহ সম্বন্ধে কি করা কর্ত্তব্য মন্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করিলেন।

মন্ত্রী—মহারাজ, মনুষ্য মাত্রেই উচ্চ হইতে আশা করে। কে কোথায় সাধ করিয়া নীচ হইতে চায়? অতএব রাজপুত্রের সহিত আপনার কন্যার বিবাহ না হইয়া, সেনাপতির পুত্রের সহিত বিবাহ হওয়া কখনই যুক্তি সঙ্গত নহে।

মহারাজ—অমাত্য, তুমি যাহা বল্লে তাহা ঠিক। কিন্তু কি উপায়ে এ কার্য্য সম্পন্ন করা যেতে পারে?

মন্ত্রী—সেনাপতি পুত্র বিজয় এখানে থাকিতে এ কার্য্য

দুঃসাধ্য। অতএব যাহাতে সে আপনার কন্যার দৃষ্টির বহির্ভূত হয়, সে বিষয়ে অগ্রে মনোনিবেশ করা উচিত।

মহারাজ—হঁা, এই পরামর্শই ঠিক। এখন কি প্রকারে তাহাকে এখান থেকে বহির্ভূত করা যায়?

মন্ত্রী—হয় তাহাকে একবারে প্রাণে হত করে সব জঞ্জাল চুকিয়ে ফেলা, নয় তাহার অজ্ঞাতসারে এমন কোন দূরবর্ত্তী দ্বীপে রাখিয়া আসা, সেখান হতে সে আর না আসতে পারে।

মহারাজ—দেখ মন্ত্রী, প্রাণে হত করে কাজ নাই। তবে যাতে কোন দ্বীপ-মধ্যে রেখে আসতে পারাযায়, সেখান থেকে আর না আসতে পারে সে বিষয়েই চেষ্টা কর।

দাসী (বিশ্বদিদি) ভিতরে ভিতরে মহারাজ কি করেন সব খোজ রাখিত আজ মহারাজকে রাজসভায় না যাইয়া মন্ত্রণা গৃহে প্রবেশ করিতে দেখিয়া তাহার সন্দেহ হইল। দাসী মন্ত্রণা-গৃহের পার্শ্বে গুপ্তভাবে থাকিয়া সমস্ত শুনিল এবং ত্বরায় যাইয়া তাহা কমলবালার কর্ণগোচর করিল। কমলবালা শুনিয়া কিয়ৎকাল ভয়-বিহ্বল-হৃদয়ে দাসীর মুখপানে চাহিয়া রহিল এবং শেষে কাঁদিয়া ফেলিল। কমলবালা কাঁদিতেছে ও দাসী অবাক্ হইয়া বসিয়া আছে এমন সময় মধুমতী আসিল।

মধু—(কমলের প্রতি) একি সখি, কান্না কেন? কমল নিরুত্তরভাবে কাঁদিতে লাগিল। দাসী মধুমতীকে সমস্ত বলিল। মধুমতীও শুনিয়া কিছুক্ষণ অবাক হইয়া রহিল। পরে কমলকে, শান্ত করিয়া দাসীকে কহিল:—দেখ বিশ্বদিদি

সন্ধ্যাত প্রায় হয়ে এলো। তুমি একবার বিজয়ের কাছে যাও গিয়া তাহাকে আগে সমস্ত বল্‌বে এবং যাতে বিজয় আর ক্ষণ-বিলম্ব না করে, রাত্রিতেই এখান থেঁকে পালায়, সে বিষয়ে বিশেষ করে বলে আস্‌বে। সখীর সহিত সাক্ষাৎ করবার প্রয়োজন নাই; কারণ তাতে বিলম্ব পড়ে যাবে। বেঁচে থাক্‌লে আবার কত দেখা হবে।

দাসী মধুমতীর কথামত তৎক্ষণাৎ বিজয়ের নিকট যাত্রা করিল এবং যাইয়া বিজয়কে সমস্ত কহিল। বিজয় শুনিয়া অত্যন্ত ভীত হইল এবং পলায়ন করাই ধার্য্য করিয়া দাসী চলিয়া আসিলে, বিজয় কিয়ৎকাল বসিয়া ভাবিতে লাগিল। কিন্তু ভাবিয়া আর কি হবে এই বিবেচনায় ভাবনা ত্যাগ করতঃ পলায়নের আয়োজন করিতে লাগিল। ঘরে যাহা কিছু ছিল খাইয়া জলযোগ করিল। পরে গায়ে একটী জামা দিল এবং একখানি গাত্রবস্ত্র লইল। বিজয়ের নিকট তত কিছু বেশী টাকা ছিল না; যে কটী ছিল, সঙ্গে লইল। যাইবার কালে বিজয়ের চক্ষে জল আসিল এবং বিজয় কাঁন্দিতে লাগিল। ক্রন্দন সম্বরণ করিয়া বিজয় দুঃখিতভাবে কহিতে লাগিল:— হায়! বাল্যেই পিতামাতার মৃত্যু হইল। ভেবে ছিলাম কমলবালাকে বিয়ে করে সুখে জীবন অতিবাহিত কর্ব্বো; কিন্তু সে সুখ এ অভাগরে অদৃষ্টে ঘটলো না। আজ অকূল সাগরে ভাসতে ভাস্‌তে কোথায় যে যাব তার কিছুই ঠিক নেই হা বিধাতঃ, এজন তোমার নিকট এমন কি দোষ করেছ, যাহাতে তুমি তাহাকে পদে পদে লাঞ্ছিত কর্‌ছ। তোমাকে সকলই পিতা বলিয়া ডাকিয়া থাকে, অতএব পিতা হয়ে সন্তানকে এরূপ

কষ্ট দেওয়া কখন উচিত নহে। না, না, হে ঈশ্বর, এমূঢ় সন্তানকে ক্ষমা কর। আমি না জানিয়াই তোমার মহানুভবতায় দোষারোপ করেছি। হে বিভো, করুণাময় তুমি যাহা কর, সে সকল কেবল আমাদের মঙ্গলের জন্য। অতএব তোমার ইচ্ছা পূর্ণ হউক। হা কমলবালা, তুমি কি কুক্ষণে এ হত-ভাগ্যকে দেখেছিলে, তুমি কেন আমাকে ভালবেসে ছিলে; নইলে আজ বিদর্ভ-রাজ-তনয়কে বিবাহ করে কতই সুখিনী হতে পারতে; কিন্তু আমার আশায় তুমি সে সুখও পরিত্যাগ কল্লে। আমি ত চল্লাম। এখন তোমার দশা কি হবে? মহারাজ তোমাকে কত তিরস্কার কর্বেন। আহা মরি, তোমার কোমল-হৃদয়ে তাহা শেল-সম বিদ্ধ হয়ে, না জানি কতই কষ্ট দিবে! তোমার সেই সুন্দর গণ্ডস্থল বহিয়া না জানি কতই অশ্রুধারা পড়বে! অহো, ভাবিতেও যেন হৃদয় বিদীর্ণ হয়ে যাচ্ছে! আর না! আর না! তবে চল্লাম। এই বলিয়া বিজয় প্রস্থান করিল!

বিজয় এইরূপে বাটী হইতে বহির্গত হইয়া উত্তর দিকে যাইতে আরম্ভ করিল। শীতকাল, রাত্রি তত অন্ধকার যুক্ত নহে। বৃক্ষ-সমূহ হইতে নীহার বিন্দুচয় টপ টপ শব্দে ধরণ্যু-পরে পতিত হইতেছে। চারিদিক নিস্তব্ধ, সকলেই অচেতনা-বস্থায় শয্যায় নিদ্রা যাইতেছে। কেবল মাঝে মাঝে রক্ষিগণের কণ্ঠরব ও পেচক রাজের কর্কশ ধ্বনি শ্রুতিগোচর হইতেছেন। উর্দ্ধদেশে নীল নভোপরে তারাবলী স্বর্ণফুল-সদৃশ বিরাজমাণ রহিয়াছে। একে শীতকাল, তাতে রাত্রি; বিজয়ের চলিতে বড় কষ্ট হইতেছিল। রাত্রি প্রায় চতুর্থ প্রহরের সময় বিজয়ে

সহিত একদল দস্যুর দেখা হইল। একজন আসিয়া বিজয়ের হাত ধরিল।

বিজয়—(নম্র ভাবে) তুমি আমার কেন হাত ধর্‌লে?

দস্যু—(রাগতঃভাবে) তাতে কি হয়েছে? এখন তুই কে শীঘ্র বল্?

বিজ —আমি প'থক, আমাকে ছেড়ে দাও।

দস্যু—তোর কাছে কি আছে? আগে দে, তার পর ছেড়ে দেবো। নইলে বেশী কথা কইলে মর্‌তে হবে।

বিজয়—এই লও। এই বলিয়া টাকা কয়টী দস্যুর হস্তে অর্পণ করিল।

দস্যু—(সঙ্গীদের) প্রতি) তবে ভাই, একে ছেড়ে দিই। তাহা শুনিয়া এ জ দস্যু বলিয়া উঠিল, না, না, ওকে ছেড়ে দিস্‌নে। আমাদের দলপতির একটা চাকরের দরকার আছে, এই লোকটাকে নিয়ে চ।

দস্যু হাঁ ভাই, ঠিক মনে করে দিয়েছিস্। (বিজয়ের প্রতি) তবে আর তোকে ছাড়া হলো না। আয়, আমাদের দস্যুপতির বাড়ীতে থাবি দাবি কাজ কর্ব্বি।

তাহারা বিজয়কে মধ্যে করিয়া চলিল। দস্যুগণ ক্রমে লোকালয় পরিত্যাগ করিয়া আসিয়া একটী ময়দানে উপস্থিত হইল। ময়দানটী অতিক্রম করিয়া তাহারা একটী অরণ্য মধ্যে প্রবেশ করিল। অরণ্যের কিয়ৎদূর অগ্রবর্ত্তী হইয়া একটী ক্ষুদ্রকায় পাহাড়ে আসিয়া উঠিল। এমন সময় রজনীদেবী প্রভাত হইলেন। দিবাকর পূর্ব্বগগণে লোহিত ছটায় শোভিত হইয়া জগজ্জনের মনোরঞ্জন করতঃ উদয় হইলেন। সরোবরে কমলিনী দিনমণির আগমনে নয়ন উন্মীলিত করিয়া মধুর ভাবে

হাস্য করিতে লাগিল। কুসুম-কলিকা-সমূহ প্রস্ফুটিত হইয়া দিগচয় সৌরভে আমোদিত করিয়া তুলিল। বিহঙ্গমগণ আনন্দে কলনাদ করিয়া কুলায় হইতে চারিদিকে ধাবিত হইতে লাগিল। মধুপগণ ফুল্ল-ফুলরাশীর কাছে মধুর-গুঞ্জন করিয়া পরিমল যাচিঞা করিতে লাগিল। তরু-পত্রোপরে স্বর্ণাভ-সূর্য্যরশ্মি পতিত হইয়া অপরূপ শোভা সম্পাদন করিল। দূর্ব্বা-দল ক্ষেত্রে শিশির-বিন্দু-সমূহ রবি-করে মুক্তাফল সদৃশ শোভা পাইতে লাগিল। প্রাতঃসমীরণ মন্দ মন্দ বহিয়া শরীর শীতল করিতে লাগিল। নিশাপতি দিনপতির হস্তে রাজ্যভার অর্পণ করিয়া ক্রমে অদৃশ্য হইলেন। সকলেই একে একে শয্যাত্যাগ করিল। দস্যুগণ পাহাড়টী উল্লঙ্ঘন করিয়া কিঞ্চিৎ অগ্রসর হইলে, বিজয় দেখিল সম্মুখে একটা বৃহৎ বাড়ী রহিয়াছে। দস্যুরা যাইয়া সম্মুখস্থ বাটীতে প্রবেশ করিল। একটী ঘরে যাইয়া তাহারা অস্ত্রগুলি ও পরিহিত পোষাক খুলিয়া রাখিয়া সকলে সামান্য কাপড় পরিধান করিল। কিছুক্ষণ বসিয়া বিশ্রাম করার পর যখন কিঞ্চিৎ বেলা হইল, তখন তাহারা বিজয়কে সঙ্গে করিয়া দল পতির নিকট চলিল। এই বাড়ীটী অত্যন্ত বৃহৎ ছিল। ইহার এক দিকে দস্যুগণ ও অপর দিকে দস্যুপতি বাস করিত। তা ছাড়া অপরাপর অংশগুলি পড়িয়া থাকিত। দস্যু পতির স্ত্রী ও একটী মাত্র কন্যা ছিল। কন্যাটি যৌবনে পদার্পণ করিয়াছে এবং যেমন রূপবতী, তেমনি গুণ-বতী। প্রকৃতি অতি সরল ও ধীর, হৃদয় কোমলতাময় এবং তজ্জন্য পিতার ঈদৃশ কার্য্যে মনে বড় ঘৃণা করিত; কিন্তু ভয়ে কিছুই প্রকাশ করিতে সক্ষম হইত না। নাম বিলাসবতী।

যাহা হউক, বিলাসবতী পিতার বড় আদরিণী ছিল এবং দস্যু-পতি সুভাকে নিজ জীবন তুল্য ভাল বাসিত। দস্যুপতি যে দিকে বাস করিত সেদিকে একটী সুন্দর ফুলের বাগান ছিল বিজয় দেখিল বাগানটীতে নানাবিধ ফুল ফুটিয়া শোভা করিয়া রহিয়াছে। মধুমক্ষিগণ তাহাতে বসিয়া কেমন সুখে মধুপান করিতেছে। বাগানটী পরিষ্কার পরিছন্ন। দেখিয়া বিজয়ের মনে একটু আনন্দ হইল। ক্রমে দস্যুরা দরজা পার হইয়া বাটীর মধ্যে প্রবেশ করিল। দেখিল দলপতি বাহিরের ঘরে বসিয়া রহিয়াছে এবং পার্শ্বে বিলাসবতী দণ্ডায়মানা। বিলাসবতী তত লজ্জা করিত না, সে সকলের সম্মুখেই আসিত। কিন্তু বিজয়কে দেখিয়া গৃহ হইতে চলিয়া গেল ও গৃহের পার্শ্বে দাঁড়াইয়া ব্যাপার খানা কি দেখিতে লাগিল।

দস্যুপতি—(দস্যুদিগের প্রতি) এস, এস, মঙ্গল ত ?

জনৈক দস্যু—হাঁ মঙ্গল। আজ এইগুলি পেয়েছি। এই বলিয়া লুণ্ঠিত মুদ্রাগুলি দস্যুপতির সম্মুখে স্থাপন করিল।

দস্যুপতি—(বিজয়কে দেখিয়া এ লোকটী কে ? আর একে কোথায় পেলে ?

দস্যু—এ পথিক। আপনার চাকর থাকবে ; তজ্জন্তে একে ধরে এনেছি।

দস্যুপতি—আচ্ছা, তা তোমরা গিয়ে স্নান, আহার করে ঘুমাও গে।

দস্যু—যে আজ্ঞা। এই বলিবা সকলে প্রস্থান করিল।

বিজয় বিমর্ষভাবে বসিয়া আছে দেখিয়া দস্যুপতি তাহাকে কহিল,—আর বাপু, ভাবলে কি হবে ? আমার এখানে কাব

কর্ম্ম কর্‌বে ও থাক্‌বে। এবেলা আর তোমাকে কাজ কর্ত্তে হবে না, কারণ উহাদের মত তোমারও তঃ কষ্ট হয়েছে। এখন নেয়ে এসে, ভাত খেয়ে ঘুমাও, গে। পরে ওবলা থেকে কাজ কর্ত্তে আরম্ভ করো। এখন জিজ্ঞাসা করি তোমার নাম কি?

বিজয়—(গোপন করতঃ) ব্রজ।

বিলাসবতী এতক্ষণ গৃহের দরজার পার্শ্বে দাঁড়াইয়া কি হয় দেখিতেছিল। বিজয়ের রূপে বিলাসবতীর মন একবারে মোহিত হইয়া গেল এবং বিলাস মনে মনে কহিতে লাগিল। —আহা, আমার জ্ঞানে আমি এরূপ সুরূপ নর ত কখনও দেখি নি। একে দেখে বোধ হচ্ছে যে, এজন নিশ্চয়ই কোন উচ্চ বংশোদ্ভব এবং গুণবানপুরুষ রূপটী অতি মনোহর আমার মন একবারে গলে গেছে। যাতে, আমি একে পাই আমাকে তাই কর্ত্তে হবে। এই বলিয়া বিলাসবতী ও তাহার পিতা স্নান আহারাদিতে গমন করিল।

ষষ্ঠ অধ্যায়।
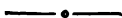
হে পাঠক মহাশয়গণ! একবার বিজয়ের অবস্থার পরিবর্ত্তনটা ভাবিয়া দেখুন। যে একদিন রাজসৈন্যাধ্যক্ষের একমাত্র মহাদরের ধন ছিল সে আজ কিনা দস্যুহস্তে দাসত্বশৃঙ্খলে চির জীবনের জন্য বদ্ধ হইল! ভাগ্যচক্রের গতি কখন কিরূপ হয়, তাহা কে বলিতে পারে? ভূপতি হইয়া কাহাকেও দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করিতে দেখা যায়! আবার শত পুত্রের পিতা হইয়া কাহাকেও পুত্রশোকে দিবা রজনী অশ্রুবিসর্জ্জন করিতে হয়! কালের বশে কতই আশ্চর্য্য আশ্চর্য্য ব্যাপার সজ্ঘটিত হইতেছে, তাহার কে ইয়ত্তা করিতে পারে? কালের গতি কে বুঝিবে? কোন কবি লিখিয়াছেন:—

কালের গতি বোঝা সোজা বড় নয়।
মানবের হীন-বুদ্ধি কি বুঝিবে তায়॥

তাই বলিতেছি কালের গতি অতি দুর্ব্বোধ্য? কালেতে কতই উৎপন্ন হইতেছে, কতই লয় পাইতেছে। কেহ উন্নত হইতেছে, কেহ অবনত হইতেছে! কেহ প্রবল হইতেছে, কেহ দুর্ব্বল হইতেছে। কেহ বর্দ্ধিত হইতেছে, কেহ ক্ষীণ

হইতেছে। কেহ আসিতেছে, কেহ যাইতেছে। একবার বর্ত্তমান ও প্রাচীন কালের বিষয় ভাবিয়া দেখিলে, কালেতে যে কত ভয়াবহ ভয়ানক পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে এবং কালের যে কি অসীম ক্ষমতা, তাহা স্পষ্টই বুঝিতে পারা যায়। যে রোম-রাজ্য এককালে ভূমণ্ডলের সর্ব্বস্থানে নিজ প্রতাপ বিস্তার পূর্ব্বক কি বিদ্যায়, কি সভ্যতায় কি সমর-পটুতায় সকল বিষয়েই সভ্য-সমাজের শীর্ষস্থান অধিকার করিয়াছিল। যে জাতির অতুল বুদ্ধি ও রণ-কৌশল দর্শনে অসভ্যগণের মনে ভয় ও আশ্চর্য্যের উদয় হইত। যে রোমীগণ স্ব[illegible]শ [illegible]র্থে নিজ জীবনকে তুচ্ছ জ্ঞান করিত। যে রোমীয় সন্তানগণ যুদ্ধ গৌরব লাভার্থ অতি শৈশব হইতেই অস্ত্রচালনে রত হইত এবং শত্রু সম্মুখে অশেষসাহসের পরিচয় দিয়া কতই যশঃলাভ করিত। সেই জাতি আজি কিনা রমণীসুলভ ভীরুতায় রত! যুদ্ধ গৌরব তাহাদের অন্তরে আর স্থান পায় না। তাহারা এখন কেবল গীতবাদ্যে আশক্ত হইয়া প্রশংসা লাভের চেষ্টায় রত রহিয়াছে। হায়! এখন রোমের সে অতুল প্রতাপই বা কোথা, আর সেবিদ[illegible]ই বা কোথা? কালের বশে সেই সর্ব্বোন্নত [illegible]গের আজ এত অবনতি।

হা ভারত মাতা তুমিও দুঃখিনী। যখনই তোমার বিষয় চিন্তা করি তখনই হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া যায়। তোমার সন্তান-গণের দুর্দ্দশা ভাবিলে প্রাণে আর কিছু থাকে না! তোমা হইতে যে সভ্য-সমাজের এত উন্নতি, তুমি আজ তাহাদের পদানত! ভাবিলে অন্তরে বিষম আঘাত লাগে। তুমিও না, রোমের ন্যায় এককালে স্বাধীন ভাবে জীবন ধারণ করিতে;

তোমারও সন্তানগণ এককালে রণসাজে সাজিয়া এই ধরাধামে অতুল বীরত্বের কীর্ত্তিসমূহ সম্পন্ন করিয়াছে এবং প্রথমে তোমার সন্তানগণের বিদ্যায় দিগচয় সৌরভিত হইয়াছিল ও এখনও হইতেছে। তোমার তুল্য তখন কে এত সৌভাগ্যবতী ছিল? তখন কি ধর্ম্মে, কি জ্ঞানে, কি বিদ্যায় কেহই তোমার সমকক্ষ ছিল না। হায়! মাত, তোমার সে সুখের দিনগত হইয়াছে; এখন দুঃখের দিন উপস্থিত। তোমার সন্তানগণের সে বিদ্যার গৌরব নাই, সে বুদ্ধির তীক্ষ্ণতা নাই, সে জ্ঞানের মর্যাদা নাই, সে রণ প্রভাব নাই। এখন তাহারা হীনবীর্য্য, নীচাশক্ত ও মনের প্রফুল্লতাবিহীন হইয়াছে। তোমার বর্ত্তমান অবস্থা ভাবিলে পূর্ব্বে যে তুমি এরূপ ছিলে, কখনও মনে স্থান পায় না। হা প্রাচীন আর্য্যগণ! তোমরা এক্ষণে কোথায়? তোমাদিগের সে বিশুদ্ধ হিন্দু ধর্ম্মই বা কোথা? আর তোমাদিগের সে পবিত্র, মহান মনোভাবই বা কোথা? হায়! সেই প্রাচীন আর্য্য সংস্থাপিত পবিত্র হিন্দুধর্ম্মের বিষয় চিন্তা করিলে হত-জ্ঞান হইতে হয়। বর্ত্তমান ভারতবাসীর আচার ব্যবহার দর্শনে মনে আশ্চর্য্য ও ঘৃণার উদয় হয়! একটী জনের মনে আর সে বিশুদ্ধ ভাবের উদয় হয় না। সোণার ভারত আজই কালিমাময়! হা মাত! তুমি কি আর নয়ন উন্মীলিত করিবে না? আর কি ফুল্ল মনে হাস্য করিয়া তোমার সন্তানগণের মনে আনন্দ দান করিবে না? হায়! তুমি কি চীরকালের জন্য এই ভাবেই নিদ্রা যাইবে? তোমার সন্তানগণের দুরাবস্থা চক্ষে দেখিবে না? হেজননি! কুপুত্র হইলে, মা কি কখনও রাগ করিতে পারে। উঠ মা! তোমার সন্তানেরা অবিরত ক্রন্দন

করিতেছে, তুমি তাহাদিগকে ক্রোড়ে করিয়া মধুর ভাবে শান্তনা কর! না মা না, তোমাকে আমি কিছু বলিতে চাহি না!' তুমি এই ভাবেই চিরকাল নিদ্রা যাও! আর চক্ষু মেলিয়া সন্তানগণের দুষ্কার্য্য দেখিয়া নয়ন অপবিত্র করিও না! তাহাদের কার্য্য-কলাপ নয়নে দেখিলে ভয়ে চক্ষু মুদিতে ইচ্ছা করে, মনে ভাবিলে বিষম ঘৃণার উদয় হয়, ভারতে আছি ভাবিলে পলাইতে ইচ্ছা করে। যাক্, কালেতে সোণার ভারত ছার খার যাক্। যাক্ কাল বসে ভারতবাসী উৎসন্ন যাক্। যাক্ কালের স্রোতে ভারত ডুবিয়া যাক্! আর না, আর কখন ভারতের বিষয় ভাবিবনা! আর কখনও ভারতের দুর্দ্দশা দেখিয়া কাঁদিব না! তাহারা বুঝেও বুঝে না! তাহারা শুনেও শুনে না! তাহারা দেখেও, দেখে না। কালেতে ভারতের এত দুর্দ্দশা! আবার কালেতে কতই হবে না জানি!

হেথায় একবার মিলিত রাজ্যের ও ইংলণ্ডের প্রতি দৃষ্টিক্ষেপ কর। পূর্ব্বে যাহাদের অস্তিত্ব পর্য্যন্ত সভ্য জাতির কর্ণগোচর ছিল না, দস্যুবৃত্তি যাহাদের জীবন ধারণের উপায় ছিল এবং যাহারা সামান্য পর্ণকুটীরে অতি কষ্টে জীবন অতিবাহিত করিত। সেই জাতির আজই কি আশ্চর্য্য অভ্যুত্থান! তাহারা, পৃথিবীর এমন স্থান নাই, যেখানে গৌরবে রাজ্য স্থাপনে সক্ষম হয় নাই। তাহারা বিজ্ঞান-বলে স্থল জল ও শূন্যে সুখে বিচরণ করিতেছে এবং অতি আশ্চর্য্য আশ্চর্য্য কার্য্য সম্পন্ন করিয়া পৃথিবীর মহৎ উপকার সাধন করিতেছে। অধিক কি, তাহারা কি বিদ্যায়, কি বুদ্ধিতে কি বাণিজ্যে সকল

বিষয়েই পৃথিবীর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ জাতি বলিয়া পরিগণিত হইয়াছে। এবং ভারত মাতা শ্রান্ত, ক্লান্ত, দুর্দ্দশাগ্রস্ত হইয়া যে জাতির আশ্রয় গ্রহণ করিয়া নিদ্রিতা আছেন। তাহারা কালেতে অবনত ছিল, এবং কালেতেই এত উন্নত হইয়াছে। কালের প্রভাব অসীম।০

যেইখানে দেখিছ ঐ উচ্চ হিমাচল।
ঐ খানে ছিল কভু বারিধির জল॥

কোন কবি কহিয়াছেন—

এই যে দেখ চারু ধরা, চন্দ্র সূর্য্য গ্রহ তারা,
কালেতে হয়েছে সব, কালে পাবে লয়।
কাল-গতি কাছে কারো অব্যাহতি নাই॥

যে খানে অতলস্পর্শ সমুদ্র ছিল, কালেতে সেখানে আজ শিখরধারী ভূধর বিরাজ করিতেছে; আবার আজ যেখানে উন্নত মস্তকা পর্ব্বত শ্রেণী দেখিতেছি, কালেতে হয় ত গভীর জলনিধি সেই স্থান অধিকার করিবে! হায়, যে স্থানে আজ অস্পর্শ্য বালুকা রাশিতে পূর্ণ, সেস্থান নাকি কালেতে শৈত্য-গুণধারী নীরে আবৃত ছিল। ভাবিলে হত বুদ্ধি হইতে হয়। হায়, ইহা অপেক্ষা আর কি আশ্চর্য্যের বিষয় হইতে পারে?

আমরা পুস্তক পাঠে অবগত হই, যে ভূ-তত্ত্ববিৎ পণ্ডিতেরা হিমালয় পর্ব্বতে একটি বৃহৎ কূর্ম্মের আবরণি দেখিয়া, নির্দ্দেশ করিয়াছেন যে, যে হিমালয় পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্বোচ্চ, সেইখানে এককালে সমুদ্র ব্যতীত আর কিছুই ছিল না। সেইরূপে সাহারা মরু, যাহা পৃথিবীর মধ্যে অতিশয় উষ্ণ স্থান বলিয়া পরিগণিত, এককালে সেই স্থান সমুদ্র জলে আবৃত ছিল।

এই যে জীব-বৃক্ষলতাদি পূর্ণা সুখময়ী ধরণী, এই যে সর্ব্বহিত-কারী জ্যোতিঃ প্রধান সহস্রকর, এই যে নয়ন-রঞ্জক হৃদয়ানন্দদায়ী শশধর ও তৎসহচরী তারাবলী, যাহারা এককালে ছিল না, তাহারা কালেতে উৎপন্ন হইয়াছে, আবার কালে-তেই ধ্বংস প্রাপ্ত হইবে। তখন কোথায় কি রহিবে? তখন কিছুই থাকিবে না। কাল-প্রভাবে সকলই ধ্বংস পাইবে! তাই বলিতেছি বৃথা মান, বৃথা ধন, বৃথা গৌরব! ভাবিয়া দেখিলে সকলই বৃথা। ধন, জন, যৌবনের গর্ব্ব করা বৃথা। কালেতে পাইয়াছি, আবার কালেতে হারাইব। কেন এ দেহের এত অহঙ্কার? যাহা আজ এত সুন্দর দেখাইতেছে, কাল আবার ভস্মরূপে পরিণত হইবে! বৃথা কেন এজীবন ও দেহের এত অহঙ্কার? যাহা কালেতে পাইয়াছি, আবার যাহা কাল ক্রমে নিবিয়া যাইবে!

এদিকে দাসী বিজয়ের নিকট হইতে ফিরিয়া আসিলে, মধুমতী তাহাকে কহিল:—কি বিশ্বদিদি, বিজয় শুনে কি বল্লে?

বিশ্ব—বিজয় মহারাজের কথা শুনে অত্যন্ত ভীত হলো এবং আমাকে বল্লে যে, কমলবালার সখী যা বলেছে তাই বিধেয়। অতএব আমি আজ রাত্রেই পলায়ন কর্ব্বো। তবে দুঃখের বিষয় এই যে, যাবার সময় কমলের সঙ্গে দেখা হলো না।

কমলবালা বিজয়ের পলাইবার কথা শুনিয়া অত্যন্ত মর্ম্মা-হতা হইল এবং রোদন করিতে লাগিল। মধুমতী ও দাসী অনেক বুঝাইতে লাগিল। কমল একটু শান্ত হইলে দাসী

তথা হইতে প্রস্থান করিল।—মধুমতী অনেক ক্ষণ পর্য্যন্ত কমলকে নানারূপ বুঝাইল, কহিল:—দেখ সখি; বিজয় যে পলায়ন কল্লে, তাতে তুমি এত কাতর হচ্ছ কেন? আর বিজয় যদি এখানে থাকে, তাহলে যে কি ভয়ানক বিপদ ঘট্‌বে, তা ত শুন্‌লে। এখন বিজয় যাক্, তার পর আবার পাবে তাতে ভাবনা কি? সখি, বিপদে ধৈর্য্য অবলম্বন করাই উচিত। এখন অনেক রাত হয়েছে, তবে আমি চল্লাম। এই বলিয়া মধুমতী প্রস্থান করিল। রাত্রে কমলের নিদ্রা হইল না। বিজয়ের চিন্তাতেই মগ্ন রহিল। রজনী ক্রমে প্রভাত হইলে, কমলবালা; শয্যা ত্যাগ করিল। সেই বিজয়ের চিন্তাই মনে জাগিতে লাগিল, চক্ষে জল আসিল, কমল কাঁদিতে কাঁদিতে কহিতে লাগিল:—হায়, আজ এখন বিজয় কোথা রইল! এক রাত্রের মধ্যে বিজয় আম হতে হয় ত কত দূরে গিয়ে পড়েছে। আহা মরি! রাত্রে পথ হাঁটিতে শীতে কত কষ্টই হয়েছে, চরণে কত আঘাতই লেগেছে! হায়! পুনঃ যদি দেখা হয়, তবেই সে দুঃখের কাহিনী শুন্‌বো! নইলে বুঝি এই শেষ হলো। হা! প্রাণেশ্বর, এ হতভাগিনী কি তোমার সে সুন্দর মুখখানি আর দেখ্‌তে না? আর কি তোমার সেই মধুর কথাগুলি শুন্‌বে না? আর কি তুমি সেইরূপে প্রিয়ে বলে সোহাগ করে আমায় চুম্বন কর্‌বে না? হায়, সকলই কি শেষ হলো? সব আশা কি ভেঙ্গে গেল, অভাগীর মনের দুঃখ মনে রইলো, আশা পূর্ণ হলো না! আহো! হৃদয় জ্বলে গেল, আর ত সহ্য হয় না। উঃ, বিরহ কি বিষম ব্যাপার। আমি কেমন করে

তাহা সহ্য করে জীবন ধারণ কর্ব্বো! না, তা পারবো না। নিশ্চয়ই আমাকে বিজয়ের শোকে প্রাণ ত্যাগ কর্ত্তে হবে! এরূপে দু তিন দিন গত হইলে মহারাজ বিজয়ের সন্ধান লইয়া অবগত হইলেন যে, বিজয় কোথায় পলায়ন করিয়াছে। পরে একদিবস মন্ত্রীকে কহিলেন।—এখন উপায়? বিজয় ত এখান থেকে পালায়ন করেছে।

মন্ত্রী—আরও ত সুবিধা হয়েছে। বিনা চেষ্টায় শত্রুদমন, বিজয়কে এখান থেকে তাড়ানই আপনার উদ্দেশ্য ছিল। কিন্তু তাহা ত সফল হয়েছে। এখন যাতে আপনার কন্যা বিদর্ভ-রাজ-পুত্রকে বিবাহ কর্ত্তে স্বীকৃতা হয়, সে বিষয়ের চেষ্টা করা কর্ত্তব্য।

মহারাজ—হাঁ মন্ত্রী, তুমি যা বলেছ, আমি তাই কর্ব্বো।

মহারাজ সভা ভঙ্গ হইলে অন্তঃপুরে আসিলেন, এবং মহিষীকে কহিলেন, দেখ প্রিয়ে, কমলবালা যাতে বিদর্ভ-রাজ পুত্রকে বিবাহ কর্ত্তে চায়, তাহা আজ কর্ব্বে। তুমি কমল-বালাকে বুঝ্যে বলবে এবং যাতে সে বিজয়ের আশা ত্যাগ করে এই প্রস্তাবে সম্মত হয়, সে বিষয়ে বিশেষ চেষ্টা কর্ব্বে। আর একান্তই যদি সে আমার কথা না শুনে, তাহলে আমি আর ওরূপ কন্যার মুখ দেখবো না। এই আমার দৃঢ় প্রতিজ্ঞা।

রাজ্ঞী—নাথ, আপনি যা আমায় বল্লেন, আমি তাহাই কর্ব্বো। কিন্তু কমলবালাকে আমি অনেক বুঝায়ে দেখেছি, সে কিছুতেই অপরকে বিবাহ কর্ত্তে চায় না। অতএব আপনার এরূপ-প্রতিজ্ঞা-বদ্ধ হওয়া উচিত হয় নি।

মহারাজ—প্রিয়ে, তুমি যা বল্লে সব বুঝলাম। কিন্তু যে সন্তান পিতার অবাধ্য, সে কি সন্তান-পদবাচ্য হতে পারে? অতএব অমন কন্যা না থাকিয়া মরাই ভাল। তুমি একবার বলে দেখ্‌বে, সম্মত হয় ভালই, না হয় সে উচিত মত শাস্তি পাবে”। মহারাজ, এই বলিয়া স্নানার্থ তথা হইতে চলিয়া গেলেন। ক্রমে বেলা অপরাহ্ণ হইলে। মহারাজ সভাগৃহে চলিয়া গেলেন। মধুমতী কমলবালা উভয়ে বসিয়া বিজয়ের বিষয় আলোচনা করিতেছে এমন সময় রাজমহিষী যাইয়া ধীরে তথায় উপস্থিত হইলেন;

রাজ্ঞী—তোমরা দুজনে বসে কি কচ্ছ। বাছা মধুমতী, তুমি কমলকে একবার বুঝিয়ে বলদেখি। আমার কথা ত কমল শুনে না। মহারাজ বলেছেন যে, তাঁর কথা না শুনলে, তিনি আর কমলের মুখ পর্য্যন্ত দেখবেন না। তা আমি কি করি বল। তিনি কমলের প্রতি অত্যন্ত রাগান্বিত হয়েছেন। আমি তাঁহাকে কত বল্লাম, কিন্তু তিনি কিছুই শুনেন না;

মধু—সখি কি বল;

কমল—কিছুই বলি না। বিজয় ব্যতীত এজীবনে অন্যকে মনে স্থান দিব না। ইহাতে যদি আমাকে মর্ত্তে হয়, তাও আমার সুখের বিষয়।

রাজ্ঞী—(স্বগতঃ) দেখছি কমলের দৃঢ় পণ। তা আমার বলাই বৃথা। (প্রকাশ্য) তবে কি কমল একান্তই মহারাজের কথা শুন্‌বে না?

কমল—মা. তুমি আর বারে বারে আমাকে ও সব কথা

জিজ্ঞাসা করো না। এই কথা শ্রবণ করিয়া রাজ্ঞী প্রস্থান করিলেন।

সায়ং কাল উপস্থিত দেখিয়া মহারাজ সভা ভঙ্গ করিয়া অন্তঃপুর মধ্যে ফিরিলেন। আহারাদি সম্পন্ন করিলেন এবং কিঞ্চিৎ রাত্রি হইলে শয়ন করিলেন। রাজ্ঞী ভাবিতে লাগিলেন এখন মহারাজ কমলের বিষয় জিজ্ঞাসা করিলে কি উত্তর দিব? কমল ত কিছুতেই সম্মত হলো না। হায় মা হয়ে এখন কেমন করে সন্তানের কষ্ট চক্ষে দেখব?" ইত্যাদি চিন্তা করিতেছেন, এমন সময় মহারাজ রাজ্ঞীকে কহিলেন—প্রিয়ে, কমলকে বলে ছিলে? এই কথা শ্রবণ করিয়া রাজ্ঞী কিছুই উত্তর করিলেন না।

মহারাজ—বুঝেছি। বারে বারে পিতৃ বাক্যের লঙ্ঘন, অমন অবাধ্য কন্যাকে সমুচিত শাস্তি প্রদান করা বিধেয়।

রাজ্ঞী—মহারজ শান্ত হোন। কমল আমার ছেলে মানুষ তার দোষ কি আপনার ধরা উচিত? আচ্ছা, আমি আর একবার তাকে বুঝিয়ে বল্‌বো, যাতে সে আপনার কথা শুনে। কিন্তু নাথ আপনাকে জিজ্ঞাসা করি, এক জনকে তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে কাজ করান কি যুক্তিসিদ্ধ?

মহারাজ—যুক্তিসিদ্ধ হউক বা না হউক, তাতে কিছু আসে যায় না। যে, পিতার আজ্ঞা পালন না করে, সে সন্তান বলে কখনও পরিগণিত হইতে পারে না। অতএব আর কমল আমার কন্যা নয়। যে পিতৃ আজ্ঞা পালনার্থে দাশরথি অযোধ্যার রাজ সিংহাসন ত্যাগ করে জটাবল্কল ধারণ করতঃ চতুর্দ্দশ বর্ষ কঠোর বন বাসে গিয়াছিলেন, যে পিতৃ আজ্ঞা পালনার্থ সুধন্বা বিলম্ব বশতঃ প্রফুল্ল মনে হরিগুণ গান. কর্ত্তে

কর্ত্তে উত্তপ্ত তৈলে জীবন বিসর্জ্জন কর্ত্তে গিয়েছিলেন, যে পিতৃ আজ্ঞা পালনার্থ পরশুরাম অম্লান-বদনে কুঠারাঘাতে মাতার মস্তক ছেদন করিয়াছিলেন' যে পিতৃ আজ্ঞায় পঞ্চমবর্ষীয় শিশু বৃষকেতু, প্রফুল্ল মনে করপত্রাঘাতে জীবন বিসর্জ্জন করেছিল, এবং যে পিতার মনস্তুষ্টি সম্পাদনার্থ দেবব্রত, ভীষণ প্রতিজ্ঞা হেতু পরিশেষে ভীষ্ম নামে অভিহিত হয়েছিলেন; সেই পিতার আজ্ঞা যে লঙ্ঘন করে, তার তুল্য নরাধম আর, হতে পারে? অতএব এর শস্তি ভোগ কর্তেই হবে।

রাজ্ঞী—মহারাজ, আমার কমল কষ্ট যে কিরূপ তা জানে না। অতএব আপনি তাকে শাস্তি দেবেন, তা সে কেমন করে সহ্য কর্ব্বে? তা সে পার্ব্বে না। আমি আপনার চরণ ধরে বল্‌ছি, আপনি তাকে ক্ষমা করুন। এই বলিয়া রাজ্ঞী মহারাজের চরণ ধরিল।

মহারাজ—কেন তুমি এত ব্যগ্র হোচ্ছ? আমি তাহাকে ক্ষমা কর্ব্বো না। অতএব তুমি আমার পা ছেড়ে দাও। এই বাক্যে রাজ্ঞী মহারাজের চরণ পরিত্যাগ করতঃ বিষণ্ণ মনে শয্যায় শয়ন করিলেন।

পর দিবস মহারাজ মন্ত্রীকে কহিলেন—দেখ মন্ত্রী, আমার কন্যা এ বিষয়ে কিছুতেই সম্মত হলো না অতএব তুমি, যাতে শীঘ্র একটী কারাগার প্রস্তুত হয়, সে বিষয়ে বন্দোবস্ত কর। আমি সেই কারাগারে পিতৃ আজ্ঞা অপমান কারিনী পাপমতি কন্যাকে জন্মের মত আবদ্ধ করে রাখবো। আর কখনও তাহার মুখ পর্য্যন্ত দেখবো না।

মন্ত্রী—যে আজ্ঞা।

রাজাজ্ঞায় শীঘ্রই প্রসাদের সন্নিধানে একটী কারাগার প্রস্তুত করা হইল। এবং কমল বালা পিতার আদেশক্রমে সেই কারা গৃহে যাইয়া বাস করিতে লাগিল। মধুমতী মনে মনে ভাবিল— সখী কারাগারে এরূপে বাস কর্‌বে ইহা কখনও হতে পারে না। কারণ পাছে সখী মনের দুঃখে জীবন ত্যাগ কর্ল্লে, কি কোথায় বৈরাগ্য হেতু চলে যায়। আমি কাছে থাকলে তাহা পারবে না! উভয়ে নানা কথাবার্ত্তার সুখে কাল কাটাতে পারবো, আর সখীকে বুঝিয়ে ক্ষান্ত করে রাখতে পার্‌বো। বিরহ জ্বালাকে বিশ্বাস কি? লোকে এর জন্যে সবই কর্ত্তে পারে। তাতে সখী মনের দুঃখে প্রায়ই বলে থাকে, এ জীবন আর রাখ্‌বো না। ইত্যাদি রূপ চিন্তা করিয়া মধুমতী সর্ব্বদাই কমলের নিকট থাকিত কেবল স্নান ও আহার করিতে বাটী আসিত। হয় ত কোন কোন দিন সেই স্থানেই আহার করিত আর বাটীতে আসিত না।

এইরূপে কিছুদিন গত হইলে বসন্ত কাল, পূর্ণিমা রজনী। রাত্রি গভীরা, চারি দিক নিস্তব্ধ। ধরা কৌমুদীবসন পরিহিতা হইয়া যেন হাস্য করিতেছেন, শশিকর তরুপরে ও তটিনীর সৈকত পুলিনে পতিত হইয়া মনোহর চাকচিক্য সম্পাদন করিয়াছে। দক্ষিণ বায়ু ধীরে ধীরে প্রবাহিত হইয়া কখন তরু পত্র কাঁপাইতেছে, কখন ক্ষীণ-প্রাণা লতিকাকে যেন সোহাগ ভরে দোলাইতেছে, কখন তরঙ্গিনীর দেহ কাঁপাইয়া যেন রসিকতা ছলে নিদ্রা ভঙ্গ করিয়া দিতেছে, আবার কখনও বা বসন্ত পুষ্প গন্ধ রূপ উপহার প্রদানে প্রেমিক প্রেমিকার মনোতুষ্টি সম্পাদন করিতেছে। পৌর্ণমাসী শশধর তারকামণ্ডলে পরিবেষ্টিত হইয়া

নভোপরে মনোহর ভাবে শোভা পাইতেছে। সরোবরে পতি-সোহাগিনী-কুমুদিনী প্রস্ফুটিতা হইয়া এক দৃষ্টে নিশানাথের পানে চাহিয়া রহিয়াছে এবং শশী, প্রিয়ার ঐকান্তিকতা দর্শনে যেন মৃদুমধুর হাস্য করিতেছে। বসন্তসখ পিকবর, চন্দ্রিকাশালিনী রজনীকে দিনমান জ্ঞান করিয়া অর্দ্ধ তন্দ্রিতাবস্থায় মধুর কুহু-রব করিয়া হৃদয়ে আনন্দ জমাইতেছে। এমন সুখের নিশায় সকলেই সুখী কেবল বিরহী ও তস্করের মন দুঃখিত। চারিদিক নিস্তব্ধ সকলেই সুখে নিদ্রা যাইতেছে। কেবল কোথায় প্রেমিক প্রেমিকা একত্রে উপবেশন করতঃ এক হৃদয় এক প্রাণ হইয়া প্রকৃতি সতীর মোহিনী মূর্ত্তি দর্শন করিয়া নয়ন পরিতৃপ্ত করিতেছে কোথাও জ্যোতির্ব্বিদ্ একাকী বসিয়া গ্রহাদির বিষয় নির্দ্দেশ করিতেছেন কোথাওবা কবি বসিয়া প্রকৃতির অপরূপ শোভা-দর্শনে মনের জ্বালা ঘুচাইতেছে, আবার কোথাওবা মহান্ ভাবুক দার্শনিক, নির্জ্জনে বসিয়া কতই ভাবিতেছে, কতই চিন্তার ঢেউ আসিয়া হৃদয়ে আঘাত করিতেছে আহা! যে ভাবুক সেই বুঝিল সে আঘাত কিরূপ যে আঘাত ভাবুক জনের হৃদি-তট নিয়তই ভাঙ্গিয়া ভাঙ্গিয়া শেষে হৃদয় শূন্য করে! সে চিন্তানল হৃদয়ে জ্বলিলে আর কখনও নিবে না! যাহার শরীরে প্রবেশ করে একবারে দেহ ছারখার করিয়া দেয়! এবং যাহার আগমনে শান্তি দেবী চির তরে অন্তর্হিতা হয়! উঃ সেই বিষম চিন্তা। বলিতে ও হৃদয়ে ভীতির উদয় হয়। সকল ব্যাধির প্রধান ব্যাধি চিন্তা, এ ব্যাধির উপশম নাই। যতদিন দেহে জীবন থাকিবে, ততদিন মন চিন্তানলে পুড়িতে থাকিবে।

"চিন্তা-বিষে মন যার জরে একবার।
নিরুপায় সেই জন বুঝিলাম সার॥"

তাই বলিতেছি, যদি কেহ এ পৃথিবীতে দুঃখী থাকে, যদি কাহারও মন তুষানলে পুড়িতে থাকে, তবে সে জন হতভাগ্য চিন্তাযুক্ত মনুষ্য ব্যতীত আর কেহ নয়! যদিও তাহাকে উপরে হাসিতে দেখ যদিও তাহাকে শোভিত হইয়া বেড়াইতে দেখ, যদিও সে বিলাসী হয়; তথাপি সে দুঃখী, অধিক কি যদি কেহ দেখিতে ইচ্ছা কর, তাহার হৃদয় বিদীর্ণ করিয়া দেখ যে, তুষানল তাহার হৃদয়কে ভস্মে পরিনত করিয়া গুমে গুমে নিয়তই জ্বালাইতেছে অন্তরে একবিন্দু হাসির গন্ধ নাই! যদি থাকে তাহা দুঃখের, হৃদয়ে কালিমাময়-ভস্ম, তাহার কিছুমাত্র শোভা নাই! সে উপরে হাসে বটে, ভিতরে হাসে না, সে জলে দেহ শিক্ত করে বটে, কিন্তু তাহার হৃদয় কখন শিক্ত হয় না; সে যতই প্রফুল্ল হইতে চেষ্টা করুক না কেন, তাহার অন্তর সর্ব্বদা কাঁদিতেছে! হায়! চিন্তা যাহাকে আশ্রয় করিয়াছে, তাহার সকল সুখের মূলোচ্ছেদ হইয়াছে! সে জীবিত হইয়াও মৃতের প্রায়! অয়ি চিন্তে, তুমি জীবকে যত কষ্ট দাও, এত আর কেহ দিতে পারে না। তুমি কাহাকেও অহর্নিশি অশ্রুবিসর্জ্জন করাইতে করাইতে, জীর্ণ শীর্ণ অবস্থায় পরিণত করিয়াছ, কাহাকেও উদাসীনবেশে সাজাইয়াছ, কাহাকেও পাগলবেশে ঘুরাইয়া নিয়া বেড়াইতেছে. আবার কাহাকেও বা অসহ্য পীড়নে ইহ জগৎ ত্যাগ করাইয়াছ। ধন্য চিন্তে! তোমার ক্ষমতা অসীম! কোন প্রাচীন পণ্ডিত এক সময়ে বলিয়া ছিলেন যে

চিতা ও চিন্তার মধ্যে, চিন্তাই প্রধান ; কারণ চিতা নির্জ্জীবকে দহন করে, কিন্তু চিন্তা জীবিতকে দগ্ধ করিয়া ফেলে। কমল-বালা স্বপ্নে দেখিল যেন বিজয় তাহার নিকটে আসিয়া, তাহার সহিত কথা কহিতেছে এরূপ স্বপ্ন দেখিতে দেখিতে কমলবালার নিদ্রা ভঙ্গ হইল। কমল শয্যার উপরে উঠিয়া বসিলে, ক্রমে মন প্রাণ অস্থির হইয়া উঠিল। কমল গৃহ হইতে বাহিরে আসিয়া বসিল, এবং বাসন্তী পূর্ণিমার অপরূপ-শোভা দেখিয়া মনে মনে ভাবিতে লাগিল :—আহা স্বভাবের শোভা কি মনোরম! হেরিলে হৃদয় মন বিগলিত হয়! যদি এ দুঃখময় ধরায় বিমল আনন্দ কিছুতে থাকে, তাহা এই সুখদায়িনী নিসর্গের শোভা। কিন্তু হায়! বিজয়-বিহনে আজ ইহাও আমার পক্ষে সুখকর হইল না। অদৃষ্টের ফল কে খণ্ডিবে বল? আমি যদি হতভাগিনীই না হবো, তবে কেন আজ পিতা আমাকে পরিত্যাগ করবেন? কমলবালা বসিয়া ইত্যাদিরূপ চিন্তা করিতেছে, এদিকে মধুমতীর ঘুম ভাঙ্গিয়া গেলে, দেখিল কমল তাহার পার্শ্বে নাই। মধুমতীর মনে ভয় হইল ; ভাবিল সখী কোথায় গেল এবং মধুমতী "সখি সখি" করিয়া ডাকিল।

কমল—কেন সখি? এই যে আমি বাইরে।

মধু—বাইরে কি হচ্ছে?

কমল—কিছু হচ্ছে না। এই বসে আছি।

মধুমতীও যাইয়া কমলের পার্শ্বে উপবেশন করিল। উভয়ে কিছুক্ষণ নিস্তব্ধভাবে বসিলে, মধুমতী বলিতে লাগিল—আহা! রাত্রিটী কি সুন্দর। আজ বিজয় থাক্‌লে সখি, তোমার

কতই আনন্দ হতো। কিন্তু বিধাতা তোমার কপালে সে সুখ লেখেন নি!

কমল—আর সখি! দুঃখ করেই বা কি হবে! ইহা ত মনুষ্যের হাত নয়; ইহা জগৎপাতা পরম পিতার ইচ্ছা। তিনি আমাদের যে ভাবে রাখেন, আমাদের সেই ভাবেই থাকতে হবে। তবে মনে বড় আশা ছিল, বিজয়কে বিবাহ করে সুখে কাটাবো; কিন্তু তাহা এ অভাগীর অদৃষ্টে ঘট্‌লো না! কি কর্‌বো? কপালে দুঃখ আছে, তাই দুঃখ পাচ্ছি!

মধু—সখি, তুমি যা বল্লে তা সত্য। নিজ নিজ অবস্থায় সন্তুষ্ট হয়ে জীবন ধারণ করার চেয়ে আর কিছুতে এত সুখ নেই। কিন্তু ইহা অতি অল্প লোকেই পারে, এবং সহিষ্ণু লোকেরই ইহা সম্ভবে; কিন্তু এ গুণটী অতি বিরল, তাই বলছি ইহা অতি অল্প লোকেরই সাধ্য। যদি তুমি সেই সহিষ্ণুতা গুণকে আশ্রয় করে, কষ্টকে সহ্য করতঃ সন্তোষে জীবন কাটাতে পার, তার চেয়ে আর কি ভাল হতে পারে? লোক ইচ্ছা করেই দুঃখী হয়, আবার ইচ্ছা করেই সুখী হতে পারে। কিন্তু তুমি কি সখি পার্ব্বে? বিরহজ্বালা বড় বিষম জ্বালা! হতাশ প্রেমিকে বলে থাকে বটে, প্রেম ত্যাগ কর্ব্বো। কিন্তু তাহা কতক্ষণের জন্য? বিচ্ছেদ-বাণ হৃদয়ে হান্‌লে আর সে ভাব থাকে না। তাই বলছি সখি, তুমি কি পার্ব্বে।

কমল—সখি, যা বলে তা ঠিকবটে। যখনই মনে বৈরাগ্যের সঞ্চার হয়, তখনই ইচ্ছা হয় যে এ প্রেমের আশা ত্যাগ করে সন্ন্যাসিনী হয়ে বনে গিয়ে বাস করিগে, আর সুখের আশায় কাজ নাই। কিন্তু বিজয়কে মনে পড়িলে, আর সে

ভাব থাকে না। সেই প্রেমের বিষম হুতাশন হৃদয়ে জলে উঠে! তখনই ইচ্ছা হয় যে প্রাণত্যাগ করে সব জ্বালা ঘুচাই! কিন্তু বিজয়কে আবার পাব, আবার বিজয়কে নিয়ে সুখী হবো এই আশায় এ অসহ্য যাতনা সয়ে এখনও বেঁচে আছি!

মধু—সখি, এস এখন শোয়া যাগ্ গে। আর ও সব কথায় কাজ নেই। এইরূপ কথোপকথনের পর উভয়ে গৃহমধ্যে যাইয়া শয়ন করিল।

সপ্তম অধ্যায়।

এদিকে বিজয় সেই দাসভাবেই জীবন অতিবাহিত করিতেছে, কিন্তু বিলাসবতী যে অবধি বিজয়কে দেখিয়াছিল সেই অবধি অতি মনের কষ্টে দিনপাত করিতে ছিল। কি উপায়ে বিজয়কে পাইবে কেবল তাহাই ভাবিত এবং দিবারাত্র বিজয়ের চিন্তায় রত থাকিত। তাহাতে দিন দিন বিলাসবতীর দেহ ক্ষীণ, ও মলিন হইয়া যাইতেছিল। লজ্জা ভয়ে কিছুই প্রকাশ করিতে পারিত না। কেবল লুকায়িত ভাবে থাকিয়া বিজয়ের মূর্ত্তিখানি দেখিয়া মনকে তৃপ্ত করিত, এবং নির্জ্জনে যাইয়া সেই মূর্ত্তি স্মরণ করিয়া রোদন করিত। ক্রমে গ্রীষ্ম-ঋতু আসিয়া দেখা দিল। একদিবস মধ্যাহ্নকালে দিবাকর

প্রখর কর-জাল বিস্তার করিয়া পৃথিবীর উপর আধিপত্য বিস্তার করিতেছেন। তরু-রাজী উত্তাপে অবনত মস্তক, লতিকাগণ ভূমে লুটাইয়া পড়িয়াছে। সকলেরই মলিন বদন! কেবল সরোবরে হাস্যমুখী পতি প্রেমাকাঙ্ক্ষিনী নলিনী সুখিনী। বিহগ-কুল ভীত-চিত্তে-বৃক্ষশাখার অন্তরালে বসিয়া নিস্তব্ধে কাল হরণ করিতেছে, কেহবা মৃদুস্বরে একটু একটু শব্দ করিতেছে। গো মহিষাদি পশুগণ তপন তাপে চরিতে অক্ষম হইয়া তরু-মূলে আশ্রয় করিতেছে। পান্থগণ শ্রান্ত ক্লান্ত-কলেবর ও পিপাসাযুক্ত হইয়া পথ পার্শ্বস্থ অশ্বত্থ বট প্রভৃতি বৃক্ষের ছায়ায় বসিয়া শৈত্য-সুখ অনুভব করিতেছে। সকলেই নিজ নিজ কার্য্য হইতে বিশ্রাম গ্রহণ করিয়াছে। কষ্টসহিষ্ণু, শ্রমপটু চাষী এখন হল চালনে বিরত হইয়া বিশ্রাম-সুখ লাভ করিতেছে। কেবল হতভাগ্য চাতক পিপাসাকাতর হইয়া মনের দুঃখে বারিদ-কাছে "স্ফটিকজল স্ফটীকজল" শব্দ করিয়া বারি প্রার্থনা করিতেছে; কিন্তু হায়! কেহই তাহার কথায় কর্ণপাত করিতেছে না। গৃহস্থ বাটীর মেয়ে ছেলেরা আহার করিয়া গৃহের কপাট জানালা বন্ধ করতঃ সুখে নিদ্রা যাইতেছে। বাটীর পার্শ্বে একটী আম্র কাটালাদি বৃক্ষের বাগান ছিল। বিজয় এমন সময় উক্ত উদ্যান মধ্যে, একাকী একটী রসাল তরু-মূলে উপবেশন করিয়া নানা প্রকার চিন্তা করিতে ছিল। বিজয় অনেকক্ষণ ভাবিতে ভাবিতে শেষে একটী দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া ধীরে ধীরে কহিতে লাগিল:—হায়! সেই এক দিন, আর এই এক দিন! আমি এককালে পিতার কত আদরের ধন ছিলাম। কিন্তু হায়! আজ আমাকে দস্যু-হস্তে ভৃত্যবৃত্তি কর্‌তে হচ্ছে, আবার না জানি

আরও কত হবে। উঃ; মানুষের ভাগ্যে কখন যে কি ঘটে তাহা বলা যায় না। আমি ছেলেবেলায় কত পোষাক পরিচ্ছদ পরিয়া কতই আমোদ আহ্লাদ করে বেড়িয়েছি। কিন্তু হায় আমার সে সুখের দিন আজ কোথায়? আমিই বা কোথা রইলাম, আর যার জন্য আমার এত কষ্ট সেই দুঃখিনী কমল বালাই বা কো'থা রইলো? আহা! এ সব ভাবলে আর বাঁচ্‌তে সাধ থাকে না। হা, হতভাগিনি কমলবালা! তুমি কেন আমাকে ভালবেসে ছিলে? যদি তুমি আমাকে ভাল না বাসিতে, তাহাহইলে আমাকে এত কষ্ট পেতে হত না আর তুমি রাজ-মহিষী হয়ে আজ কত সুখ উপভোগ কর্‌তে। তুমি আমাতে প্রেম স্থাপন করে আমাকে কষ্ট দিলে ও নিজেও কষ্ট পেলে। আমি যে কষ্ট পাচ্ছি তাতে আমার দুঃখ নাই; কারণ আমার ন্যায় হতভাগ্য যদি সুখী হবে তবে কে এ পৃথিবীতে দুঃখী থাকবে? কিন্তু তুমি যে কষ্ট পাচ্ছ, সেই দুঃখে আমার হৃদয় সর্ব্বদা ফাটছে! আহা! না জানি তুমি কত কষ্টেই জীবন ধারণ কচ্ছ। যদি কখনও দেখা হয়, যদি কখনও ঈশ্বর করেন তোমায় পাই, তবে উভয়ে এ মনের দুঃখ কহিব। কিন্তু হায়! পরমেশ্বর কি এমন দিন কর্ব্বেন যে, আমি তোমায় পাব? হা, প্রাণেশ্বরি কমলবালা! তোমার সেই মুখখানি দেখবো? আবার কি তোমার সহিত সেইরূপ প্রাণখুলে কথা কইতে পাব? আবার কি তুমি প্রেমভরে সেইরূপে বাহুলতায় আমার গলদেশ ধারণ করবে? সে সুখের দিন আবার কি হবে? না, না, আর হবে না! বুঝি সকলই এজন্মের মত ফুরায়েছে। সেই ভালবাসা, সেই প্রেমের আশা সবই শেষ হয়েছে। এখন

অসহ্য বিচ্ছেদ জ্বালায় জ্বলিতেই কেবল বেঁচে আছি। প্রিয়ে, আর কি তোমার সে বিধু-মুখে সুধার হাসি দেখে নয়ন-মন পরিতৃপ্ত কত্তে পার্ব্বো না? আর কি তোমায় প্রেমভরে আদর করে প্রাণেশ্বরী বলে ডাকৃতে হবে না? হা অদৃষ্ট! সকল সাধ কি ভেঙ্গে গেছে? এখন কি শুধু মরতেই বাকি আছে? তবে কেন মরণ হয় না? তবে কেন মৃত্যু আমায় ভুলে আছে? আমার মত ভাগ্যহীন লোকের মরণেই মঙ্গল। কিন্তু তা কৈ ঘটে? যদি কমলবালা আমার হবে না, যদি আমি তার হব না, তবে কেন সে আমায় ভাল-বেসে ছিল? তবে কেন আমি তাকে ভালবেসে ছিলাম? উ বুঝেছি! এ সকল কেবল মনুষ্যকে কষ্ট দেবার জন্য; আর কিছুই নয়।

বিলাসবতী উপরের ঘর হইতে দেখিল বিজয় একাকী উদ্যানে বসে আছে। দেখিয়া মনে মনে ভাবিতে লাগিল— এসময় সকলেই নিদ্রিত, কেহই এখন বাইরে নেই। অতএব আমি এই সময় ব্রজর কাছে গিয়ে আমার মনোগত কথা প্রকাশ করে বলিগে। আর যাকে নইলে বাঁচবো না, তার কাছে লজ্জা করে কি হবে? এ রকম লজ্জা করে আজ কত দিনত কেটে গেল, এখনও কিছুই প্রকাশ কত্তে পাল্লাম না। আর না এখন লজ্জা পরিত্যাগ করে ফুটে বলিগে; দেখি সে কি করে? বিলাসবতী ইত্যাদিরূপ চিন্তা করিয়া উপর হইতে নিম্নে নামিয়া আসিল এবং বাহিরের উদ্যানে যাইয়া প্রবেশ করিয়া ক্রমে বিজয়ের নিকটবর্ত্তী হইয়া শুনিল, বিজয় আপন মনে কি বলি-তেছে। বিলাসবতী শুনিবার জন্য থামিয়া দাঁড়াইল দুই একটি

কথা কর্ণে প্রবেশ করিতে লাগিল তাহাতে কিছুই বুঝিতে পারিল না। বিজয় বকিতে নিবৃত্ত হইয়া পশ্চাৎ দিকে ফিরিয়া চাহিল। দেখিল, দস্যুপতির কন্যা বিলাসবতী তাহার পশ্চাতে দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। বিজয় মনে মনে ভাবিল, এর কারণ কি এবং সভয়ে জিজ্ঞাসা করিল :—তুমি অমন করে দাঁড়ায়ে রহেছ কেন? এখানে তোমার দরকার কি?

বিলাসবতী—ব্রজ, তুমি আপনা আপনি ও সব কি বল্‌ছিলে?

বিজয়—(দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া) ও সব কিছু নয়। বলি, তুমি এখানে অমন করে দাড়িয়ে আছ কেন?

বিলাস—ব্রজ, আমি তোমাকে কিছু কথা জিজ্ঞাসা কর্ব্বো। তা তুমি বল্‌বে তো?

বিজয়—হাঁ, বলবার হয়তো, বলতে পারি।

বিলাস—তোমায় দেখলে আমার বোধ হয় যে, তুমি কোন উচ্চবংশে জন্মেছ এবং একজন গুণসম্পন্ন লোক। তোমার পরিচয় ও তুমি কেমন করে এখানে এলে আমার শুন্‌তে বড় ইচ্ছা হয়। ব্রজ, তুমি বল; ভয় করো না।

বিজয়—সে সবে দরকার কি? আমি তোমাদের চাকর বইত নয়।

বিলাস—ব্রজ, আমি তোমায় বড় ভালবাসি। তুমি আমায় সব বল, তাতে তোমার কিছু ক্ষতি হবে না। বরং যাতে তোমায় আর চাকর থাকতে না হয় এবং যাতে তুমি সুখী হও, সে বিষয় আমি চেষ্টা কর্ব্বো।

বিজয়—(স্বগতঃ) যদি পরিচয় বলে দাসত্ব হতে মুক্তিলাভ

কর্‌তে পারি, তবে এখনই পরিচয় প্রদান কর্ত্তে রাজি আছি। আর একে পরিচয় দিলে, তত ক্ষতি কি? এ অরণ্যে আর কে আছে? এবং এখানে থাক্‌লে কমলবালার খবর কিছুই জানতে পারবো না। লোকালয়ে থাকলে লোকের মুখেও কিছু না কিছু শুন্‌তে পাব। (প্রকাশ্যে) তুমি বল্লে যে যদি আমি তোমাকে আমার বিষয় ব্যক্ত করে বলি, তাহলে তুমি আমাকে দাসত্ব হতে মুক্ত করবে। যদি বাস্তবিকই তুমি এরূপ মনে করে থাক, তবে আমি এখনই তোমাকে সব বল্‌ছি। এই বলিয়া বিজয় বিলাসবতীকে আদ্যোপান্ত সমস্ত কহিল এবং বলিল যে, আমার নাম ব্রজ নয়, বিজয়।

বিলাসবতী—(কিয়ৎকাল নিস্তব্ধে থাকিয়া) হায়! ভেবে-ছিলাম পিতাকে বলে তোমাকে বিবাহ করে পরম-সুখে বাস কর্ব্বো। কিন্তু কৈ তাহা ঘটলো না। আর তোমার ন্যায় লোকের অনুগ্রহ, যে সেনাপতির পুত্র ও নানা গুণযুক্ত এবং যাহার প্রেমাকাঙ্ক্ষিণী রাজ-দুহিতা, কেমন করে আমার ন্যায় নির্গুণা, কুৎসিতা নারী প্রার্থনা কর্ত্তে সাহস কর্ব্বে? আমি যখন তোমায় বলেছি' তখন অবশ্যই তোমাকে এ অবস্থা থেকে মুক্ত কর্ব্বো। কিন্তু হায়! তোমায় না দেখে কেমন করে বেঁচে থাকবো? যখন তোমায় মনে পড়বে তখন যে প্রাণ কেঁদে উঠবে। হায়! যদি তোমায় না পাব তবে কেন তোমায় দেখে ছিলাম? তবে কেন তুমি এখানে এসেছিলে? হে বিজয় তুমি কি আমার কষ্ট দেখবে না? তোমার জন্যই কি আমার চীর জীব—ন জ—লি—ত্তে হ—বে? বলিতে বলিতে বিলাস-বতী অচৈতন্য হইয়া ভূতলে পড়িয়া গেল।

বিজয়—(তদ্দর্শনে) সর্ব্বনাশ! একি হলো? এই বলিয়া দৌড়িয়া গিয়া উদ্যান-মধ্যস্থ পুষ্করিণী হইতে হস্তে করিয়া জল আনিয়া বিলাসের মুখে দিল এবং একটী বৃক্ষশাখা ভাঙ্গিয়া তদ্দারা বাতাস করিতে লাগিল। কিছুক্ষণ পরে বিলাসবতী একটু সুস্থির হইয়া ধীরে ধীরে উঠিয়া বসিল। বিলাস-বতী বিজয়ের মুখের পানে তাকাইল, পরে অবনত মস্তক হইয়া শুধু কহিল :—উঃ! বুঝিলাম।

বিজয়—কেন বিলাসবতী, তুমি কি বুঝলে? আমি ত তোমায় কিছুই বলি নি।

বিলাস—না বিজয়, তোমার কিছু দোষ নেই, সকলই আমার অদৃষ্টের দোষ! এই বলিয়া বিলাসবতী অশ্রুপাত করিতে লাগিল।

বিজয় তাহা দেখিয়া আর থাকিতে পারিল না। বিলাস-বতীকে নিজ ক্রোড়ে তুলিয়া লইয়া চক্ষের জল মুছাইয়া দিল। পরে সস্নেহে একটী মধুর চুম্বন করিয়া কহিতে লাগিল :—হায়! যখন হৃদয় প্রেমের জ্বালায় জ্বলিতেছে, তখন আরো জ্বলুক! তাতে ভয় করি না। কেমন করে এমন কোমল প্রাণে ব্যাথা দেবো তা পারবো না। এক জনকে হৃদয়ে স্থান দিয়ে ছিলাম, না হয় দুজনকে দিলাম। একজনের জ্বালায় জ্বলছিলাম না হয় দুজনের জ্বালায় জ্বলবো? তথাচ কাহাকেও বিমুখ করতে পারবো না প্রিয়ে বিলাস ভেবো না। যদি অভাগার সুখোদয় হয় তবে তুমিও সুখিনী হইবে। আমি, তোমার মত প্রণয়নীকে হৃদয়ে স্থান না দিয়া থাকতে পারলাম না। অতএব আমি যে তোমায় ভালবাসি নে, ইহা মনে ভেবে আর দুঃখিতা হয়ো না

বিলাস—(ঈষৎ হাসিয়া) এত দিন যার প্রেমের ভিখারিণী, এত দিন যার সোহাগের কাঙ্গালিনী, এতদিন যার আলিঙ্গনের পাগলিনী, এত দিন যার বিরহের দুঃখিনী, আজই আমি তার ক্রোড়ে বসে। আহা! আমার আজ কি সুখের দিন! নাথ, আজ আমার সকল জ্বালা ঘুচলো, আজ আমার সকল সাধ পূর্ণ হলো। আহা! প্রেম কি মধুর জিনিষ! তাই প্রেমিক জনে প্রেমের জন্য কিছুকেই গ্রাহ্য করে না! অধিক কি নিজের জীবনকেও তুচ্ছ জ্ঞান করে।

বিজয়—আহা প্রাণেশ্বরি! তোমার কথাগুলি শুনে আমার মনে বড় সুখোদয় হলো; তুমিও আমার কমলবালার ন্যায় সুখদায়ীনী! আমি দুঃখ করে আমাকে হতভাগ্য বলে থাকি। কিন্তু এমন সব সর্ব্বগুণ সম্পন্না, রূপবতী নারী যাহার হৃদয়-তোষিণী, তখন তাহাকে কি বলে ভাগ্যহীন বলা যেতে পারে? না, আমি বড় সৌভাগ্যশালী।

বিলাস—নাথ, বিকাল হয়েছে। তবে এখন যাই। পিতাও নিদ্রা ত্যাগ করে উঠেছেন। এখনই কে হয়ত দেখতে পাবে। আবার কাল দুপুর বেলা আস্‌বো। নাথ, আমি আজ তোমার কাছে যে সুখে ছিলাম, তাহা কখনও এ জীবনে ভুলিতে পারিবো না।

বিজয়—তবে তাই এস। তোমায় ছেড়ে দিতে মন চাহে না। তবে মনে রেখো। তোমাদের চাকর হয়ে আমি যে তোমার প্রেম পাত্র হইলাম ইহা আমার সৌভাগ্যের বিষয়। আর যদি তাই আমার দোষ থাকে, সেই জন্য আমায় মাপ করো।

বিলাস—কেন প্রাণেশ্বর, মিছা আর বাক্যবাণে বিদ্ধ কর? তোমার ভালবাসার পাত্রী হইলাম, না জানি আমি কত তপস্যাই করেছি। এই বলিয়া বিলাসবতী চলিয়া গেল।

বিজয়ও নিজ কার্য্যে রত হইল। দেখিতে দেখিতে দিবা অবসান হইয়া রাত্রি আসিয়া উপস্থিত হইল। ক্রমে রাত্রি অধিক হইলে বাটীর সকলেই আহারাদি সম্পন্ন করিয়া শয্যায় শয়ন করিলে বিলাসবতী, যখন দেখিল সকলেই শয়ন করিয়াছে, তখন নিজ গৃহের দরজা খুলিয়া বাহিরে আসিল এবং ক্রমে নিম্নে গিয়া বিজয়ের ঘরের নিকট আসিয়া উপস্থিত হইল। বিজয়ের নিদ্রা হয় নাই। বিজয় শুইয়া শুইয়া বিলাসবতীর চিন্তা করিতে ছিল। এমন সময় বিলাসবতী যাইয়া দরজায় ধীরে ধীরে ঘা মারিল।

বিজয়—কেও?

বিলাস—দরজা খুলুন।

বিজয়—(দরজা খুলিয়া) কি প্রিয়ে, আবার এ রাত্রিতে এখানে আসা কেন? কি হয়েছে?

বিলাস—প্রাণেশ্বর, তোমায় ছেড়ে কি আমি থাকৃতে পারি।

বিজয়—প্রিয়ে আমার এ কদর্য্য শয্যায় তুমি কেমন করে শয়ন করিবে?

বিলাস—নাথ, তোমার সহিত যদি আমি বৃক্ষতলে থাকি, তাতেও আমার সুখ, আর যদি তোমার বিহনে আমি অট্টালিকা উপরে পালঙ্কে নিদ্রা যাই তাতেও দুঃখ। তবে কেন প্রাণেশ্বর, বৃথা আমায় ও সব কথা বলছ?

বিজয়—এস, তবে ঘরের ভিতর।

বিলাসবতী গৃহমধ্যে প্রবেশ করিলে, বিজয় দ্বার রুধ্য করিয়া দিল এবং উভয়ে শয্যায় শয়ন করিল।

বিজয়—আহা! কমলবালার সহিত সেই সুখে উভয়ে নিদ্রা যেতাম, আর আজ তোমার সহিত সুখে শুয়ে আছি। ধন্য রমণীর সম্মিলন! ইহা যার ভাগ্যে ঘটেনি তার জীবনই বৃথা!

বিলাস—নাথ, তুমি বৃথা স্ত্রীলোকের প্রশংসা করো না। বাস্তবিকই রমণীরা পুরুষদের অপেক্ষা সর্ব্ববিষয়ে অধম। তা ত কথাতেই বলে, স্ত্রীলোকের গুরু হচ্ছেন স্বামী।

বিজয়—যদিও এরূপ কথিত আছে বটে, তথাচ রমণীরা পুরুষ অপেক্ষা প্রশংসনীয়। স্ত্রীই হচ্ছে পুরুষের ভাগ্য-স্বরূপা নারীরা পুরুষ অপেক্ষা অনেক গুণ বিভূষিতা হয়ে থাকে, ইহা পরমেশ্বর কর্তৃক নিয়োজিত হইয়াছে।

বিলাস—ওসব থাক্। নাথ, আজকের মতন তুমি রোজ দুপুর বেলা বাগানে থেকো। আমি ঠিক ঐ সময়ে তোমার কাছে আসিব।

বিজয়—প্রিয়ে, তোমার প্রেমালাপ পাব, ইহাত আমার সুখের বিষয়, বলিয়া বিজয় নিস্তব্ধ হইল। ক্রমে উভয়ে নিদ্রিত হইল। রজনী শেষে বিলাসবতী বিজয়ের গৃহ হইতে আসিয়া নিজ গৃহে শয়ন করিল। প্রভাত হইলে, সকলেই নিদ্রা ত্যাগ করিল। তৎসঙ্গে বিলাসবতী শয্যা ত্যাগ করিল। বিজয় উঠিয়া নিজ কার্য্যে রত হইল। বেলা অধিক হইলে বিজয় কার্য্য শেষ করিয়া স্নান করিতে গেল। স্নান করিয়া আসিয়া আহার করিয়া কিছুক্ষণ পরে বাগানে যাইয়া বিলাস-

বতীর জন্য বসিয়া অপেক্ষা করিতে লাগিল। এ দিকে বাড়ীর সকলেই বিশ্রামার্থ শয়ন করিয়াছে দেখিয়া বিলাস বতী বাগানে আসিয়া দেখিল, বিজয় সেই গাছটীর তলায় বসিয়া আপন মনে কি ভাবিতেছে। বিলাসবতী ধীরে ধীরে আসিয়া বিজয়ের নিকট উপস্থিত হইল এবং ঈষৎ হাস্য করিয়া কহিল :—কি নাথ, কি ভাবচেন?

বিজয়—(হাসিয়া) এই তোমাকেই ভাবছি।

বিলাস—আজ অতিশয় গরম পড়েছে।

বিজয়—প্রিয়ে, এস বাতাস করছি।

বিলাস—কালত নাথ বাতাস করেছেন। তাওত্ বাকি নেই।

বিজয়—আবার কেন, আবার কেন সেকথা। যখন, তোমার সে অবস্থার কথা মনে পড়ে, তখনই আমার হৃৎকম্প হয়। তুমি কাল আমাকে যে ভয় দেখিয়েছ, তা জন্মে কখনও ভুলবো না।

বিলাস—নাথ, ও সব কথা যাক্। যাতে দুঃখ হয় সে সব কথায় কাজ নেই। এই বলিয়া বিলাসবতী বিজয়ের পার্শ্বে উপ-বেশন করিলে, বিজয় বিলাসের গলদেশ ধারণ পূর্ব্বক সেই সুন্দর মুখে একটী মধুর চুম্বন করিল। বিলাসবতীও অমনি বাহুপাশে বিজয়কে আলিঙ্গন করিলে এইরূপ আলিঙ্গিত ভাবেই উভয়ে নিস্তব্ধে বসিয়া রহিল। বেলা অপরাহ্নে বিলাসবতী উদ্যান হইতে বাটী মধ্যে আসিল বিজয়ও নিজ কার্য্যেরত হইল।

এইরূপে কিছু দিবস কাটিয়া গেলে, এক দিন সকালে বিলাসবতী বাটী সম্মুখস্থ পুষ্পোদ্যানে ফুল তুলিতেছে, এমন সময় শুনিতে পাইল, পূর্ব্বোক্ত বাগান মধ্যে কিসের শব্দ হই-তেছে। ফুল কয়টী হাতে করিয়া কিঞ্চিৎ অগ্রবর্ত্তী হইয়া

দেখিল যে, বিজয় উদ্যান মধ্যে কতকগুলি কাষ্ঠখণ্ড ছেদন করিতেছে। বিলাসবতী ধীরে ধীরে আসিয়া তথায় উপস্থিত হইয়া দেখিল বিজয়ের গাত্র ঘামে শিক্ত হইয়াছে এবং কপাল হইতে বিন্দু বিন্দু ঘর্ম্ম পড়িতেছে। বিজয়ের কষ্ট দেখিয়া বিলাসবতীর অত্যন্ত দুঃখিতা হইল এবং বিজয়কে কহিল :—থাক্, তোমার আর কাঠ চেলা করে কাজ নেই। উঃ! এত কষ্ট কি কখনও সহ্য হয়।

বিজয়—(থামিয়া দাঁড়াইয়া) ভাই, তা কেমন করে পার্ব্বো? কাঠ না কাটিলে তোমার পিতা আমাকে তিরস্কার কর্ব্বেন।

বিলাস—আর তোমাকে সে তিরস্কার ভয় কর্ত্তে হবে না। আর আমি তোমার কষ্ট দেখতে পারি না! এত দিন কেবল, তোমার বিহনে কেমন করে বেঁচে থাক্‌বো, সে জন্য তোমার কোন উপায় করিনি। কিন্তু আজ তোমার কষ্ট দেখে মর্ম্মে যে কি বিষম ব্যথা পেলাম তা বল্‌তে পারি নে। না, আর আমার সুখে কাজ নেই! আর আমি তোমায় নিয়ে সুখে বাস করতে চাইনে! আজ রাত্রিতেই আমি তোমাকে এখান থেকে অন্য স্থানে রেখে আস্‌বো।

বিজয়—প্রিয়ে, আমি কষ্টকে তুচ্ছ জ্ঞান করি। কেবল কমলবালার জন্যই আমি এখান থেকে যেতে চাই। নইলে আমি তোমায় পেয়ে বড় সুখী হয়ে ছিলাম কিন্তু তাহাও আমার ভাগ্যে অধিক কাল স্থায়ী হইল না! এখানে থাকলে কমলের খবর কিছুই জানা যায় না। বরং দেশের মধ্যে থাকলে লোকের মুখে কিছু না কিছু শুনতে পাব। কিন্তু আবার এদিকে তুমি কষ্ট পাবে, তাই ভাবছি কি করি।

বিলাস—নাথ, তুমি আর এখানে থেকে বৃথা কষ্ট পেও না। যদি ঈশ্বর করেন সুদিন পাও, তবে যেন এ দাসীকে মনে পড়ে। আজ রাত্রিতেই তুমি সেজে ঠিক হয়ে থাকবে। আমি তোমাকে গুপ্ত ভাবে এখান থেকে দেশ মধ্যে রেখে আসবো। তবে এখন চল্লাম এই বলিয়া বিলাসবতী প্রস্থান করিল।

বিজয়, কর্ত্তব্য কাজে অবহেলা করা উচিত নহে বিবেচনা করিয়া, কাষ্ঠগুলি সমস্ত কাটিল এবং অন্যান্য কাজ শেষ করিয়া কার্য্য সমাপন পূর্ব্বক স্নান আহার হইলে শয্যায় শয়ন করিল। নিদ্রা হইতে উঠিয়া বিজয় বসিয়া ভাবিতেছে। এমন সময় বিলাসবতী তথায় আসিয়া উপস্থিত হইয়া বিজয়কে কহিল।— প্রাণেশ্বর, অমন করে চুপ করে বসে রয়েছেন কেন? তোমার মনে কি বড় দুঃখ হয়েছে? আমি তোমায় দেখতে ছিলাম। আহা আর তোমার ও মোহনরূপ দেখতে পাব না! তাই আমি তোমার ও সুন্দর মুখখানি একবার শেষের দেখা দেখতেছিলাম। এই বলিয়া বিলাসবতী তথা হইতে প্রস্থান করিল।

দাসী—(আসিয়া) ব্রজ, চুপ করে বসে রয়েছ যে? কাজ করছ না? এখনই যে কর্ত্তা মশাই এসে বকবেন।

বিজয়—এই যে কাজ করি। তবে শরীরটা অসুখ মত কচ্ছে, তাই বসে আছি। এই কথা শুনিয়া দাসী প্রস্থান করিলে

বিজয় উঠিয়া নিজ কার্য্যে রত হইল। পরে রাত্রে আহারাদি শেষ করিয়া গাত্রবস্ত্র প্রভৃতি সব ঠিক করিয়া লইয়া বিলাসবতীর অপেক্ষা করিতে লাগিল। এদিকে বিলাসবতী, বাটীর সকলে নিদ্রিত হইলে, ধীরে ধীরে আসিয়া বিজয়কে ডাকিল।

বিজয়—প্রিয়ে, এসেছ? আমি প্রস্তুত হয়ে আছি।

বিলাস—নাথ, তবে আমার সঙ্গে আস্তে আস্তে আসুন।

বিজয়—হাঁ যাচ্ছি। তবে চল।

বিলাসবতী অগ্রে অগ্রে যাইতে লাগিল এবং বিজয় তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিল। ক্রমে উভয়ে আসিয়া অশ্বশালার নিকট উপস্থিত হইলে বিলাসবতী বিজয়কে কহিল:—নাথ, এখানে একটু দাঁড়ান। আমি একটা ঘোড়া বাহির করি। এই বলিয়া বিলাসবতী অশ্বশালা হইতে একটী অশ্ব বাহির করিয়া আনিল এবং বিজয়কে অগ্রে তাহাতে চড়িতে বলিল। বিজয় অগ্রে চড়িলে পর, বিলাসবতী অশ্বের সম্মুখে বসিয়া অশ্ব চালনা করিতে লাগিল। অশ্ব শীঘ্রই অরণ্য পরিত্যাগ করিয়া সেই ময়দানে আসিয়া পড়িয়া ক্রমে ময়দান অতিক্রম পূর্ব্বক গ্রামের প্রান্ত সীমায় একটী রাস্তার ধারে আসিয়া পৌঁছিল।

বিলাসবতী কহিতে লাগিল নাথ! এইত্ গ্রামে এসেছি। এই রাস্তা ধরিয়া এখন যেখানে ইচ্ছা গমন করিতে পারবেন আপনার আর কোনও ভয়ের কারণ দেখতেছি না।

বিজয়—প্রিয়ে, তবে ঘোড়াটী থামাও। আর তোমার অধিকদূর যাইবার আবশ্যক করে না।

বিলাসবতী অশ্বটাকে থামাইয়া নিজে অগ্রে নামিল এবং পরে বিজয় নামিল। উভয়ে কিছুক্ষণ নিস্তব্ধে দাঁড়াইয়া রহিল। পরে বিলাসবতী বিজয়কে কহিল:—নাথ, এই কয়টী টাকা লও, আপনার প্রয়োজন মত খরচ করিবেন। এই বলিয়া বিলাসবতী বিজয়ের হাতে কতকগুলি মুদ্রা প্রদান করিল।

বিজয়—(মুদ্রা কয়টী গ্রহণ করতঃ) ভাস্‌তে ভাস্‌তে এসে এক প্রকার কুল পেয়েছিলাম। বিলাস তোমায় পেয়ে বড়ই সুখী হয়ে ছিলাম। কিন্তু তা ত্ থাক্‌তে পারলাম না! এখন আবার ভাস্‌তে ভাস্‌তে কোথায় যে যাবো, তার কিছুই জানিনে যদি কখনও দিন পাই, তবেই মনের আশা পূর্ণ হবে। না-হলে বুঝি এই শেষ হইল! হায়, আমি বড় হতভাগ্য। আমায় ভালবেসে একজন দুঃখানলে দগ্ধ হইতেছে, আবার তুমি কেন ইচ্ছা করে সেই জ্বালায় জ্বলিলে? তোমরা আমার আশায় রইলে। হায়! অভাগা কি তোমাদের সে আশা কোন কালে পূর্ণ কর্‌তে পার্‌বে? এমন দিন কি কখনও হবে?

বিলাস—নাথ, বৃথা বিলাপে আর প্রয়োজন নাই। এখন যাবার উদ্যোগ করুন। যা হবার তা হয়েছে।

বিজয়—সবই বুঝি। তবে মন যে কিছুতেই প্রবোধ মানে না! যাবার সময় তোমায় একবার প্রাণভরে আলিঙ্গন করি। বিলাসবতীও বিজয়কে বাহুলতায় বেষ্টন করিল। কিছুক্ষণ এই ভাবে থাকিয়া বিলাসবতী রোদন করিতে লাগিল এবং বিজয়ও আর থাকিতে না পারিয়া অশ্রু বিস-র্জ্জন করিতে আরম্ভ করিল। উভয়ে উভয়ের স্কন্ধে মস্তক রাখিয়া এইরূপে অনেকক্ষণ রোদন করিয়া পরে উভয়েই ক্রন্দন সম্বরণ পূর্ব্বক নেত্র-জল মুছিয়া ফেলিল এবং বিজয় বিলাসবতীকে কহিল:—প্রিয়ে! তোমার সঙ্গে আমার যেদিন প্রথম আলাপ হয়, সেই এক দিন! আর এই এক দিন! এরূপ কত ব্যাথাই যে পেয়েছি। আরও না জানি কত পাবো। প্রাণেশ্বরি, আর বৃথা কেন রোদন কোচ্ছ? ধৈর্য্য ধারণ কর।

বিলাস—নাথ! মনে রেখো ভুলো না। আমার এই মাত্র ভিক্ষা।

বিজয়—(বিলাসকে চুম্বন করতঃ) তবে চল্লাম। যদি বেঁচে থাকি, যদি কখনও আবার দেখা হয়, তবে এ মনের দুঃখ বলিব! নাহলে বুঝি এই শেষ! হা অদৃষ্ট!

এইরূপে বিজয় বিদায় গ্রহণ করতঃ রাস্তায় যাইয়া উঠিয়া চলিতে আরম্ভ করিল। বিলাসবতী সেই খানে দাঁড়াইয়া বিজয়কে দেখিতে লাগিল; কিন্তু অন্ধকার বশতঃ বিজয় শীঘ্রই অদৃশ্য হইয়া গেলে বিলাসবতীও নিজ ঘোটকে আরোহণ করিয়া দ্রুত অশ্ব সঞ্চালন পূর্ব্বক গৃহে উপস্থিত হইয়া ঘোটকটী অশ্বশালায় পুনরায় রুদ্ধ পূর্ব্বক ধীরে ধীরে যাইয়া নিজ গৃহে প্রবেশ করিয়া শয্যায় শয়ন করতঃ গভীর চিন্তায় মগ্ন হইল। অনেকক্ষণ এইরূপে ভাবিয়া একটী দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করতঃ কহিতে লাগিলঃ—হায়! আজ আমি প্রাণধন হৃদয়-রত্নকে কোথায় বিসর্জ্জন দিয়ে এলাম! এখন কেমন করে না দেখে বাঁচবো! যখন হৃদয় বিষের জ্বালায় জ্বলে উঠবে, তখন কার কাছে গিয়ে প্রাণ জুড়াব! হায়! আজ বিজয় বিহনে সকলই যেন আঁধার বলে বোধ হচ্চে! আমি দৈববশে অমূল্য নিধি হাতে পেয়ে ছিলাম; কিন্তু হায়! স্বেচ্ছায় তাহা হারালাম। এখন কি কর্ব্বো! কার মুখ দেখে দুঃখ দূর কর্ব্বো। হায় প্রাণেশ্বর! আর কি তোমায় পাব না? আর কি তোমার সে সুন্দর মুখখানি দেখবো না? বোধ হয় তোমায় জন্মের মত হারালাম! বুঝি আর কখনও দেখা হবে না! না জানি কি ফলে তোমার ন্যায় সর্ব্বগুণসম্পন্ন সুপুরুষকে

পেয়েছিলাম! কিন্তু হায়! আবার কেন কপাল দোষে হারালাম? হা! প্রাণেশ! এতক্ষণ কত দূরে গিয়েছ এবং এই নিরাশ্রয় অবস্থায় আকুল প্রাণে কতই ভাবিতেছেন! হায়! আমি আমার গৃহে শুয়ে আছি বটে, কিন্তু প্রাণেশ্বর অভাগিকে ছেড়ে চলে গেছে এবং সেই সঙ্গে আমার মন পাখীও উড়ে চলে গেছে; কেবল আমি এখানে একা পড়ে আছি! আমার ইচ্ছা হচ্ছে—যাই, আর একবার ঘোড়ায় চড়ে দ্রুতবেগে গিয়ে তাঁর সঙ্গে দেখা করে আসিগে ও তাঁহার সেই প্রেমোলিঙ্গন লাভ করিগে, যাহা এ জীবনে আর কখনও ঘটবে না, বা আর কখনও পাব না! হায়। নাথ, আমায় কাঁদাবার জন্যই বুঝি তোমার এখানে আগমন হয়ে ছিল? নাহলে কেন তুমি আমার হলে না? প্রথমে দেখা দিয়ে মন প্রাণ মজালে, পরে প্রেমসুধা দানে তুষিয়া, শেষে অকুলসাগরে ফেলে চলে গেলে! এখন কেমন করে তোমার বিচ্ছেদে বেঁচে থাক্‌বো! হায়, অধিকক্ষণ যাকে না দেখিলে প্রাণ অস্থির হতো, এখন কেমন করে তাহার অদর্শন যাতনা সহ্য কর্ব্বি? হায়! সকলই কি আমার অদৃষ্টের দোষ! মানুষের প্রাণে সবই সহ্য হয়। এই বলিয়া বিলাসবতী নিরব হইল।

এদিকে বিজয় সমস্ত রাত্রি পথ চলিয়া রজনী প্রভাত হইলে পাছে দস্যুদের কাছে থাকিলে তারা তাহার সন্ধান পায়; এই ভয়ে বিজয়, অত্যন্ত পরিশ্রান্ত হইয়াও ক্রমাগত চলিতে লাগিল। বেলা যখন দ্বিপ্রহর তখন বিজয় চলিতে বিরত হইল। এবং দস্যুপ্রদেশ হইতে বহু অন্তহৃত হইয়াছি এখন আর কোন ভয়ের কারণ নাই ইহা স্থির করিয়া একটী পুষ্করিণীতে স্নান করিল

এবং মোদকের দোকানে কিছু মিষ্টান্ন ভক্ষণ করতঃ জলপান করিল কিছুক্ষণ সেই স্থানে বিশ্রাম করিয়া পরে সূর্য্যের প্রখরতা কিছু হ্রাস হইলে পুনরায় গমন করিতে আরম্ভ করিয়া বিজয় কিছু রাস্তা গমনের পর একটী ক্ষুদ্র নদীর ধারে আসিয়া উপস্থিত হইল। রাস্তাটীর একধার দিয়া নদীটী প্রবাহিত হইতেছে এবং অপরদিকে নানাবিধ শস্যের ক্ষেত্র সকল রহিয়াছে। আর বেলা নাই দেখিয়া বিজয় সেই নদীর ধারে একটী বৃক্ষ-তলে উপবেশন করিল। দিনমণির আরক্তিম দেহ-ছটায় পশ্চিমাকাশ মনোহর শোভার স্থল হইয়া উঠিল। সুবর্ণাভ-রবি-কর বৃক্ষ-পত্রে ও তরঙ্গিণী-নীরে পতিত হইয়া সকলই যেন সিন্দুর ময় "করিয়া তুলিল। ধীর পবন মৃদু মৃদু প্রবাহিত হইয়া জীব হৃদয়ে আনন্দ দিতেছে. কল্লোলিনী কল কল রবে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বীচিমালা তুলিয়া বারিধিরাভিমুখে ধাবিত হইতেছে। ক্ষেত্র সমূহে জীবনোপায় নানাবিধ শস্য শোভা পাইতেছে। বায়স সন্ধ্যাগতে দ্রুতবেগে শূন্যপথে নীড়াভিমুখে প্রয়াণ করিতেছে, নানাবিধ পক্ষিগণ বৃক্ষসমূহে কলরব করিতেছে। ক্রমে দেখিতে দেখিতে দিবাকর অস্তাচল গুহাশায়ী হইলে আকাশে দুই একটী তারকাফুল প্রস্ফুটিত হইল। এবং দুই একটী উঁকি মারিতেছে। কৃষকগণ হলস্কন্ধে মাঠ হইতে বাটী ফিরিতেছে। গোপালকের গাভী সমূহ তাড়াইয়া লইয়া বাটী আসিতেছে। শ্রমজীবিগণ পরিশ্রমে বিরত হইয়া বাটী অভিমুখে গমন করিতেছে। কাননে নানাবিধ কুসুম-কলিকা প্রস্ফুটিত হইল। মধুপগণ ধ্বান্ত-বশতঃ মধু-আহরণে ক্ষান্ত হইয়া নিজ চক্রে ফিরিয়া আসিতেছে। গ্রামে দেবালয়ে

ঝাঁঝর ঘণ্টাদি আরতিবাদ্য বাজিতে লাগিল। পুরস্ত্রীগণ লক্ষ্মীদেবীর সম্ভাষণার্থ আনন্দে শঙ্খ-ধ্বনি করিতে লাগিল। বিলাসিনী রমণীগণ পতির মনোরঞ্জন করিবার জন্য কত মতেই অঙ্গ সৌষ্ঠব সাধন করিতে লাগিল। ছোট ছোট বালক বালিকা ধূলা-খেলা করিয়া বাটী যাইয়া কেহ মা, কেহ বাবা ইত্যাদি বলিয়া হাসিয়া পিতা মাতার ক্রোড়ে ঝাপাইয়া যাইল। পিতা মাতা সন্তানের মুখে সেই সুধার হাঁসি দেখিয়া চুম্বন করিতে লাগিল। আহা! শিশুর হাসি কি মনোহর! হেরিলে মনে অতুল আনন্দের উদয় হয়। ইহা যুবকের হাসি নয়, ইহা যুবতীর হাঁসি নয়! যাহা হেরিলে প্রেমিক প্রেমিকা কতই ব্যস্ত। হায়! সে হাসি? সুখকর নয়! যাহা হেরিলে প্রাণ জ্বলিয়া উঠে, যাহা প্রেমিক হৃদয়কে বিষম দহনে দগ্ধ করে! তখন কেমন করিয়া তাহাকে সুখকর বলিব? হা! সে হাসিকে ধিক্! কেন তাহাতে মন ভুলে? আহা মরি! সুখের শৈশব জীবন! তুমি ধন্য! শিশুগণ কতই সুখে সুখী থাকে। মন সরল, পবিত্র এবং সর্ব্বদা প্রফুল্ল। তাহারা কপটতা কাহাকে বলে জানে না, শঠতা তাহাদের হৃদয়কে কখনও স্পর্শ করিতে পারে না, শত্রুতা তাহাদের মনে স্থান পায় না। তাহারা চিন্তা-বিষে কখনও জ্বলে না, বিরহ আগুনে কখনও দগ্ধ হয় না, তাহারা মধুর-ভাব ভিন্ন আর কিছুই জানে না। হায়! একাল যে হারাইয়াছে, তাহার সকল সুখের আশাই লোপ হইয়াছে! যে যতই সুখী হইতে চেষ্টা করুক না কেন, শিশুকালের বিমল আনন্দ কখনও অন্য কালে মিলিবে না। যে কালের যা, সে কালের তা! কালেতেই

আসে, আবার কালেতেই যায়। কার এমন ক্ষমতা যে তাহা ধরিয়া রাখিবে?

বিজয় বসিয়া আছে, এমন সময় একজন কৃষককে লাঙ্গল কাঁধে করিয়া সেখান দিয়া গমন করিতে দেখিয়া, বিজয় তাহাকে কহিল ;—ওহে ভাই! এখান কোনও অতিথিশালা আছে কি, বলতে পার?

কৃষ—(সদয়ভাবে) অতিথিশালা আছে বটে, কিন্তু তাহা অনেক দূরে। আমি আপনাকে আশ্রয় দিব।

বিজয়—"শুনে বড় সুখী হইলাম" বলিয়া কৃষকের সঙ্গে চলিল।

কৃষ—মহাশয়! কোথা হইতে আসিতেছেন?

বিজয়—আমি সুবর্ণ গ্রামে হইতে আসিয়াছি কি করিব বা কোথায় যাইব তাহার কিছুই স্থির নাই।

কৃষ—যখন কোন ঠিক নাই—তখন কেন এখানে কাজ কর্ম্ম করুন না।

বিজয়—আচ্ছা আমি কাজ করিব যদি তুমি দয়া করে কাজের যোগাড় করিয়া দাও।

কৃষ—কাজের আর অভাব কি? কালই আপনাকে জমীদারের বাড়ী কাজ করে দেবো। "এখন আসুন" এই বলিয়া উভয়ে কৃষকের বাটীতে উপস্থিত হইল এবং সেই রাত্রে সেই-খানেই আহার সমাপন পূর্ব্বক শয়ন করিয়া রহিল পরে প্রভাতে কৃষক বিজয়কে লইয়া জমীদারের বাটী যাইতে যাইতে জিজ্ঞাসা করিল তোমার নাম কি; বিজয় বলিল, আমার নাম মধু।

পরিশেষে সেই কৃষক বিজয়কে জমীদারের বাটীতে লইয়া

গেল, এবং তাঁহাকে অনেক অনুরোধ করিয়া সামান্য দাস-বৃত্তি কর্ম্ম স্থির করিল। বিজয় তাহাতেই সম্মত হইল। কিয়ৎক্ষণ পরে ভূস্বামী বলিল ওহে তোমার নাম কি (তদুত্তরে জানিল মধু) এবং তৎপরে ওহে মধু এই নদী হইতে এক বাঁক জল আন। প্রভু আজ্ঞানুসারে বিজয় বাঁক লইয়া জল আনিতে নদীতে যাইতেছে এমন সময় দেখিল যে কতকগুলি গৃহস্থের বধু, নদীতে জল আনিতে যাইতেছে বিজয় তাহাদের পশ্চাতে ছিল--তন্মধ্যে একজন বলিল—আমরা পুরুষ না হইলে প্রাণে বাঁচিনে কিন্তু তাহারাত তেমন নয়। পুরুষগুলো অতি লম্পট নিষ্ঠুর এবং শঠের শিরোমণি! তাহারা রমণীর প্রাণ হরণ করিয়া, অকুলে ভাসাইয়া পরিশেষে কষ্ট দেয়।

তাহাদের ইত্যাদিরূপে বাক্য শ্রবণে বিজয় মনে মনে কহিতে লাগিল!—বাস্তবিকই এরা যা! বলিতেছে তা ঠিক। আমি একজনকে কত কষ্ট দিয়ে এসেছি, আবার একজনকে প্রাণে কাঁদয়ে এলাম! হায়! পুরুষ যদি পাষাণ হৃদয়ই না হবে, তবে কখনও এমন কাজ কর্ত্তে পারে?

এখন পাঠক মহাশয়! আপনাকে জিজ্ঞাসা করি, এ পৃথিবীতে স্ত্রী ও পুরুষদের মধ্যে কাহারা অধিক দোষী? আমার মতে স্ত্রীগণই অধিক দোষী। কারণ, যাহারা কামবৃত্তির পরবশ হইয়া শত শত অবিশ্বাসের কার্য্য করিতে পারে, যাহারা কোমল হৃদয় বলিয়া বিখ্যাত হইয়া পৃথিবীর মধ্যে কঠিনতম কার্য্য সাধন করিতে পারে, অধিক কি যাহারা নিরীহ নির্দ্দোষ স্বামীর প্রাণ সংহার এবং প্রাণ সম প্রিয়তম পুত্রের বিনাশে আনন্দ প্রকাশ করিতে পারে, তাহাদিগকে দোষী না বলিয়া

কি বলিতে পারি? তাহাদের নিমিত্ত প্রতিনিয়ত কত শত ভয়ানক বিষম ফল এই ধরায় ফলিতেছে তাহার ইয়ত্তা করা যায় না অধিকন্তু অনুপম রূপবতী নারী যে এ পৃথিবীতে কাল-স্বরূপিনী এবং জীবন নাশিনী মরীচিকা স্বরূপা, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই! পাঠক মহাশয়! একবার নুরজাহান, পদ্মিনী, কৃষ্ণকুমারী ও গ্রীসের হেলেনার কথা স্মরণ করুণ। যে পদ্মিনী ও কৃষ্ণকুমারীর জন্য রাজপুতনার কত দুর্দ্দশা এবং যে হেলেনার জন্য আজি সুবিখ্যাত ট্রয় নগরী সমূলে ধ্বংস পাইয়াছিল। তাই বলিতেছি রমণী বড় ভয়ানক বিষময় জিনিষ! তাহাদের দেখিলে মন প্রাণ বিমোহিত হয় বটে, কিন্তু তাহাদের আচার ব্যবহার ভাবিলে মনে বিষম ঘৃণা ও ভয়ের উদয় হয়। যে রমণীর জন্য কত ভয়ানক কার্য্যই হইয়াছে ও কত

* নুরজাহান, ভারতের জাহাঙ্গীর বাদসাহের মহিষী জাহাঙ্গীর তাহার পূর্ব্বস্বামী সের আফগানকে হত্যা করিয়া নুরজাহানকে স্ত্রী রূপে গ্রহণ করেন। চিতোরের পদ্মিনীর রূপে লাবণ্যের কথা শুনিয়া আলাউদ্দীন চিতোর আক্রমণ করতঃ রাজপুতদিগকে অনেক ক্ষতিগ্রস্ত করিয়াছিল। উদয়পুরের রাণার কন্যা কৃষ্ণকুমারীকে লাভার্থ অন্যান্য রাজপুত রাজারা আপনা আপনি বিবাদে প্রবৃত্ত হইয়া রাজপুতনাকে অশান্তির স্থল করিয়া তুলে। গ্রীসের হেলেনার অসামান্য রূপ দর্শনে ট্রয়-রাজ-কুমার তাহাকে লইয়া পলায়ন করেন এবং ইহাতে গ্রীকগণ ক্রুদ্ধ হইয়া ট্রয় আক্রমণ করিয়া একবারে তাহার ধ্বংসসাধন করে।

হইতেছে। যে রমণী-লাভের আশায় সৎ,ক্রমে অসৎরূপে পরিণত হয়, নিরীহক্রমে দুঃসাহসী হয়, অধিক কি যার জন্য লোক জীবনের আশাও ত্যাগ করে। এ পৃথিবীতে যে প্রত্যহ শত শত হত্যাকাণ্ড হইতেছে,তার অধিকাংশই এই কালরূপিনী রমণীর জন্যই হইয়া থাকে। হায়, যদি এ পৃথিবীতে রমণী না থাকিত, তাহা হইলে ইহা কি সুখের স্থান হইত! যাহারা রমণীর প্রেম-আশা ত্যাগ করিয়া শান্তভাবে জীবন কাটাইতে পারে, তাহারাই ধন্য! ও রমণী, প্রেমাবিন নর অপেক্ষা শতগুণে সুখী। কিন্তু হায়, এ পৃথিবীতে কয়জন রমণী প্রেম ত্যাগ করিতে সক্ষম? যদি তাহাই পারিবে, তবে কেন তাহারা এত কষ্ট পাবে। পণ্ডিতগণ রমণীকে রত্নরূপে বর্ণনা করিয়া-গিয়াছেন, তাহা বাস্তবিকই সত্য। তবে কেন আমি তাহাদের এত নিন্দা করিলাম? কেহ এরূপ মনে করিবেন না যে, রত্ন হইলে কেবল তাহা সুখকর হইবে, আর দুঃখকর হইবে না। কারণ রত্ন যেমন জীবন প্রদান করিতে পারে, সেই রূপ জীবন নাশেরও সম্ভাবনা। সেইরূপ রমণী যেমন সুখকরী, তেমনি আবার দুঃখকরী।

বিজয় এইরূপে দাসত্ব-শৃঙ্খল হইতে মুক্তিলাভ করিয়া, পুনরায় আসিয়া সেই দাস ভাবেই বাস করিতে লাগিল। এদিকে বিলাসবতী বিজয়ের প্রস্থানে অত্যন্ত দুঃখে দিনযাপন করিতে লাগিল। দিন দিন মুখ মলিন ও শরীর দুর্ব্বল হইতে লাগিল। বিলাসবতী সর্ব্বদাই চিন্তিতা ও দুঃখিতভাবে বসিয়া থাকিত। দস্যুপতি ও তাহার স্ত্রী, তাহাদের এই অরণ্য মধ্যে একমাত্র আদরের ধন জীবনসম প্রিয়তমা কন্যাকে এরূপ

দুঃখিতা হইতে দেখিয়া অত্যন্ত মর্ম্মাহত হইল। পিতা মাতা কারণ জিজ্ঞাসা করিলে বিলাসবতী কোনই উত্তর প্রদান করিল না। দস্যুপতি মনে ভাবিল—কন্যার বয়স হইয়াছে। বোধ হয়, বিলাসবতী বিবাহের জন্য এইরূপ দুঃখিত হইয়াছে, তা আমার নিকট লজ্জায় প্রকাশ করিতে পারে না। এই ভাবিয়া দস্যুপতি মনে মনে পাত্রের অনুসন্ধান করিতে লাগিল। বিলাসবতীর মন ক্রমেই অবসন্ন হইয়া আসিতে লাগিল। অবশেষে মনে বৈরাগ্যের সঞ্চার হইল। বিলাস ভাবিল—বৃথা প্রেম, বৃথা সকলই। আর বিজয় যখন আমার কাছ থেকে চলে গেছে, তখন পুনরায় তাহাকে কেমন করে পাব? অতএব এ প্রেমের আশা ত্যাগ করে ঈশ্বর উপাসনায় মন দিলে পরকালের কার্য্য হবে। তাহাতে ইহকালে দুঃখী হইলেও পরকালে সুখী হতে পারিবো। আর সৎপথে থাকিয়া ধর্ম্মকার্য্য করার অপেক্ষা এ পৃথিবীতে কি সুখের বিষয় হতে পারে? অতএব আমি আর এ সংসারে থাকবো না, আমি এ বৃথা পার্থিব সুখ পরিত্যাগ করিয়া নিশ্চয়ই সন্ন্যাসিনী-বেশে বিজন অরণ্যে গমন করিব। বিলাসবতী, কি উপায়ে সন্ন্যাস-ধর্ম্ম অবলম্বন করিয়া অরণ্যে যাইয়া বাস করিব, তাহাই ভাবিতে লাগিল।

কিছুদিন কাটিয়া গেলে এক দিবস রাত্রে বিলাসবতী শয়ন করিয়া কখনও বিজয়ের চিন্তা কখনও ঈশ্বরোপাসনায় চিন্তা করিতেছে। ক্রমে মন অতি অস্থির হইয়া উঠিলে বিলাসবতী গৃহ হইতে আসিয়া বাহিরে বসিল। চারিদিক নিস্তব্ধ এবং সকলেই সুখে নিদ্রা যাইতেছে। কেবল সেই নিস্তব্ধতার মধ্যে ঝিল্লিগণ অবিশ্রান্ত ঝি ঝি শব্দ করতঃ ভাবুক

হৃদয়কে একবারে বিমোহিত করিয়া দিতেছে। উর্দ্ধদেশে তারাগণ শোভা পাইতেছে ; দেখিলে বোধ হয়, যেন নীল-নভ-হ্রদে উজ্জল স্বর্ণফুল সকল ফুটিয়া রহিয়াছে। পবনদেব মৃদু মৃদু ভাবে বহিতেছে। খদ্যোতকুল পাদপশিরে জ্বলিতেছে ; দেখিলে যেন হীরকখণ্ড বলিয়া ভ্রম জন্মায়। ধন্য প্রকৃতে! তোমার মোহিণী মূর্ত্তি। যাহা নয়নে হেরিলে একেবারে ভাবে বিমোহিত হইতে হয়, যাহা হেরিলে মন বিগলিত হয় এবং যাহার দর্শনে শোক, তাপ, দ্বেষ, ক্রোধ, লোভ, ভয় প্রভৃতি কিছুই মনে স্থান পায় না। আহা তোমার শোভা কি বিমল সুখদায়িনী। নহিলে সাধে কি নর, সংসার তাড়নে পীড়িত হইয়া তোমার শরণ লয়! তোমার দর্শনে মনে যে কি আশ্চর্য্য ও বিমল ভাবের উদয় হয়, তাহা যাহার হইয়াছে সেই জানে। বিলাসবতী কিছুক্ষণ নিস্তব্ধে বসিয়া রজনীর শোভা দেখিতে লাগিল। শেষে কাতর ভাবে কহিতে লাগিল—হায়! যা হবার তা হয়েছে। এখনো কি মন! তোর প্রেমের আশা মিটে না? যদি বিজয় আমারই হবে, তবে কেন পেয়ে, হারাবে, বৃথা আশা, ভালবাসা। আর না। এখন ঈশ্বর উপাসনায় জীবন সার্থক করিগে। তিনিই পিতা, তিনিই মাতা তিনিই বন্ধু এবং তিনিই ভ্রাতা। তিনি অকুলের কাণ্ডারী ভয়হারী এবং দীনের বন্ধু। তাঁকে যে ভাবে, তিনি তাকে দেখা দেন। অতএব আয় মন! আয়, চল যাই, তাঁর পদে আশ্রয় লইগে। কেন তুই বৃথা মানুষের প্রেমে পাগল হয়েছি এমন ঈশ্বর প্রেম থাকতে তুচ্ছ নরের প্রেম? আহা। জীবনে মরণে সমভাব জ্ঞান করে আত্মাকে চরিতার্থ করিগে। আর কেন

আর কেন মন এ সংসারের মায়া? আর কেন এ সংসারে থাকা? এখনই চলে যা'ব। এখনই যথা দুই চক্ষু যায় সেখানে যা'ব। আর আমি বাড়িতে থাক্‌বো না।

বলিতে বলিতে বিলাসবতী দাঁড়াইয়া উঠিল এবং সত্বর আসিয়া গৃহমধ্যে প্রবেশ করিল। আর সংসারে থাকিয়া বৃথা কষ্ট পাওয়া অনুচিত বিবেচনায়, সেই রাত্রিই বাটী হইতে প্রস্থান করিতে মনস্থ করিল। দুইখানি বস্ত্র ও দুটী মাত্র মুদ্রা গ্রহণ করতঃ বাটী হইতে বহির্গত হইল। বিলাসবতী বাটী হইতে কিয়ৎদূরে আসিয়া স্ত্রী বেশ পরিত্যাগ পূর্ব্বক পুরুষ বেশ ধারণ করিল এবং পুনরায় চলিতে আরম্ভ করিল। সমস্ত রাত্রি ক্রমাগত গমন করিতে লাগিল। রাত্রি ক্রমে প্রভাত হইল। একে সমস্ত রাত্রি অনিদ্রায় পথ চলা, তাহাতে রমণীর প্রাণ। কেমন করে এত কষ্ট সহ্য হইবে বল? বিলাসবতী পথশ্রান্ত হইয়া একটী বৃক্ষের তলে যাইয়া তরুটীর মূলে হেলান দিয়া উপবেশন করিল এবং ক্ষণকাল মধ্যেই নিদ্রায় অভিভূতা হইল। নিদ্রা ভঙ্গে দেখিল বেলা প্রায় দ্বিপ্রহর হইয়াছে কিঞ্চিৎ অগ্রবর্ত্তী হইয়া একটী দোকানে কিছু খাদ্যদ্রব্য লইয়া ভক্ষণ করিল এবং সেইখানে আরও কিছুক্ষণ বসিয়া বিশ্রাম করতঃ পুনরায় চলিতে আরম্ভ করিল। সন্ধ্যার প্রাক্কালে যাইয়া একটী গৃহস্থের বাটীতে আশ্রয় লইল। পর দিবস প্রত্যূষে উঠিয়া পুনরায় গমনে রত হইল এবং সে দিবস এক দোকানে রজনী অতিবাহিত করিল। বিলাসবতী যে গ্রামে রাত্রি যাপন করিল, সেই গ্রামটীর পূর্ব্ব-দিকে কিছুদূরে একটী পাহাড়ময় বৃহৎ অরণ্য ছিল বিলাসবতী

উক্ত অরণ্যে আসিয়া একটী কন্দরে বাস করিতে লাগিল। প্রত্যহ ফল মূল ভক্ষণ করতঃ সর্ব্বদা ঈশ্বরের নাম উচ্চারণ করিয়া এইরূপে অরণ্য মধ্যে জীবন যাপন করিতে লাগিল।

অষ্টম অধ্যায়।

কালপ্রতিনিয়ত পরিণামি, দেখিতে দেখিতে ক্রমে শীতঋতু আসিয়া দেখা দিলে ধরণী অন্য বেশ ধারণ করিল। প্রভাত ও সন্ধ্যায় চারিদিক কুঝটিকায় আবৃত হইতে লাগিল। দিনকর যেন ক্রমে প্রখরতা বিহীন হইতে লাগিল। তরু লতা প্রভৃতি সকলেই শীতে কুঞ্চিতভাব ধারণ করিল। পিকরাজ মধুর কুহু রবে বিরত হইল। ফণী ভেক ও ভল্লুকগণ শীত ভয়ে গর্ত্তে প্রবেশ করিল। বর্ষা-বারি-পূর্ণ সরসী সমূহ ক্রমে অল্প-নীর হইতে লাগিল। মরালগণের, সরোবর-নীরে আনন্দে জলকেলি করিবার অসুবিধা ঘটিল। শীতে জড়তা বৃদ্ধি হওয়াতে সকলেই কার্য্যে আলস্য ভাবাপন্ন হইয়া পড়িল। এইরূপে এক বৎসর কাটিয়া গেল, তথাচ মহারাজ কমলবালার দুঃখের কোনও প্রতীকার করিলেন না। ক্রমে শীত যাইয়া বসন্ত আসিয়া উপনীত হইল। ক্ষিতিতল অপূর্ব্ব শোভাময় হইয়া উঠিল। বসন্তাগমে নানাবিধ পুষ্প-কলিকা সমূহ প্রস্ফুটিত হইয়া চারিদিক আমোদে আমোদিত করিয়া তুলিল। মারুত হিল্লোলে সকলেই যেন নব জীবনে জীবিত হইয়া উঠিল। নানাবিধ পক্ষিগণ মধুর শব্দ করিয়া সুখের

বসন্তে আনন্দে বিহার করিয়া বেড়াইতে লাগিল। ছাগ, মেষ, হরিণাদি পশুগণ নব নব পত্র লতাদি ভক্ষণ করিয়া আনন্দে লাফাইয়া লাফাইয়া ক্রীড়া করিতে লাগিল। বৃক্ষরাশি ফল-ফুল-পত্রে শোভিত হইয়া নয়ন রঞ্জন করিতে লাগিল। দেখিতে দেখিতে সুখের বসন্ত গত হইয়া গ্রীষ্ম আসিয়া দেখা দিল।

মহারাজ বীরেন্দ্র মৃগয়ায় যাইতে ইচ্ছা করিয়া দিন স্থির করিলেন এবং নির্দ্দিষ্ট দিনে মহারাজ অশ্বারোহণে অনুচর বর্গ-সহ মৃগয়ায় বহির্গত হইলেন। একটী বৃহদাকার বিপিনের সম্মুখভাগে উপস্থিত হইয়া মহারাজ দুইজন অনুচরকে কহিলেন ;—দেখ তোমরা দুইজন এই স্থানে থাক। আমরা শিকার-কার্য্য সমাধা করিয়া পুনরায় একে একে এই স্থানে আসিয়া উপস্থিত হইব। তোমরা দুজন থাকিলে এ স্থান অনুসন্ধানের জন্য তত কষ্ট হইবে না। এই বলিয়া মহারাজ অনুচরগণ-সহ অরণ্যে প্রবেশ করিলেন। ক্রমে সকলেই পরস্পর বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িল। মহারাজের সঙ্গে কেবল একজন মাত্র অনুচর ছিল। এইরূপে মহারাজ অনুচরগণ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া তিনি ও তাঁহার সঙ্গী উভয়ে ক্রমাগত মৃগ অন্বেষণ করিতে লাগিলেন। কিন্তু দুরাদৃষ্ট বশতঃ কোন মৃগই দৃষ্টিপথে পতিত হইল না। অবশেষে অনেক পর্য্যটনের পর মহারাজ দেখিলেন, একটী কুরঙ্গ অদূরে শস্প ভক্ষণ করিতেছে। তিনি উহাকে বধ করিবার জন্য ধনুতে শর যোজনা করিলেন। ইতি মধ্যে মৃগ মহারাজকে দেখিয়া ঊর্দ্ধশ্বাসে পলায়ন করিতে আরম্ভ করিল। মহারাজও নিজ সঙ্গীকে সেই স্থানে অবস্থিতি করিতে বলিয়া মৃগের পশ্চাৎ ধাবিত হইলেন। মৃগ প্রাণভয়ে না থামিয়া

ক্রমাগতই দৌড়িতে লাগিল এবং মহারাজ ও মৃগ যে দিকে যাইতে লাগিল সেই দিকে অশ্ব চালনা করিতে লাগিলেন। অনেক দূর গমনের পর মহারাজ অত্যন্ত ক্লান্ত হইয়া পড়িলেন এবং মৃগের পশ্চাৎ ধাবনে বিরত হইয়া সেই স্থানে অশ্ব হইতে অবতরণ করিলেন। পরে অশ্বটী একটি বৃক্ষে বন্ধন করিয়া নিজে সেই বৃক্ষের তলদেশে বসিয়া বিশ্রাম করিতে লাগিলেন। দেখিতে দেখিতে কৃষ্ণকায় মেঘরাজি আসিয়া গগণ আবৃত করিল এবং অনিলদেব প্রবাহিত হইতে লাগিল। ক্রমে মুষলধারে বৃষ্টি-পাত আরম্ভ হইলে তৎসঙ্গে পবনদেব তীব্রবেগে এক বিষম দুর্য্যোগ উপস্থিত করিল। ঘন ঘন জ্যোতির্ম্ময়ী সৌদামিনীর প্রকাশে নয়ন ঝলসাইতে ও প্রবাহিত হইয়া বজ্রনিনাদে শ্রবণ বধির হইতে লাগিল। বৃহৎ বৃহৎ মহীরুহগণ শাখা প্রশাখা চ্যুত হইয়া ছিন্ন ভিন্ন হইতে লাগিল এবং লতিকা সমূহ তরুদেহ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া ভূমে লুটাইতে লাগিল। পক্ষীদের নীড় সকল বায়ুবেগে বৃক্ষ শাখা হইতে ভূমে পতিত হওয়াতে তাহা-দিগের শাবকগণের প্রাণনষ্ট হইতে লাগিল। পথিকগণও এরূপে নিরাশ্রয় অবস্থায় কত কষ্টই পাইতে লাগিল।

মহারাজ সেই বৃক্ষতলে নিরবে বসিয়া ঝড় বৃষ্টি সহ্য করিতে-ছিলেন এবং মনে মনে কহিতেছিলেন:—যদি এ যাত্রা বেঁচে ফিরে যেতে পারি, তবে আমি এই প্রতিজ্ঞা করিতেছি যে মৃগবধ-রূপ নিষ্ঠুরাচরণে আর কখনও প্রবৃত্ত হইব না। তাহারা শান্তভাবে সুখে বনে বিচরণ করে বেড়ায়, আর স্বার্থপর নির্দ্দয় মনুষ্যেরা তাহাদের বিনাশ করে। ঈশ্বরের নিকট সকল জীবই সমান, আমি আজ বিলক্ষণ শিক্ষা পাইয়াছি। অতএব আমি

আর কখনও কোন জীবকে কষ্ট দিব না। ক্রমে ঝড় বৃষ্টি থামিয়া গেলে সমস্ত জগৎ নিস্তব্ধভাব ধারণ করিল। মহারাজ এখন মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন,—কোথায় বা যাই, আর কিই বা করি? কিন্তু এখানে এরূপে অবস্থিতি করিলে কি হইবে? অতএব একদিকে অগ্রবর্ত্তী হওয়া উচিত।

এইরূপ চিন্তা করিয়া মহারাজ অশ্বটাতে পুনরায় আরোহণ করিয়া একদিকে গমন করিতে আরম্ভ করিলেন। কিয়ৎদূর গমন করিয়া একটী পাহাড়ের নিকট উপস্থিত হইলেন। ক্রমে সেই পাহাড়টীর পাদদেশ দিয়া যাইতে যাইতে দেখিলেন এক জন যোগী একটী বৃক্ষতলে কি অন্বেষণ করিতেছেন।

মহা—(সন্নিহিত হইয়া) যোগীবর! আপনি এ বৃক্ষতলে কি করিতেছেন?

যোগী—আমি, যে সকল ফল ঝড়ে পড়ে গেছে সেই সকল ফল অন্বেষণ করিতেছি। আপনি কে এবং অশ্বারোহণে কোথা হতেই বা আসিতেছেন?

মহা—আমি একজন হতভাগ্য! আমি আজ মৃগয়ায় এসে এই বনে পথ হারায়েছি, এদিকে ভগবান মরিচিমালী প্রায় অস্তগমনোন্মুখ হইয়াছেন। অতএব আপনি যদি অনুগ্রহ করিয়া অদ্য রাত্রিতে আমাকে আপনার আশ্রমে স্থান দেন তাহা হইলে বোধ হয় এ হতভাগ্যের জীবন দান করা হয়।

যোগী—অবশ্যই দিবে। পরোপকারের ন্যায় পুণ্য আর নাই এবং জীবগণকে কষ্ট দেওয়ার ন্যায় আর পাপ নাই। তবে আমার আশ্রমে আসুন।

মহা,—চলুন, এই বলিয়া যোগীর পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিলেন

এবং মনে মনে কহিতে লাগিলেন—বাস্তবিকই যোগী ঠিক বলিয়াছেন, পরোপকারের ন্যায় পুণ্য আর নাই এবং পরকে কষ্ট দেওয়ার ন্যায় পাপ নাই। অতএব আমি কমলবালাকে ক্রোধ বশতঃ কষ্ট দিয়ে অত্যন্ত অন্যায় কার্য্য করেছি এবং পণ্ডিতগণ বলিয়া থাকেন, যে লোক ক্রোধের বশবর্ত্তী সে অতি মূর্খ। আমি যদি ঈশ্বরের ইচ্ছায় গৃহে প্রত্যাগত হইতে পারি, তাহা হইলে কমলবালাকে কারামুক্ত করে বিজয়ের সহিত বিবাহ দিব। এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে উভয়ে যোগীর গুহায় আসিলেন। রাজা বৃক্ষে অশ্ব বন্ধন করিয়া স্বয়ং সিক্ত বস্ত্র ত্যাগ পূর্ব্বক যোগীদত্ত অন্য বস্ত্র পরিধান করিলেন তাঁহাকে যোগী খাদ্যোপযোগী ফল আনিয়াদিলেন এবং আহার করাইতে করাইতে যোগী মহারাজকে বলিলেন, এক্ষণে আপন পরিচয় জানিতে বড় কৌতূহল হইয়াছে। তদুত্তরে মহারাজ আমি যদিও রাজা কিন্তু আমার সে পর গৌরব এখন কোথায় সকলই এখন আপনার অধিকারে।

যোগী—আপনিই কি এ প্রশস্ত রাজ্যের প্রভাকর, প্রভাবশালী নৃপতি বীরেন্দ্র? অনেকবার শুনিয়াছি ভবাদৃশ ন্যায় পরায়ণ রাজা-অতীব বিরল। আমার বড়ই ভাগ্যের বিষয় যে সামান্য অরণ্যবাসী হইয়া অরণ্যাধিকারীর সেবা করিয়া চরিতার্থ হইলাম। কৃপা করে উদাসীনের ক্রেটী ক্ষমা করিবেন।

মহা—হে যোগিন্ আপনি আমাকে ন্যায় পরায়ণ রাজা বলিতেছেন কিন্তু তা আমাকে বলিতে পারিতেন যদ্যপি পিতা হইয়া কন্যাকে তুচ্ছ্ছেদে বে বন্দিনী না করিতাম।

যোগী—যখন নিজের দোষ জানিতে পারিয়াছেন তবে প্রতীকার না করেন কেন?

মহা—যা করিয়াছি তজ্জন্য অনুতাপানলে দগ্ধ হইতেছি এবার রাজধানী গমন করিয়াই ইহার প্রতি বিধান করিব। তবে সেনাপতি পুত্র, কন্যা কমলবালার মনোমত পাত্র বিজয়কুমারের অনুসন্ধান করা কঠিন।

যোগী—মহারাজ কাহারও মনোবেদনা দিতে নাই এবং "যত্নেকৃতে যদি ন সিদ্ধতি কোঽত্র দোষঃ?" অনুসন্ধান করিবেন অবশ্যই বিজয়কে পাইবেন কিন্তু আমার এই প্রার্থনা যে, বিজয় আসিলে অনুগ্রহ করিয়া আমায় একবার সংবাদ দিবেন, আমি তাহার সহিত দেখা করিব।

মহা—আপনি যা বলিবেন, এদাস তাহাতেই প্রস্তুত আছে কিন্তু বিজয় যে কোথায় পলাইয়াছে, তার কোন ঠিক নাই। যদি তাকে পাওয়া যায়, অবশ্যই আপনাকে সংবাদ দিব। এই বলিয়া মহারাজ সেই রাত্রি আশ্রমে যাপন করিয়া পরদিবস প্রাতে যোগীর নিকট বিদায় গ্রহণ পূর্ব্বক অশ্বারোহণে রাজ্যাভিমুখে গমন করিলেন। রাজধানীতে উপস্থিত হইয়াই কমলবালাকে কারামুক্ত করিয়া নিজ সম্মুখে আনয়ন করিতে আদেশ প্রদান পূর্ব্বক অন্তঃপুরে বিশ্রাম করিতেছেন, এমন সময় কমলবালা প্রণাম করিয়া দাঁড়াইল। মহারাজ কমলকে কহিলেন;—কমলবালা, আমি ক্রোধের বশবর্ত্তী হইয়া বিনাদোষে তোমাকে অনেক কষ্ট দিয়েছি; সেজন্য দুঃখিত করিওনা।

কমল—পিতঃ! আপনি যে আমাকে কারাগারে বদ্ধ করে রেখে ছিলেন, তাতে আমার কিছুই দুঃখ ছিল না। কারণ পিতৃ আজ্ঞা শিরোধার্য্য, এবং বিধির বিধি অনিবার্য্য।

মহা—মা কমল, তোমার এরূপ কথা শুনে আমি অত্যন্ত আহ্লাদিন হ'লাম। তবে এখন স্নান আহার করগে।

কমল—যে আজ্ঞে! এই বলিয়া কমল তথা হইতে চলিয়া গেল।

হে পাঠক মহাশয়! উক্ত যোগী যে কে, ইহা কি আপনাকে প্রকাশ করিয়া বলিতে হইবে? যোগী আমাদের সেই দস্যু-হৃহিতা বিলাসবতী ব্যতীত আর কেহই নয়। বিলাসবতী মহারাজের প্রস্থানের পর, বসিয়া বসিয়া বিজয়ের চিন্তা করিতে লাগিল। অনেকক্ষণ চিন্তা করিয়া শেষে একটী দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করতঃ আপন মনে কহিতে লাগিল; হায়! আমি সংসার সুখ বিসর্জ্জন দিয়ে এই অরণ্যে এসে এক প্রকার সুখে বাস কর্‌ছিলাম। কিন্তু আবার কেন আশা এসে হৃদয়কে অধিকার কর্‌লে? আবার কেন বিজয়কে পাব বলে মন উন্মত্ত হলো? ধর্ম্মের বিশুদ্ধভাব মন হ'তে দূর হয়ে, আবার কেন সে প্রেমের কুটিলভাব হৃদয়ে স্থান পেলে? আবার কেন বিজয়ের শোকে প্রাণ কেঁদে উঠলো? উঃ! প্রেম কি বিষময় জিনিষ! যা হৃদয়ে একবার স্থান পেলে, আর বিস্মৃত হওয়া যায় না! এই বলিতে বলিতে বিলাসবতী রোদন করিতে লাগিল। অনেকক্ষণ পরে রোদন সম্বরণ করিয়া নিজকার্য্যে রত হইল।

হে পাঠক মহাশয়! আপনার বোধ হয় স্মরণ থাকিতে পারে, যে দিন বিজয়ের সহিত বিলাসবতীর প্রথম প্রণয় হয়, সে দিন বিলাসবতী যে মুখে বলিয়াছিল "প্রেম কি মধুর জিনিষ।" আজি সেই মুখে বলিল "প্রেম কি বিষময় জিনিষ।" ইহা হইতে স্পষ্টই প্রতীয়মান হইতেছে যে, স্বার্থপরের স্বার্থের হানি হইলেই বিষম বিপর্য্যয় ঘটে।

এদিকে মহারাজ বিজয়ের অনুসন্ধানে চারিদিকে লোক প্রেরণ করিলেন এবং প্রচার করিয়া দিলেন যে, আমি বিজয়ের সহিত আমার কন্যার বিবাহ দিব, এবং সেজন্য বিজয় যেন আমার সন্নিধানে আসিতে ভীত না হয়। ক্রমে এ সংবাদ যাইয়া বিজয়ের কর্ণগোচর হইল। কিন্তু বিজয় একেবারে রাজসমীপে উপস্থিত হইতে সাহসী হইল না। বিজয় মনে মনে ভাবিল, "অগ্রে ভালরূপ না জানিয়া কখনও সেখানে যাওয়া উচিত নহে। অতএব আমি অগ্রে আমার মিত্র মাধবের বাটীতে যাই, সেখানে গেলে সবই জানিতে পারিয়া সেইমত কার্য্য করিব" বিজয় এইরূপ বিবেচনা করিয়া একদিবস ভূস্বামীকে,আমি দেশে চল্লাম, এই বলিয়া তাঁহার নিকট বিদায় গ্রহণ করতঃ রাজধানি অভিমুখে যাত্রা করিল।" পথে দিন অতিবাহিত হইল বেলা অপরাহ্ণে বিজয় ছদ্মবেশে যাইয়া তাহার বন্ধুর বাটীতে উপনীত হইল। মাধব বিজয়কে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিল ;—

তুমি কে বাড়ী কোথায় ?

বিজয়—মাধব, তুমি কি আমায় চিন্‌তে পাচ্ছনা ? আমি তোমার সেই হতভাগ্য মিত্র, বিজয়।

মাধব—(আশ্চর্য্যভাবে) কি, বন্ধু বিজয় ! এত দিন তুমি কোথায় ছিলে ? তুমি এখান থেকে যাওয়া অবধি আমি অত্যন্ত দুঃখিত আছি, এবং তোমার সঙ্গে যে পুনবায় দেখা হবে, এ আর মনে ছিল না। আর বন্ধু, শুনেছ, রাজা সন্তুষ্ট হয়েছেন।

বিজয়—হ্যাঁ বন্ধু, আমি সেই শুনে এসেছি। তবে ঠিক কি না, সেজন্য অগ্রে তোমার নিকট এসেছি। কিন্তু তোমার মুখে শুনে সত্য বলিয়া জানিয়াছি। ইহার পর মাধব বিজয়কে কিছু

আহারাদি করাইল। মাধব উত্তম বস্ত্রাদি লইয়া বিজয়কে পরিতে বলিল এইরূপে নানা প্রকার কার্য্যে রাত্রি অধিক হইলে উভয় বন্ধুতে আহারাদি করিয়া শয়ন করিল। শয়নের পর মাধব বিজয়ের মুখে ভ্রমণ বৃত্তান্ত সমস্তই শুনিল

মাধব ও বিজয়—"আজ্ঞে তবে চলিলাম" এই বলিয়া প্রণাম করিয়া প্রস্থান করিল।

কমলবালা বিজয়ের সংবাদ পাইয়া সুখ-সাগরে ভাসিতে লাগিল এবং বিজয়কে দেখিবার জন্য অত্যন্ত ব্যাকুল হইয়া উঠিল। দিবাবসানে কমলবালা, কখন মধুমতী আসবে এবং কখন তাকে বিজয়ের খবর দিবে, ইহাই ভাবিতেছে, এমন সময় মধুমতী আসিয়া কমলবালাকে কহিল;—কি সখি, আধ আধ হাঁসি মুখে রয়েছ যে।

কমল—সখি! কিছু শুন্‌লে? বিজয় এসেছে?

মধু—তা ত সখি, কিছু শুনিনি। আজ বাবার কি দরকার আছে, সে জন্য তিনি অমনি রাজসভা হতে কোথায় গিয়েছেন। তিনি বাড়ী গেলে অবশ্যই শুন্‌তে পেতাম।

কমল—বিজয় কাল বৈকালে তার বন্ধু মাধবের বাড়ী এসেছে।

মধু—যা হোক্ সখি, বিজয় যে আবার ফিরে আস্‌বে, এবং মহারাজ যে আবার তোমার প্রতি সদয় হয়ে, বিজয়ের সঙ্গে তোমার বিবাহ দিবেন, এ আর মনে ছিল না। এখন তুমি যে ভাই বিজয়কে পেয়ে সুখী হবে, এতে আমি বড় সুখী হলাম।

কমল—সখি, বিজয়কে পাবো, এ যেন স্বপ্নবৎ বোধ হতো। কিন্তু আজ আমার সে স্বপ্ন কাজে পরিণত হলো। ভগবানের মনে ছিল, তাই হলো।

মধু—সখি, ঐ কথাই ঠিক্। ঈশ্বর যাকে রাখেন সেই থাকে।

পরে কমলবালা ও মধুমতী যুক্তি করিয়া দাসী বিশ্বদিদিকে বিজয়ের নিকট তাহাকে রাত্রিতে আসিতে সংবাদ পাঠাইয়া কার্য্যান্তরে অন্যত্র গমন করিলে দাসীও প্রস্থান করিল।

মাধব কোন প্রয়োজনে অন্তঃপুরে গিয়াছে ও বিজয় একাকী বাহিরের গৃহে বসিয়া একখানি পুস্তক পাঠ করিতেছে, এমন সময় দাসী যাইয়া গৃহ মধ্যে প্রবেশ করিল। বিজয় আপন মনে পুস্তক পাঠ করিতেছে। দাসী নিস্তব্ধভাবে কিছুক্ষণ দাঁড়াইয়া বিজয়কে কহিল ;—'এখন একটু পুস্তক পড়া রাখিবেন।' অনেক দিনের পরে বলে বুঝি বড় ঝোঁক লেগেছে, তা বেশ।

বিজয়—(চকিতভাবে) অ্যাঁ, কে ! বিশ্বদিদি যে ? অনেক দিনের পর, ভাল আছ তো ?

দাসী—ভাগ্যিস্ সেধে কথা কইলাম, তাইত কথা কহিলে। বলি আর কি এখন বিজয় চিন্‌তে পার ?

বিজয়—বিশ্বদিদি, কেন আর বৃথা আমাকে ঠাট্টা কচ্ছো ? পুস্তকখানা বড় ভাল লাগলো, তাই এত মনোযোগ দিয়া পড়্‌ছিলাম। তা তুমি ত ডাক্‌বামাত্র আমি চেয়েছি।

দাসী—না বিজয়, কিছু মনে করোনা। এখন এতদিন কোথায় ছিলে, তা বল ?

বিজয়—আর বিশ্বদিদি, বড়ই কষ্ট পেয়ে এসেছি। এখন কমলবালার সংবাদ কি ? আর সে কি ভাবেই বা আছে ?

দাসী—হ্যাঁ, কমল ভাল আছে। রাত্রিতে তোমাকে কমলের ওখানে যেতে হবে। তাই আমি এখন বলতে এলাম, তুমি যেন কোথাও যেওনা, আমি এসে তোমাকে রাত্রে নিয়ে যাব।

বিজয়—আচ্ছা, আমি থাক্‌বো তাতে কোন সন্দেহ নাই।

দাসী—তবে আমি চল্লাম। এই বলিয়া দাসী বিজয়ের নিকট হইতে প্রস্থান করিল।

কিন্তু বিজয় একাকী বসিয়া পুস্তক পাঠ করিতে লাগিল।

রাত্রি অধিক হইলে দাসী আসিয়া উপস্থিত হইল। বিজয় দাসীকে দেখিয়া কহিল ;—কি বিশ্বদিদি, এসেছ ?

দাসী—হ্যাঁ, এসেছি। আমার সঙ্গে এস।

বিজয়ও দ্বিরুক্তি না করিয়া, উঠিয়া দাসীর পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিল। উভয়ে ক্রমে কমলবালার গৃহে উপস্থিত হইলে কমল, বিজয়কে দেখিয়া অবগুণ্ঠনে বদন আবৃত পূর্ব্বক, পশ্চাৎ ফিরিয়া মধুমতীর অন্তরালে বসিল।

মধু—(তদ্দর্শনে) সখি, অত লজ্জা কেন! কুমীরের সান্নিপাতিক রোগ যেমন, প্রেমিকার লজ্জাও তেমনি।

দাসী—এই নাও, বাঁচিলাম। এখন কি একটু বসিতে পারি?

মধু—(দাসীর প্রতি) হ্যাঁ, তা এখন বসা ছেড়ে শুতে পার। (বিজয়ের প্রতি) কি সখা, অনেক দিনের পর যে? বলি কতদূর ঘুরে এলে?

বিজয়—(মৃদুস্বরে) হ্যাঁ তা বলবেন বটে। ও রকম একবার ঘুরে এলেই বুঝতে পারেন।

মধু—বলি, সখী আর আমি কি ভিন্ন না কি ?

বিজয়—আজ্ঞে কে ভিন্ন বল্‌ছে ? তবে আপনি একটু বেশী বোঝেন, তাই আপনাকে একটু মান্য করা দরকার।

মধু—বলি, এখন তোমার ভ্রমণ বৃত্তান্তটা বল দেখি শুনি ?

বিজয়—বলছি, এই বলিয়া বিজয় আদ্যোপান্ত সমস্ত বর্ণনা করিল।

মধু—(শ্রবণান্তর) খুব লোক দেখছি ত। যেখানে যাবে সেখানেই স্ত্রীলোককে মজাবে, যা হোক ভাই তুমিত বড় লম্পট?

বিজয়—কি করে লম্পট হ'লাম। আমি বিলাসবতীকে

এখানে নিয়ে এসে বিবাহ কর্ব্বো। আর সে আমার যে উপকার করেছে, তা প্রাণে প্রাণে গাঁথা আছে। তার রূপ গুণ আমি এ জীবনে কখনও ভুলতে পারব না।

মধু—তা বেশ ভাই, বেশ। এখন আমি বাড়ি চল্লাম। এই বলিয়া মধুমতী বাটী প্রস্থান করিল।

দাসী—তবে বিজয় অনেক রাত্রি হয়েছে তোমরা শয়ন কর, আমি যাই। এই বলিয়া দাসীও প্রস্থান করিল।

বিজয়—(কমলের প্রতি) বিধুমুখি, কেন অমন করে মুখ ঢেকে বসে রইলে? অনেক দিনের পর দেখা হলো, এস, উভয়ে প্রাণখুলে কথা কই।

কমল—(প্রকাশ্যে) নাথ, আবার যে তোমায় পাইব, এ মনে ছিল না। তোমার বিরহে এতকাল জীবিত ছিলাম কেবল-মাত্র তোমার আশায়।

বিজয়—প্রাণেশ্বরি,আমি কিন্তু এখনও সুখী হতে পাচ্ছিনে। যত দিন না বিলাসকে পাবো, ততদিন আমার মনে শান্তি নেই।

কমল—আমিও তাহার জন্য বড় দুঃখিত হয়েছি। কারণ, আমিও যেমন তোমার বিচ্ছেদে কষ্ট পেয়েছি, সেও ত সেইরূপে কষ্ট পাচ্ছে। অতএব তুমি যাতে শীঘ্র তাকে পাও, তাই কর। আর আমি তার জন্যই তোমাকে পেয়েছি, নইলে কি তুমি দস্যুদের হাত থেকে আবার ফিরে আসতে পারতে? সে বড় আমি ছোট। আমরা তিন জনে যত দিন না একত্র হচ্ছি, তত দিন আর সুখ নাই। পরে উভয়ে শয়ন করিল। কিছুদিন পরে বিজয়ের সহিত কমলবালার মহা সমারোহের সহিত শুভবিবাহ কার্য্য সম্পন্ন হইল। মহারাজ জামতাকে একটী সুন্দর অট্টালিকা

ও অনেক অর্থ,দাস দাসী প্রদান করিলেন। বিজয় ও কমল মহা-রাজ-প্রদত্ত অট্টালিকাতে যাইয়া বাস করিতে লাগিল। কিন্তু বিজয়ের মন তাহাতে সুখী হইল না। বিজয় সর্ব্বদাই বিলাসবতীর জন্য কাতরভাবে থাকিত। কমলবালাও স্বামীর দুঃখ দর্শনে অত্যন্ত দুঃখ প্রকাশ করিত, এবং কি উপায়ে বিজয়ের মনের কষ্ট দূর হয়, তাহারই চেষ্টা করিত। এরূপে কিছুদিন অতিবাহিত হইলে, একদিন মহারাজের মনে হঠাৎ উদয় হইল, "তিনি অরণ্যে যে, যোগীর নিকট প্রতিশ্রুত হয়ে এসেছেন যে, বিজয় আসিলে তাঁহাকে সংবাদ দিবেন। কিন্তু এ পর্য্যন্ত সংবাদ প্রদান করা হয় নাই।" মহারাজ সেই দিবস দুইজন অশ্বারোহীকে উক্ত অরণ্যে যোগীর নিকট পাঠাইয়া দিলেন, বেলা অবসান প্রায়। বিলাসবতী ছদ্মবেশে বসিয়া অগ্নি সেবন করিতেছে, ও মনে মনে ভাবিতেছে ;—"কৈ এত দিন হ'ল আজও ত বিজয়ের কোন খবর পেলাম না। তবে বোধ হয়, বিজয়কে পাওয়া যায়নি। আর কবেই বা পাওয়া যাবে? আজ প্রায় দুই বৎসর হলো ত।" এমন সময় দুইজন অশ্বারোহী যাইয়া তথায় উপস্থিত হইল দেখিয়া স্বসম্ভ্রমে বিলাসবতীকে জিজ্ঞাসা করিল কোথা হইতে আসিতেছ, এবং কিই বা প্রয়োজন?

অশ্বারোহীদ্বয়—(প্রণাম করতঃ) আজ্ঞে, আমরা মহারাজ-বীরেন্দ্রের নিকট হইতে আসিতেছি। তিনি এই অরণ্যে, কোন যোগীর নিকট আমাদের প্রেরণ করিয়াছেন। আপনি কি তিনি?

বিলাস—হাঁ, আমি সেই যোগী। এখন সংবাদ কি? জনেক

অশ্বারোহী—আজ্ঞে, বিজয়-কুমার এসেছেন। আমরা আপনাকে সংবাদ দিতে এসেছি।

বিলাসবতী উক্ত সংবাদ শ্রবণ করিয়া অভূত পূর্ব্ব আনন্দে উন্মত্ত প্রায় হইয়া,তাহাদিগকে দুইখানি পত্রাসন প্রদান পূর্ব্বক বিজয়ের বীরেন্দ্রের সহিত দর্শন প্রভৃতি যাবতীয় সংবাদ শ্রবণ করিয়া, বিলাসবতীর দর্শনেচ্ছা সমধিক বলবতী হইলে, তাহাদের সহিত গমনে মত প্রকাশ করিল কিন্তু কথায় কথায় রাত্রি অধিক হওয়ায় সেই অরণ্যে রাত্রি যাপন করিয়া, প্রত্যুষে তিনজনে রাজধানী অভিমুখে যাত্রা করিল। বেলা অবসানে সকলে রাজ-সভায় উপস্থিত হইলে, মহারাজ বিলাসবতীকে দেখিয়া, আসুন আসুন শব্দ করতঃ গলে বস্ত্র দিয়া, অষ্টাঙ্গে প্রণাম করিতে উদ্যত হইলেন। তাহা দেখিয়া, বিলাসবতী তাঁহাকে উচ্চৈস্বরে বলিয়া উঠিল—মহারাজ করেন কি, করেন কি? ক্ষান্ত হোন্। এখনই আমার সমস্ত তপস্যা বৃথা হবে।

মহারাজ—(বিরত হইয়া) যোগীবর! আমি এমন কি অপরাধ করেছি, যে প্রণাম পর্য্যন্ত গ্রহণ করিবেন না?

বিলাস—(হাস্য করতঃ) মহারাজ, আপনি দুঃখিত হবে না। আমার ইষ্টদেবের আজ্ঞা যে, "তুমি কখন কাহারও প্রণাম গ্রহণ করবে না।" সেইজন্য আপনাকে ওরূপ বলেছি।

মহারাজ—আমার সংবাদ পাঠাতে বিলম্ব হয়েছে, তজ্জন্য আপনি আমাকে ক্ষমা কর্ব্বেন। অদ্য রাত্রি দেবালয়ে অবস্থিতি করিয়া, কল্য বিজয়ের সহিত সাক্ষাৎ করিবেন, এই আমার প্রার্থনা।

বিলাস—মহারাজ, আপনি যা বল্লেন তাই হবে।

মহারাজ—(পরিচারকের প্রতি) তবে এঁকে সঙ্গে করে দেবালয়ে থাক্‌বার ও আহারের উত্তম বন্দোবস্ত করে দাও্।

পরিচারক—(যে আজ্ঞে, তবে আমার সঙ্গে আসুন। এই কথা বলিলে বিলাসবতী ভৃত্যের সহিত যাইয়া, সেই রজনী দেবালয়ে অতিবাহিত করিয়া, প্রভাতে রাজগৃহ, লোক পূর্ণ হইলে, বিলাসবতী রাজ-সভায় আসিয়া উপস্থিত হইল। মহা-রাজ পূর্ব্বকথা স্মরণ করিয়া আর প্রণাম করিলেন না। কেবল সিংহাসন হইতে নামিয়া ভূতলে দণ্ডায়মান হইলেন, এবং বিলাসবতী কহিলেন—আপনার কাল কোন কষ্ট হয় নি তো?

বিলাস—আজ্ঞে না মহারাজ, আমি পরম সুখে ছিলাম।

মহারাজ—এখন আমি একজন পরিচারকে, বিজয়কে আনিবার জন্য পাঠয়ে দিচ্ছি, আপনি ক্ষণেক অপেক্ষা করুণ।

বিলাস—মহারাজ,শীঘ্র বিজয়ের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে ইচ্ছা করি।

মহারাজ—"রামা" এঁকে সঙ্গে বিজয়ের বাটী নিয়ে যা।

পরিচারক—যে আজ্ঞে, তবে আসুন। উভয়ে ক্রমে বিজয়-কুমারের বাড়ীর দরজার সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইলেন, এবং পরিচারক দ্বারবানকে জিজ্ঞাসা করিল!—ওহে, জামাই বাবু এখন বাড়ী আছেন? শীঘ্র সংবাদ দাও—

দ্বারবান—হাঁ, আছেন। এই বলিয়া দ্বারবান তৎশ্রবণে দ্রুত যাইয়া সংবাদ দিল, এবং বিজয়ও ত্বরায় বাটীর দরজায় আসিয়া উপস্থিত হইল।

বিজয়—কি হে, কি প্রয়োজন?

পরিচারক—আজ্ঞে, ইনি আপনার সঙ্গে দেখা করিবেন।

বিজয়—তবে তুমি যাও। মহাশয়! আপনি বাড়ীর ভিতরে আসুন। বিলাসবতী বিজয়ের সঙ্গে চলিল। বিজয় বিলাস-বতীকে বাহিরের একটী নির্জ্জন গৃহে লইয়া গেল, এবং একখানি

সুন্দর আসন বসিতে প্রদান করিয়া, নিজে সম্মুখে দণ্ডায়মান হইল। বিলাসবতী উপবেশন করিলে, বিজয় নম্রভাবে কহিল ;—পুণ্যাত্মা লোকের দর্শনলাভ, আমার ন্যায় পাপীলোকের পরম সৌভাগ্যের বিষয় বলিতে হইবে। এখন কি অভিপ্রায়ে অধমের বাটী পবিত্র করিলেন ?

বিলাস—বিজয়, আমাকে কি তুমি চিন্‌তে পার ? আমার সঙ্গে কি কখন তোমার আলাপ পরিচয় ছিল, বলতে পার ?

বিজয়—আজ্ঞে, কৈ আপনার সঙ্গে আমার ত কখনও আলাপ পরিচয় হয় নি। তবে আমি আপনাকে কেমন করে চিন্‌তে পার্ব্বো ? তবে যদি হয়ে থাকে তা বলতে পারিনে।

বিলাস—না, তুমি মিথ্যা বলছ। আমার সঙ্গে তোমার এক কালে খুব আলাপ ছিল। দেখ দেখি স্মরণ করে এই বলিয়া বিলাসবতী পুরুষবেশ পরিত্যাগ করতঃ স্ত্রীবেশে প্রকাশ পাইল, এবং বলিল, এখন কি চিন্‌তে পারছো। দেখিল, সে যোগী নহে, সে তাহার পরিচিত প্রেম-সোহাগিনী বিলাসবতী। বিজয় নির্ব্বাক হইয়া, বিলাসবতীকে দেখিতে লাগিল।

বিলাস—নাথ, এখন কি চিন্‌তে পার ? মনে হয়েছে কি প্রাণেশ্বর ! এত কেন আশ্চর্য্য হচ্ছো ? আমি সমস্ত বলিতেছি। এই বলিয়া বিজয়কে যাবতীয়ঘটনা প্রকাশ করিয়া বলিল।

বিজয়—যা হবার তা হয়েছে। আর প্রিয়ে, তোমায় কষ্ট পেতে হবে না। এই বলিয়া বিজয় বিলাসবতীকে ক্রোড়ে ধারণ করতঃ মুখে শত শত মধুর চুম্বন করিল।

বিলাস—নাথ, আজ আমি সুখী হলাম, আজ আমার সকল জ্বালা ঘুচলো।

বিজয়—চল, এখন বাড়ীর মধ্যে যাই। এই বলিয়া উভয়ে বাহির বাটী হইতে ভিতর বাটী প্রস্থান করিল এইরূপে বিজয়, কমলবালা ও বিলাসবতীকে পাইয়া পরমসুখে জীবন যাপন করিতে লাগিল। হে পাঠক মহাশয়! যে বিজয় ভৃত্যবৃত্তি অবলম্বন করিয়া অতি কষ্টে জীবন অতিবাহিত করিত, আজি সেই বিজয় মহারাজ বীরেন্দ্রের জামাতা হইয়া অতুল সুখে সুখী হইল। কিন্তু তাই বলিয়া যে নৃপতির জামাতা হইলেই সুখী হওয়া যায়, তাহার কোন কারণ নাই। সুখ অমূল্য নিধি, এ পৃথিবীতে অতি দুর্লভ! কোথাও কেহ ভূপতি হইয়া অসহ্য মর্ম্মবেদনায় জ্বলিতেছে, আবার কোথাও কেহ দরিদ্র হইয়াও পরম আনন্দে বিচরণ করিতেছে। তাই বলিতেছি যে, উপাদেয় দ্রব্য ভক্ষণ, এবং সুন্দর পরিচ্ছদ ধারণ করিলেই সুখী হওয়া যায় না। মনে সুখ থাকিলে দুঃখময় জিনিষ ও সুখময় বলিয়া বোধ হয়, এবং সেইরূপ, মনে দুঃখ থাকিলে, সুখময় জিনিষও দুঃখময় জ্ঞান হয়। যেমন কোন অল্প বয়স্ক শিশু, যে দুঃখের বার্ত্তা জানে না, যে হাসি বই আর কিছু জানে না; দুঃখময় স্থানে থাকিলেও সে সেই ভাবে হাসিতে থাকে, দুঃখ দেখিয়া তাহার বিন্দুমাত্র ভ্রূক্ষেপ হয় না। দেখিতে পাওয়া যায়, মাতা কোন দুঃখ হেতু ক্রন্দন করিতেছে, শিশু পার্শ্বে কিম্বা ক্রোড়ে আপন মনে হাসিতেছে। সেইরূপ পুত্র-শোক-কাতরা জননীর অগণ্য মণি মাণিক্য পাইলেও, মন হতে সে পুত্রশোক কখনও বিদূরিত হয় না। তাই বলি!—

মনোস্থখ চেয়ে সুখ কভু নাহি মিলেরে।
মনোদুঃখ চেয়ে দুঃখ নাহি ধরা ভিতরে।
মনোদুঃখী জন যদি পায়, রত্নরাজি
অট্টালিকা সুশোভন রথ গজ বাজী,
চর্ব্য চোষ্য লেহ্য পেয় করিতে ভক্ষণ,
সুকোমল শয্যা'পরে করিতে শয়ন,
কখন (ও) না হয় তার সুখের উদয়।
সকল (ই) বিফল, যার জলিছে হৃদয়!
দুষ্প্রাপ্য এ ধরাধামে সুখ নিরন্তর।
কাহার দুঃখেতে নাহি জলেরে অন্তর?
শোক-তাপে জর জর, কাতর সবাই!
এ দুঃখ ধরায় সুখ কোথা বল ভাই?
ওঁ তৎসৎ।

সম্পূর্ণ।